মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনারবাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্দেশনায় জনগণকে সঠিক সময়ে যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ মন্ত্রণালয় আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ নৌচলাচলের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সব কর্মকান্ডকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক সংকলন। ফলে এ সংকলনটি বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয় সংকলনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। সেবাপ্রার্থী জনসাধারণ এ সংকলন থেকে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এর সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন। আমি মনে করি এ সংকলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আগামী দিনগুলোতে আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন এবং বিশ্বায়নের চ্যাঞ্জে মোকাবেলায় নিজেদের আরো দক্ষ ও উপযোগী করে গড়ে তুলবেন। আমাদের মহা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে ২০২১ সালে। এ সময়ের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সর্বোচ্চ মেধা, শ্রম ও উদ্যোগের স্বাক্ষর রাখবেন বলে আমি আশা করি।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান এম,পি

সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বানী

আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চতকরণ, আন্তর্জাতিক মানের মান সম্মত নৌশিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিতসহ আরও নানা রকম কার্যক্রম এর বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচেছ। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এর কার্যক্রম মূলত জনসেবা কেন্দ্রিক। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষতে দ্রুত পন্য খালাস করার জন্য আধুনিক সব যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন নদী বন্দরগুলোতে যাত্রীগণ যাতে নিরাপদে উঠা-নামা করতে পারে তার জন্য সব ধরণের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের ক্যাডেট/প্রকৌশলী তৈরির লক্ষ্যে মেরিন একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, সমুদ্রগামী জাহাজে দক্ষ নাবিক তৈরিতে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে পটুয়াখালী জেলায় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে নতুন একটি সমুদ্র বন্দর নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থল বন্দরগুলোর নানা রকম উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উক্ত জনসেবামূলক কার্যক্রমকে সেবা প্রার্থীদের সদয় জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হয়েছে। সেবা প্রার্থীসহ এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ সংকলন থেকে উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। মাঠ পর্যায়ে অনেকের অলক্ষ্যে ছড়িয়ে থাকা সৃজনশীল উদ্যোগসমূহকে এ সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতেও অনুরূপ উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানাই। একইসাথে আমি বিশ্বাস করি সরকারের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি মূল্যবান দলিল ও তথ্যসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মোঃ আবদুস সামাদ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

পরিচিতি

দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহন খাতের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় স্বার্থে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাসপূর্বক বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কার্যক্রমকে সমন্বয় করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ১১টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ভিশন

আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র পরিবহন, অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, উত্তম ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

মিশন

সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং নৌপথের নাব্যতা রক্ষা করে নৌচলাচল নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন করা। মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং সমুদ্র পথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্যাবলী

- নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও স্থল বন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
- বাতিঘর ও বয়াবাতি ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- নাব্যতা রক্ষাকল্পে নৌপথ ড্রেজিং, নিরাপদ নৌচলাচলের জন্য বয়া লাইটেড নির্দেশিকা ও পিসি পোল স্থাপন;
- নৌবাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতা;
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও জাহাজ চলাচল, মেরিন সার্ভিসেস এবং নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চিতকরণ;
- যান্ত্রিক নৌযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
- নৌযান সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন;
- সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন, নৌবাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
- মূল ভূখন্ড ও দ্বীপসমূহের মধ্যে এবং অভ্যন্তরীন নৌচলাচল ব্যবস্থঅপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াদি সমন্বয় ও গবেষণা;
- জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন;
- জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং এ মন্ত্রণালয়েল আওতায় বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি ও স্মারক সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চার্জ সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা /কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)ঃ

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত)	মন্তব্য
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-

১.২ শূন্য পদের বিন্যাস ঃ

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
						নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সংস্থাসমূহঃ

- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।
- পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পটুয়াখালী।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, (বিআইডব্লিউটিএ), ঢাকা।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন, (বিআইডব্লিউটিসি), ঢাকা।
- বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, (বাস্থবক), ঢাকা।
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, (বিএসসি), চট্টগ্রাম।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
- নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।
- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।
- গভীর সমুদ্র বন্দর সেল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র ২০০৯-২০১৪ কর্ম সময়ে আরো ২টি নতুন সংস্থা করা হয়েছে। যথা: পায়রা বন্দর ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। তাহাছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে পাঁনগাও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টারমিনাল স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অর্জিত সাফল্য সমূহ সংক্ষেপে দেয়া হলোঃ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

- মন্ত্রণালয়ের ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ LAN-এর উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে আইসিটির ব্যবহার ত্বরান্বিত হবে এবং কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে, ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম জোরদার হবে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তণ করা হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়।
- মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইসিটি/ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা/তদারকী করা হচ্ছে। দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যয়ে চলমান ইনোভেশনসমূহ শীঘ্রই পরিদর্শন করা হবে। অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনামতে এ বছরের শেষের দিকে শোকেসিং আয়োজন করা হবে এবং শ্রেষ্ঠ ইনোভেটরদের পুরস্কার/প্রণোদনার মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে আরও উৎসাহিত করা হবে।
- মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, এর মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন/মতামত সম্পর্কিত তথ্যাদি গ্রুপের সকল সদস্যের সাথে শেয়ার করতে পারছেন।
- ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম দ্বারা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীনস্থ ০৯টি দপ্তর/সংস্থা সাথে সংযোগ স্থাপন করা রয়েছে। এর ফলে জরুরী ভিডিও কনফারেন্স/মিটিং কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে।

ক) বর্তমান চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (পিএ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন। (জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১)।	জিওবি ও ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC) (জিওবি ৬৬.৬৭% ও LoC [illegible])	১২৯৩০০.০০ (৮৬২০০.০০ ও ৪৩১০০.০০)	
২।	১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৯)।	জিওবি	৭৪৫৬০.২২ (-)	
৩।	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন (অক্টোবর ২০১১ - জুন ২০১৯)।	জিওবি	৫০৮৪৬.০০ (-)	
৪।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯)।	জিওবি	১৯২৩০০.০০ (-)	
৫।	মাদারীপুরে শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন (জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৯)।	জিওবি	৫৩৩৫.০০ (-)	
৬।	২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)।	জিওবি	২০৪৭৯৯.৮৭ (-)	
৭।	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকন স্টেশন আধুনিকীকরণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)।	জিওবি	২৪১২.৩৫ (-)	
৮।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ) (জুলাই-২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৪)।	জিওবি ও বিশ্বব্যাংক (জিওবি ও ১০% বিশ্বব্যাংক ৯০%)	৩২০০০০.০০ (৩২০০০.০০ ও [illegible])	
৯।	সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনঃনির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০১৯)।	জিওবি	৪৬৯২.০০	
নতুন অনুমোদিত প্রকল্পঃ				
১০।	ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্তসংগ্রহ (এপ্রিল ২০১৭ -জুন ২০১৯)।	জিওবি	২০৭৫.৪৫ (-)	

১১।	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২৫)।	জিওবি	৯৫৬০০.০০ (-)	
১২।	বালাশী বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)।	জিওবি	১২৪৭৭.০০ (-)	
১৩।	খুলনা, নরসিংদি, বরগুনার বন্দর সুবিধাদি আধুনিকায়ন এবং গলাচিপা, মংলা, মেঘনা, সুনামগঞ্জ, টেকেরঘাট, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর, ভৈরব, দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দর উন্নয়নের নিমিত্ত সম্ভব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৯)।	জিওবি	৪৮৯.৭৭ (-)	
১৪।	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৮- জুন ২০২২)।	জিওবি	৮৫০০০.০০ (-)	
১৫।	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (জুলাই ২০১৮- ২০২১)।	জিওবি	৫৪৬৯০.০০ (-)	

(খ) অপেক্ষমাণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (পিএ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরণের পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন (জানুয়ারি ২০১৮- জুন ২০২০)।	জিওবি	১৬,২৫৫.১৭ (-)	-
২।	বিআইডব্লিউটিএ'র খানপুরে আইসিটি এন্ড বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	জিওবি	৪১৫০০.০০ (-)	-
৩।	চিলমারী এলাকায় বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	জিওবি	২৫,১৭৬.০০ (-)	-
৪।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়া/গোয়ালন্দে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকায়ন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	জিওবি	৯২৩৩০.০০ (-)	-
৫।	নরাদহে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ ফেরীঘাট নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	জিওবি	৪৯৭৭.০৬ (-)	-
৬।	বাঘাবাড়ী নদী বন্দর আধুনিকায়নসহ আনুষংগিক সুবিধাদি নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	জিওবি	৩৬১৫০.০০ (-)	-

৭।	বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আনুষাংগিক যন্ত্রপাতিসহ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ)টি কাটার সাকশন ড্রেজার।	জিওবি	-	-
৮।	৬(ছয়)টি রিভার ক্লিনিং ভেসেলসহ বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস জাহাজ এবং ২(দুই)টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রস্তাব (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০১৮)।	জিওবি	৪৬০.০৫ (-)	-
৯।	বুরিশ্বর-পায়রা নৌ-পথ এবং পুরাতন ব্রক্ষপুত্র, ধরলা, দুধকুমার, পুনর্ভবা, তুলাই এবং সোয়া নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার (জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৩)।	জিওবি	৫৯৮৩০০.০০ (-)	-
১০।	কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার প্রবাহমান মেঘনা ও গোমতী নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার (এপ্রিল ২০১৮-জুন ২০১৯)	জিওবি	৪৯৪০.০০ (-)	-
১১।	মাদারিপুর জেলার কুমার, লোয়ার ও আপার কুমার নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)।	জিওবি	৪৮৫০.০০ (-)	-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (পিএ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	আড়িয়াল খাঁ নদীর দূষণ ও দখলরোধে তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন ভৌত সুবিধাদি প্রদান।	-	-	–
২।	বরিশাল নদী বন্দরের টার্মিনাল ভবন বর্ধিতকরণসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ।	-	-	–
৩।	ভোলা জেলাধীন চরফ্যাশন উপজেলার বেতুয়া লঞ্চঘাট এলাকায় বন্দর সুবিধাদি প্রদান।	-	-	–
৪।	চাঁদপুর জেলাধীন হাইমচর উপজেলার ৪টি লঞ্চঘাটের অবকাঠামোর উন্নয়ন।	-	-	–
৫।	চরকালিপুর (মুন্সিগঞ্জ) ও কালিপুর বাজার (চাঁদপুর) আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ফেরীঘাট নির্মাণ।	-	-	–

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন সংক্ষেপে দেয়া হলোঃ

চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের প্রবেশদ্ধার হিসেবে খ্যাত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে দেশের আমদানী-রপ্তানীর ৯২ শতাংশেরও অধিকপণ্য এবং ৯৮ শতাংশ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে। তাই জাতীয় অর্থনীতিতে এই বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ এবং রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এই বন্দরের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষকরে তৈরী পোষাক শিল্প খাতে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি আজ আমাদের মূল লক্ষ্য।

বিগত বছর সমূহে চট্টগ্রাম বন্দর নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রয়েছে, ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা ক্রমশ উন্নতির দিকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ বাৎসরিক ১২-১৪% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ২৫.৬৭ লাখ টিইইউএস রেকর্ড পরিমাণ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করেছে। ভৌগলিক ও ভূ-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। সে কারণেই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ বন্দরের আধুনিকায়ন, যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বে-টার্মিনাল, পতেঙ্গা টার্মিনাল, লালদিয়া টার্মিনাল এবং নিউমুরিং ওভারফ্লো ইয়ার্ড নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১৬মি. গভীরতায় ৩০০ মিটার মাল্টিপারপাস টার্মিনাল ও ৪৬০ মিটার কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মানের বিষয়ে জাপান সরকারের জাইকার অর্থায়নে ও কারিগরি সহায়তায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভিশন ও মিশন

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রবেশদ্ধার হিসেবে খ্যাত। দেশের মোট আমদানী-রপ্তানীর প্রায় ৯২ শতাংশ এই বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়ে থাকে। ফলে দেশের অথনীতিতে এই বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। বন্দরের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন, অপারেশন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যয় বন্দরের নিজস্ব তহবিল থেকে মিটানো হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর অগ্রিম কর্পোরেট আয়কর বাবদ **৫১০.৫৪** কোটি টাকা এবং পৌরকর বাবদ ৩৫.৫৫ কোটি টাকা জমা দিয়েছে।

জনবল

একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সার্বক্ষণিক সদস্যের সমন্বয়ে চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিচালনা বোর্ড গঠিত। চট্রগ্রাম বন্দরে ৮৬৭৯টি অনুমোদিত জনবলের পদ রয়েছে। বিগত ২০০৯সাল হতে এ পর্যন্ত শূন্য পদে ১৫৪৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৬৪৫৬জন। অবশিষ্ট ২২২৩টি শূণ্য পদসমূহ পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

কার্যাবলী

- আমদানী ও রপ্তানী পণ্য হ্যান্ডলিং বন্দরের ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, অগ্রগতি ও উন্নয়ন;
- পর্যাপ্ত ও দক্ষ বন্দর সেবা ও সুবিধাদি প্রদান;
- জাহাজ বার্থিং, চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং নেভিগেশন;
- বন্দরকে দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কার্যক্রম/পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- ✓ বন্দর জেটি, বহিঃ নোঙ্গর, মুরিং এলাকায় জাহাজ বার্থিং এ সহায়তা প্রদান ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান।
- ✓ আমদানী-রপ্তানী মালামালের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডেলিভারী ও শিপমেন্টকরণ।
- ✓ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং।
- ✓ বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিং।
- ✓ শিপিং এজেন্ট বিল প্রণয়ন ও আদায়।
- ✓ কনসাইনী বিল প্রণয়ন ও আদায়।
- ✓ International Ship and Port Facility Code সহ আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থার যাবতীয় শর্তাদি বাস্তবায়ন/অনুসরণ।
- ✓ পাইলটিং সার্ভিস।
- ✓ টাগ সার্ভিস।
- ✓ বৈদেশিক জাহাজসমূহকে পর্যপ্ত নিরাপত্তা প্রদান।

- ✓ বৈদেশিক জাহাজে খাওয়ার পানি সরবরাহ।
- ✓ প্রাইভেট আইসিডিসমূহে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এ সহযোগিতা প্রদান।
- ✓ শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কন্টেইনারের জন্য পর্যাপ্ত রেফার প্লাগ পয়েন্ট সুবিধা।
- ✓ বন্দরে আগনকারী জাহাজ সমূহ হতে কঠিন ও তৈলাক্ত বর্জ্য অপসারণ ও পরিশোধন।
- ✓ বন্দরে কর্মরত বেসরকারী শ্রশিকদের যাবতীয় কল্যাণমূলক কার্যাদি দেখাশুনা।
- ✓ সার্বক্ষণিক অগ্নিনির্বাপন সুবিধা।
- ✓ বিদেশী নাবিকদের জন্য মেরিনার্স ক্লাব।

অর্জিত সাফল্য ও গৃহীত কার্যক্রমঃ

১। নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য শীপ-টু-শোর গ্যান্ট্রী ক্রেণসহ ৫১টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ।

২। ৩২০০ বিএইচপি ক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩। ৮০০০ টিইউএস কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ।

৪। ২০,০০০ টিইউএস কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নিউমুরিং এলাকায় ওভারফ্লো ইয়ার্ড নির্মাণ।

৫। "কর্ণফুলীনদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

৬। চাকুরীর আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে জমা নেয়ার পরিবর্তে Online Recruitment Moduel চালু করা হয়েছে।

৭। Sea Going Water Vessel (Jolpori) সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮। Construction of C.P.A. Hospital Complex in Place of Existing Hospital প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯। বন্দর ভবনে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩৬ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।

১০। কন্টেইনার ডুয়েল টাইম গড়ে পূর্বের ১১.৬৫ দিনের স্থলে ১১.১৫ দিনে এবং জাহাজের গড় অবস্থানকাল পূর্বের ২.৯৩ দিনের স্থলে ২.৮৩ দিনে নেমে এসেছে।

১১। চট্টগ্রাম বন্দরে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৪,১৯,৪৮১ (চব্বিশ লক্ষ উনিশ হাজার চারশত একাশি) TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার সাফল্য অর্জন করেছে।

স্বল্প মেয়াদী প্রকল্পঃ

১। পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নির্মাণ প্রকল্প।

২। নিউমুরিং এলাকায় ওভারফ্লো ইয়ার্ড নির্মাণ।

৩। সাউথ কন্টেইনার ইয়ার্ড (SCY) নির্মাণ।

৪। সার্ভিস জেটি নির্মাণ প্রকল্প।

৫। লাইটারেজ জেটি নির্মাণ প্রকল্প।

৬। জেটি এলাকায় আরসিসি ইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প।

৭। Procurement and Installation of Video Surveillance System প্রকল্প।

৮। কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি।

৯। সার্ভিস ভেসেলস যেমন: টাগ বোট, পাইলট ভেসেলস, মুরিং লঞ্চ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ প্রকল্প।

১০। জেটি ও টার্মিনালসমূহের জন্য ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ প্রকল্প।

১১। ড্রেজার সংগ্রহ, সার্ভে ভেসেলস সংগ্রহ ও টাইড হাউস নির্মাণ।

১২। CTMS Tower নির্মাণ প্রকল্প।

১৩। ০২ টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ প্রকল্প।

মধ্য মেয়াদী প্রকল্পঃ

১। বে-টার্মিনাল নির্মাণ (১ম পর্যায়)।

২। টাগ বোট, পাইলট ভেসেলস, ওয়াটার বার্জ, বয়া লিফটিং ভেসেলস ইত্যাদি সংগ্রহ প্রকল্প।

৩। জেটি ও টার্মিনালসমূহের জন্য ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ প্রকল্প।

৪। বন্দরের জিসিবি এলাকায় ৯-১৩ নং জেটিতে কর্ণফুলী কন্টেইনার টার্মিনাল (কেসিটি) নির্মাণ।

৫। সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লালদিয়া মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ।

৬। রেজু খাল প্রকল্প।

৭। Strategic Floating Harbour স্থাপন প্রকল্প।

৮। ভিটিএমআইএস বর্ধিতকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প।

৯। চট্টগ্রাম বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নিতকরণ।

দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পঃ

১। বে-টার্মিনাল নির্মাণ (২য় পর্যায়)।

২। চট্টগ্রাম বন্দরের জিসিবি এলাকায় ১-৯ নং জেটিতে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ।

৩। ফেনী ও মিরশ্বরাই স্পেশাল ইকোনমিক জোন এর কাছাকাছি বন্দর নির্মাণ প্রকল্প।

৪। হেলিকপ্টার ক্রয় প্রকল্প।

৫। মাতারবাড়ী জেটি নির্মাণ প্রকল্প।

৬। ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধির সংস্থানসহ ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন।

৭। Port Tower নির্মাণ প্রকল্প।

উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন

- ✪ বিভিন্ন ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কন্টেইনারের ডুয়েল টাইম গড়ে পূর্বের ২৫-২৬ দিন থেকে ১১-১২ দিনে নেমে এসেছে এবং জাহাজের গড় অবস্থানকাল পূর্বের ১১-১২ দিনের স্থলে ০৩ দিনে নেমে এসেছে।
- ✪ বিভিন্ন উয়ার্ড সম্প্রসারণ/অবকাঠামো নির্মিত হওয়ায় কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৩০,০০০ টিইইউস হতে প্রায় ৩৭,০০০ টিইইউস-এ উন্নীত হয়েছে। বিদ্যমান পানামা ট্রাক টার্মিনালের বিপরীতে সংগে ৩৫০টি ট্রাক রাখার সংস্থানসহ অপর একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে।

- ✪ CTMS (কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম) প্রবর্তনসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের Automation/Digitalization পদ্ধতি বিগত ২৭/১২/২০১১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। CTMS চালুর ফলে Paper-based documentation হ্রাস পেয়েছে এবং দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✪ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত জাহাজ চলাচ নিশ্চিত করার নিমিত্তে কর্ণফুলী চ্যানেলে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী বিগত ১৬/০৭/২০১৩ তারিখ তা উদ্বোধন করেন।
- ✪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেগাপোর্ট ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় চট্রগ্রাম বন্দরে রেডিয়েশন ডিটেকশন ইক্যুইপমেন্ট স্থাপন হয়েছে। ফলে এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিকৃত কন্টেইনারে পরিবাহিত Nuclear I Radioactive materials সনাক্তকরণ সম্ভব হচ্ছে। বিগত ২৭/১২/২০১১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি উদ্ধেধন করেন। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পরিবহনের লক্ষ্য ঢাকার অদূরে (বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে) পানগাঁওয়ে দেশের প্রথম নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে যা বিগত ০৭/১১/২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্ধোধন করেন। চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব জনবল নিয়োজিত করে সংগৃহীত তিনটি কন্টেইনার জাহাজ ও আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্ট দ্বারা টার্মিনালটির কার্যক্রম শুরু করেছে। চট্রগ্রাম-পানগাঁও রুটে চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতঃমধ্যে ৭৩৫ Twenty-feet Equivalent Units (TEUs) কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে প্রকল্পের আওতায় এবং রাজস্ব খাতে মোট ১২১ টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের ৪ ৫ নং বার্থের পেছনে পশ্চাদ সুবিধাদি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১,৫৫,০০০ বর্গ মিটার ব্যাক বন্দরে তৈলবাহী জাহাজ বার্থিং ও খালাস কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ডলফিন জেটি-৪নির্মাণ করা হয়েছে।
- ✪ অচল হয়ে পড়ে থাকা চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব ওয়ার্কশপ ও ১২০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন শিপওয়ে ব্যপক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে।
- ✪ চট্রগ্রাম বন্দরে আগমণ-নির্গমণকারী জাহাজসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (৪৫০০ পিইচপি) একটি টাগবোট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ✪ চট্রগ্রাম বন্দরে আগমণ-নির্গমণকারী জাহাজসমূহে পানি সরবরাহের নিমিত্ত ১০০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ওয়াটার সাপ্লাই ভেসেল সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ✪ মালটি বীম ইকো সাউন্ডারসহ (Multibeam echosounder) একটি অত্যাধুনিক জরীপ বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ✪ চট্রগ্রাম বন্দরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দুইটি বিশোষায়িত জাহাজ নিয়োজিত করা হয়েছে। ফলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পেয়েছে। কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এ আধুনিক ইক্যুইপমেন্টস চালনায় প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিমুলেটর স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুর" করা হয়েছে। এতে দেশের চাহিদা পূরণ করে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- ✪ শ্রমিক কল্যাণে চিকিৎস ব্যবস্থার উন্নয়ন, শ্রম শাখা চালুকরণ, মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধি, কল্যাণ তহবিল গঠন এবং জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- ✪ একটি ৪৫০০ বিএইচপি টাগেবোট সংগ্রহকরা হয়েছে ।
- ✪ Seagoing Water Suppluy সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ✪ Water treatment Plant স্থাপন করা হয়েছে।
- ✪ ২৯টি Container and Cargo Handling Equipment সংগ্রহ করা হয়েছে।

✪ Vessel Traffic Management Information System (VIMIS) স্থাপন করা হয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ৩ জানুয়ারি ২০১৮ তাঁর কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক বন্দর জরিপে ৭১ তম স্থান অর্জন করায় প্রাপ্তসনদ হস্তান্তর করা হয়।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

- একটি আধুনিক ট্রেইলিং সাকশন হোপার ড্রেজার সংগ্রহ।
- ৪০ তলা বিশিষ্ট সিপিএ টাওয়ার নির্মাণ।
- বন্দর চ্যানেল অধিক ড্রাফ্ট ও দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভিড়ানোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ভবিষ্যতে ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধির সংস্থানসহ ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন।
- বন্দরের ১ নংজেটির উজান একটি সার্ভিস জেটি নির্মাণ।
- পরিত্যক্ত ডক শ্রমিক আবাসিক এলাকায় ওভার ফ্লো-ইয়ার্ড নির্মাণ।
- বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার লক্ষে সিসিটিভি সম্প্রাসারণ এবং ফায়ার এলার্ম সিষ্টেম আধুনিকায়ন।
- একটি ট্রেইলিং সাকশন হুপার ড্রেজার সংগ্রহ।
- অতিপুরাতন (স্ক্র্যাপকৃত) টাগ কান্ডারী-৬ এর স্থলে একটি আধুনিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (৩২০০ বিএইচপি) টাগ বোট সংগ্রহ ।
- কর্ণফুলী নদীতে Hydro-morphological study পরিচালনা।
- ১৫ তলা বিশিষ্ট ৩টি আবাসিক ভবন নির্মাণ (এ, বি ও সি টাইপ)।
- ঢাকায় চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর লিঁয়াজো অফিস কাম বিশ্রামাগার নির্মাণ।
- বহুতল বিশিষ্ট অফিসার্স কোয়ার্টার নিমার্ণ।

অগ্রধিকার কার্যক্রম

- নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল জরুরী ভিত্তিতে চালু করণ।
- কর্ণফূলী কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ।
- লালদিয়ায় ১০০০ মিটার দীর্ঘ বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ।
- চট্রগ্রামের উত্তর হালিশহর এলাকার পশ্চিমাংশে বে-টার্মিনাল নির্মাণ।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ চট্টগ্রাম বন্দরের সিটিএমএস এবং রেডিয়েশন ডিটেকশন সিস্টেম এর উদ্বোধন করেন।

বার্ষিক আয়-ব্যয়

চট্রগ্রাম বন্দরের বিগত পাঁচ আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণ ঃ

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	কর্পোরেট আয়কর পরিশোধ	রাজস্ব উদ্বৃত্ত (কর পরবর্তী)
২০০৮-২০০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	২৭৪.৫৬	৪০১.৬৫
২০০৯-২০১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	২৫২.৯২	২৭৭.৬৫
২০১০-২০১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৩৩৫.৬৩	৪৮৩.৩৯
২০১১-২০১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৪০৩.৫০	৪৭৩.৮০
২০১২-২০১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৪৪২.০৭	৩২৫.৩০
২০১৩-২০১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৫৪৪.৫০	২৭৪.১৭
২০১৪-২০১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	৪৩৬.০৬	৫৭৯.৮১
২০১৫-২০১৬	২০২৯.২৫	১০৬৫.৮৩	৪১১.৭৬	৫৫১.৬৬
২০১৬-২০১৭	২৪০৭.৬৫	১৩৫২.৫৪	৪২২.৪৫	৬৩২.৬৬

২০১৭-২০১৮ (মে)	২৫২৮.২৫	১১৯১.৬০	৪৭৬.০০	৯২০.৫৬



মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম.পি. কারশেড ও কার ক্যারিয়ার উদ্বোধন করেন ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর বিদ্যমান নিজস্ব প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধিকতর উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর কর্মকর্তাদেরকে বিদেশেও প্রেরণ করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বেসিক কম্পিউটার কোর্স, অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স, পিপিআর-পিপিএ, পোর্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড অপারেশন কোর্স নিরাপত্তা বিষয়ক ও অন্যান্য কোর্স চালু আছে।
- বিগত ০৫ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে এ প্রশিক্ষণকেন্দ্র হতে মোট ১৪০৬ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনবলের কর্মদক্ষতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ইক্যুইপমেন্ট অপারেটরদের প্রশিক্ষণের সিমুলেটর স্থাপন ও চালু হয়েছে। ০৪ সপ্তহের কোর্স প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে বছরে ৯ (নয়) টি কোর্স পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রশিক্ষিত জনবল চাহিদা পূরণ করেও বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা যাবে।

পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম

- নদী দূষণরোসহ বন্দর এলাকায় তৈলাক্ত ও কঠিন বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে বে-ক্লীনার-১, বে-ক্লীনার-২ নামে ২টি বর্জ্য সংগ্রহকারী জাহাজ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত বর্জ্যের জন্য Waste Treatment Plant তৈলাক্ত বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Oily Waste Treatment প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বন্দরে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনভায়রনমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে।

- বন্দরে নিয়োজিত অথরাইজড অফিসার কর্তৃক কর্ণফুলী নদীতে পরিবেশ বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ/নজরদারীর জন্য প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।
- আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (IMO) কর্তৃক প্রণীত পরিবেশ গাইড লাইন (MARPOL-73/78) অনুসরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করাহ হয়।
- কর্ণফুলী নদী ধূষণ রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

- দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষভাবে চট্রগ্রাম বন্দরকর্তৃপক্ষের কোন কার্যক্রম না থাকলেও জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম

- কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CTMS) বাস্তবায়ন ও চালু করা হয়েছে।
- নিরাপদ নৌ চলাচলের জন্য চট্রগ্রাম বন্দরের ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (VTMIS) এর আওতা সম্প্রসার করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য Personnel Management Information System (PMIS) চালু করা হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা যুযোপযোগী/ডিজিটাল করার জন্য কম্পিউটারাইজড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তাবায়ন করা হয়েছে।
- কম্পিউটারাইজড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- কম্পিউটারাইজড বিলিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- বন্দর নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ঈঈঞ্চ ও ফায়ার এলার্ম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- বন্দরের জাহাজ বার্থিং ও হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও দরপত্র নিয়মিত চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ওয়েব সাইটে প্রকাশে ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কম্পিউটারাইজড পে-রোল সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- বন্দরের বিভিন্ন জরীপ জাহাজ DGPS সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১

- চট্রগ্রাম বন্দরের সকল কন্টেইনার টার্মিনাল এর কার্যক্রম CTMS (কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) এর আওতাভূক্তকরণ
- নিরাপদ নৌ চলাচলের জন্য চট্রগ্রাম বন্দরের ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (VTMIS) এর আওতায় সম্প্রসারণ।
- চট্রগ্রাম বন্দরের সকল কর্মকান্ডে অটোমেশন/অন-লাইন সিস্টেম বাস্তাবায়ন।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

- বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪ এর সাথে সংগতি রেখে সরকারের ০৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন নিমিত্ত বিভিন্ন কর্মকান্ড চিহ্নিত করে চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী বিনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম

- ❖ বন্দর ভবনে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ কর্ণফুলী নদীর বিভিন্ন স্থানে চবক কর্তৃক চারটি টাইডগেজ ষ্টেশনে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।
- ❖ এ ছাড়াও কয়েকটি জরীপ জাহাজে সার্ভে কাজে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।



মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম.পি. বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে কোস্টাল শীপ চলাচল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ।

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

- সরকারী নীতিমালার আওতায় মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- মহিলাদের নামাজের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মহিলাদের আলাদা বাথরুম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মহিলাদের বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
- ছাত্রীদের জন্য আলাদা কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।
- ছাত্রীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় রয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বাস্তবায়ন
- পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদ এলাকায় ৩য় সমুদ্র বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চবক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

- ❖ চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর "Cyclone Disaster Preparedness and Post Cyclone Rehabilitaion Plan'এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।
- ❖ দেশী/বিদেশী সকল জাহাজ এ কর্মরত নাবিকদের জ্ঞাতার্থে সিগন্যাল ফ্ল্যাগ উত্তোলন এবং সকলকে বিপদ সংকেত সম্পর্কে নিয়মিত অবহিতকরণ
- ❖ ঝড়/জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলীয় জনগণকে Evacuate করণ।
- ❖ সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক প্রচার।
- ❖ দেশী/বিদেশী জাহাজের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করণ।
- ❖ অস্থায়ী আশ্রয় স্থল ও ক্যাম্প চালু করণ।
- ❖ সার্বক্ষণিক কন্ট্রোল রুম স্থাপন।

আঞ্চলিক সহযোগিতা

আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম হিসেবে ভারত, নেপাল, ভুটানকে ট্রানজিট দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে



চট্টগ্রাম বন্দরের লোডিং- আনলোডিং কার্যক্রম

২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত উন্নয়নের তথ্যাদি

ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন/কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বছর
১।	আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	১৪৮১০ বর্গমিটার	৭৮৯	২০০৯
২।	আরসিসি রোড নির্মাণ	৬০০ মিটার	৩০১	২০০৯
৩।	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৯৭০ মিটার	৩৭৫	২০০৯
৪।	সিজিআই সীট সরবরাহ	৮৫.৯৪৮ মেট্রিক টন	১০৩	২০০৯
৫।	নতুন পন্টুন বার্জ নির্মাণ		১৪৫.৬৩	২০০৯
৬।	Capital Dredging and Bank Protection with Jetty facilities in Karnafuli River from sadarghat Jetty to 3rd Karnaphuli Bridge" শীর্ষক প্রকল্পের ২০০৯-২০১৬জুন পর্যন্ত উন্নয়নের তথ্যাদিঃ			
		লাম্পসাম্প	১.৯৩	২০০৯-১৩
		৪০০ মিটার	৩৭.২৩	২০০৯-১৩
	•জেনারেল আইটেম	২৪৮৮	৮৭.৫৩	২০০৯-১৩
	•জেটি নির্মান •ব্যাংক প্রটেকশন •ড্রেজিং	১৫.৪০ লক্ষ ঘনমিটার	৩৯.২৭	২০০৯-১৩
৭।	নেভিগেশান চ্যানেলে ড্রেজিং কাজ সম্পাদন	২,৭৩,৬৯১ ঘন মিটার	৩৭৭.৬৯	২০০৯
৮।	ড্রেজার খনক এর জন্য নেভিগেশনাল রাডার সংগ্রহ	০১টি	২৯.৫৩	২০০৯
৯।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	১৫,০০০ ঘন মিটার	২৫.০৫	২০০৯

১০।	টার্নিং বেসিন এলাকায় ড্রেজিং	১৫,০০০ ঘন মিটার	২.৪০	২০০৯
১১।	চ্যানেলের অন্যান্য স্থানে ড্রেজিং	২৫,০০০ ঘন মিটার	৩৬.২৫	২০০৯
১২।	Container Handling	১১,৬১,৪৭০ টিইইউস		২০০৯
১৩।	Cargo Handling	৩৪৮৪৪৫৭৪ মেট্রিক টন		২০০৯
১৪।	Vessel Movement	২১৬৭ টি		২০০৯
১৫।	এ-টাইপ ভবন নির্মাণ (২০ ইউনিট)	০১ টি	১৬৩.৫৮	২০১০
১৬।	বি.এল.ভি. আলী রিনোভেশন	১ টি	২৪০০.০০	২০১০
১৭।	অটো টাইড গেজ স্টেশন নির্মাণ	০২টি	১১৬.৯৩	২০১০
১৮।	ডেজার খনক এর জন্য হাইড্রোলিক পাইপ সংগ্রহ	০১ সেট	১৭.৫৯	২০১০
১৯।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	৩০,০০০ ঘন মিটার	৭৩.০৫	২০১০
২০।	টার্নিং বেসিন এলাকায় ড্রেজিং	১৫,০০০ ঘন মিটার	২.৪০	২০১০
২১।	চ্যানেলের অন্যান্য স্থানে ড্রেজিং	২৫,০০০ ঘন মিটার	৩৬.২৫	২০১০
২২।	ষ্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার ০৪ হাই (৪০ টন)	০৬টি	৪০০৪.০০	২০০৯-১০
২৩।	লোডেড কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ফর্কলিফট ট্রাক (৪২ টন)	০৫টি	১৬৫৩.০০	২০০৯-১০
২৪।	লোডেড কন্টেইনার হ্যান্ডলিং রীচ ষ্টেকার (৪৫ টন)	০৫টি	১৫১৭.০০	২০০৯-১০
২৫।	লো-মাষ্ট ফর্কলিফট ট্রাক (০৩ টন)	১৫টি	১৯১.০০	২০০৯-১০
২৬।	Container Handling	১৩৪৩৪৪৮ টিইইউস		২০১০
২৭।	Cargo Handling	৪১১৮২৭৯৫ মেট্রিক টন		২০১০
২৮।	Vessel Movement	২২৪৯ টি		২০১০
২৯।	আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	১১,২০০ বর্গমিটার	৬৪৫.০০	২০১১
৩০।	পতেঙ্গাস্থ খাল নং-১১ ও ১২ এর মধ্যবর্তী স্থানের কঠিন শীলা সরবরাহ করন কাজ	১,৮৮৬ ঘন মিটার	২৭৩.৯১	২০১১

৩১।	এম.ভি. মশক জাহাজে জেনারেটর ইঞ্জিন প্রতিস্থাপন	০১ টি প্যাকেজ	৩৪৭.৭৫	২০১১
৩৩।	কম্পিউটারাইজ রেডিওগ্রাফী (সি.আর) মেশিন	১ টি	১৪.৮০	২০১১
৩৪।	কার্টোগ্রাফিক সফট্ওয়ার সংগ্রহ	০১টি	৪১.৯৭	২০১১
৩৫।	টাইড প্রিডিকশান সফট্ওয়ার সংগ্রহ	০১টি	৬৯.৭০	২০১১
৩৬।	ইকোসাউন্ডার সংগ্রহ	০২টি	৪১.৮০	২০১১
৩৭।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	৩৫,০০০ ঘনমিটার	১,১২.০০	২০১১
৩৮।	কন্টেইনার মোভার (৩২ টন)	০৩টি	৮৪০.০০	২০১০-১১
৩৯।	রাবার টায়ার গ্যান্ট্রী ক্রেন (৪০ টন)	০৪টি	৪৬২৪.০০	২০১০-১১
৪০।	ষ্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার ০৪ হাই (৪০ টন)	০৬টি	৪১৬৮.০০	২০১০-১১
৪১।	ওজন সেতু (১০০ টন)	০২টি	০৭৮.০০	২০১০-১১
৪২।	মোবাইল ক্রেন (৫০ টন)	০২টি	১৪.২৮	২০১০-১১
৪৩।	মোবাইল ক্রেন (২০ টন)	০৩টি	৮৯৬.০০	২০১০-১১
৪৪।	লো-মাষ্ট ফর্কলিফট ট্রাক (০৫ টন)	১০টি	২৮৫.০০	২০১০-১১
৪৫।	ফর্কলিফট ট্রাক (১০ টন)	০৩টি	২৪৪.০০	২০১০-১১
৪৬।	Container Handling	১৩,৯২,১০৪ টিইইউস		২০১১
৪৭।	Cargo Handling	৪,৩১,৪০,০৪২ মেট্রিক টন		২০১১
৪৮।	Vessel Movement	২২৪৮টি		২০১১
৪৯।	ফেন্ডার রিপেণ্চচমেন্ট ফর এনসিটি এন্ড সিসিটি জেটি		১৮৪.০৪	২০১২
৫০।	আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	২৬৫৮৩ বর্গমিটার	২,৭৩২.০০	২০১২
৫১।	আরসিসি রোড নির্মাণ	২০০ মিটার	১৭৮.০০	২০১২
৫২।	লেবার শেড এরিয়া নির্মাণ	৩১৫ বর্গমিটার	১৪১.০০	২০১২

৫৩।	Sea Going Harbour Tug Boat (Minimum 4500 BHP) (Kandari-11)	০১	৩৪৮৯.৩৫	২০১২-১৩
৫৪।	a) A Combined Simulator of Ship to Shore Gantry Crane, Rubber Tyred Gantry Crane & Straddle Carrier. b) Desktop Type Simulator	০১টি ১০টি	১৩৩৭.২৬	২০১২-১৩
৫৫।	পি.ভি. দিশারী-৮ ডকিং মেরামত করণ	১ টি	২৩২.১৬	২০১২
৫৬।	পি.ভি. দিশারী-৮ জাহাজের রিপাওয়ারিং	১ টি	৩৬২.০০	২০১২
৫৭।	বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ভবনে (এনেক্স ভবন ব্যতীত) বাতি জ্বালানোর সৌর প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন।	১ টি	১২৬.২৫	২০১২
৫৮।	সাইড স্ক্যান সোনার সংগ্রহ	০১টি	১৫৭.৭৭	২০১২
৫৯।	ডিজিপিএস সংগ্রহ	০৩টি	৭৯.৪৫	২০১২
৬০।	ইকোসাউন্ডার, কারেন্ট মিটার ও সাউন্ড ভ্যেলুসিটি প্রোফাইলার	০৩টি	৮১.৬২	২০১২
৬১।	হাইপ্যাক সফট্ওয়্যার	০৫টি	৯৯.৫০	২০১২
৬২।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	৬৯.৯৮ লক্ষ ঘনমিটার	২০৯.২৬	২০১২
৬৩।	ফর্কলিফট ট্রাক (২০ টন)	০২টি	৪৭৪.০০	২০১১-১২
৬৪।	ফর্কলিফট ট্রাক (১০ টন)	০১টি	৮৮.০০	২০১১-১২
৬৫।	লো-মাষ্ট ফর্কলিফট ট্রাক (০৩ টন)	২০টি	৩১১.০০	২০১১-১২
৬৬।	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক(এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক চিটাগাং পোর্ট ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে		১১৮৯০.৩৬	২০১২-১৩
৬৭।	Container Handling	১৪০৬৪৫৬ টিইইউস		২০১২
৬৮।	Cargo Handling	৪১৯২৮৫৯৬ মেট্রিক টন		২০১২
৬৯।	Vessel Movement	২০৭৬ টি		২০১২
৭০।	এ-টাইপ ভবন নির্মাণ	৩০ ইউনিট	২০২.৬৪	২০১৩
৭১।	অডিটরিয়ম নির্মাণ	০১ তলা ভবন	৩৩৫.৩২	২০১৩
৭২।	বন্দর বয়েজ হাইস্কুল	০৪ তলা ভবন	১,০৫১.০৫	২০১৩
৭৩।	পিএমইউ ভবন নির্মাণ	০৪ তলা ভবন	৩৬৮.০০	২০১৩
৭৪।	আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	২০,৫০০	২,৩৫০.০০	২০১৩

		বর্গমিটার		
৭৫।	আরসিসি রোড নির্মাণ	৯৫০ মিটার	১,২০৪.০০	২০১৩
৭৬।	কাস্টম অকশান শেড নির্মাণ	২০,৩০০ বর্গমিটার	২,৪০০.০০	২০১৩
৭৭।	ক্রেন সিমুলেটর রুম নির্মাণ	২০০০ বর্গমিটার	১৮৯.১৬	২০১৩
৭৮।	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	০১ টি	১১৪.২৭	২০১৩
৭৯।	সিবিএ অফিস নির্মাণ	১,২৫৪ বর্গমিটার	১১৮.৩৩	২০১৩
৮০।	Search and Rescue Cum Ambulance Ship সংগ্রহ	০১ টি	৭২৫.০০	২০১৩
৮১।	ZBV Mobile X-ray Scanning System সংগ্রহ	০১ টি	১৬.২৯	২০১৩
৮২।	Upgradation of Dhaka ICD	L.S.	১৯২.৯২	২০১৩
৮৩।	Hospital Management Systems in CPA	L.S.	৩৪.৮২	২০১৩
৮৪।	Computerization of Pangaon ICT	L.S.	১৬০.৭৪	২০১৩
৮৫।	Upgradation of PAB computer Server Room	L.S.	২০৮.৮০	২০১৩
৮৬।	এম.টি. কান্ডারী-২ রিনোভেশন ও রিপেয়ারিং	L.S.	১৭৮০.৩৫	২০১৩
৮৭।	পোর্টেবল এক্সরে মেশিন	১ টি	২৯.৫০	২০১৩
৮৮।	ষ্টিম ষ্টেরিলাইজার (অটোক্লেভ মেশিন)	১ টি	৫৮.৮০	২০১৩
৮৯।	নৌযান অফিস নির্মাণ	০১টি	১৭১.০৪	২০১৩
৯০।	সাব বটম প্রোফাইলার ক্রয়	০১টি	২৫৭.৯৭	২০১৩
৯১।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	৭০,০০০ ঘন মিটার	২০৮.৬০	২০১৩
৯২।	জরীপ-১০ জাহাজের প্রতিস্থাপন	০১টি	৯৯৫.০০	২০১৩-১৪
৯৩।	মোবাইল হারবার ক্রেন (৮৪ টন)	০২টি	৪৯৫৮.০০	২০১২-১৩
৯৪।	ষ্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার (০৪ হাই)	০৫টি	৩৮৪৪.০০	২০১২-১৩
৯৫।	এমটি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং রীচ ষ্টেকার (০৭ টন)	০৪টি	১১১৮.০০	২০১২-১৩
৯৬	রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রী ক্রেন (৪০ টন)	০৪ টি	৪৯৩৯.০০	২০১২-১৩

৯৭।	মোবাইল ক্রেন (২০ টন)	০২টি	৫২২.০০	২০১২-১৩
৯৮।	ড্র-বার টাইপ ফ্ল্যাট বেড ট্রেইলার (২০ টন)	০৩টি	০৫৪.০০	২০১২-১৩
৯৯।	রিকন্ডিশন কন্টেইনার ভেসেল সংগ্রহ।	০৩ টি	৪৯৮৫.১০	২০১৩-১৪
১০০।	কর্ণফুলী কন্টেইনার টার্মিনাল (KCT) নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।		৩৮৫.৪০	২০১৩
১০১।	Container Handling	১৫৪১৫১৭ টিইইউস		২০১৩
১০২।	Cargo Handling	৪৪২৬৬২৭৮ মেট্রিক টন		২০১৩
১০৩।	Vessel Movement	২১৫৬ টি		২০১৩
১০৪।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	৭০,০০০ ঘন মিটার	২১০.০০	২০১৪
১০৫।	চার্ট প্রিন্টার ক্রয়	০১টি	১৪.৯০	২০১৪
১০৬।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	২০,০০০ ঘন মিটার	৬০.০০	২০১৪
১০৭।	বি-টাইপ ভবন নির্মাণ (১২০ ইউনিট)	০৪ টি	১,০৭৩.০০	২০১৪
১০৮।	মার্কেট নির্মাণ	৬ তলা ভবন	৯৬৭.৩৮	২০১৪
১০৯।	ডলফিন জেটি নির্মাণ	০১ টি	১,৫৫৫.৪৫	২০১৪
১১০।	টু ষ্টেজ গেইট নির্মাণ	০১ টি	১৩৪.৬৫	২০১৪
১১১।	আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	২১,৯৯০ বর্গমিটার	২,৫৫৯.০০	২০১৪
১১২।	আরসিসি রোড নির্মাণ	১,৯০০ মিটার	২,৪০০.০০	২০১৪
১১৩।	পায়রা বন্দরে নিরাপত্তা ব্যারাক নির্মাণ	০১ টি ভবন	৩৩২.৭৯	২০১৪
১১৪।	নেভাল একাডেমীর সম্মুখস্থ রাস্তা মেরামত	০১ টি	১৩২.১৩	২০১৪
১১৫।	শাপলা কুঁড়ি স্কুল নির্মাণ	৫২৬ বর্গ মিটার	১০৩.৬২	২০১৪
১১৬।	LED Display Screen for PAB Corridor	০১ টি	২৭.২৬	২০১৪
১১৭।	Budget Monitoring	L.S.	৪.৫৫	২০১৪
১১৮।	Leave Management System	L.S.	৪.৮০	২০১৪
১১৯।	Chittagong Port College Computer Lab	L.S.	৩৮.১৬	২০১৪

১২০।	Chittagong Port Girls College Computer Lab	L.S.	৩৭.৪৭	২০১৪
১২১।	Installation of Data Center at M-Shed One Stop Service Center	L.S.	১৯১.৩৯	২০১৪
১২২।	Vessels Traffic Management Information System (VTMIS)	০১	৪৪৮৬.১৫	২০১৪
১২৩।	Supply of Navigational Transit Mark, Nav- Aids & Related Services এর আওতায় কর্ণফূলী নদীর উপকূলীয় ট্রানজিট টাওয়ার, পতেঙ্গা লাইট হাউস টাওয়ার সমূহ নতুনভাবে নির্মাণ এবং মুরিং ষ্টোর-কাম ডক অফিস বিল্ডিং নির্মাণ।	০১ Lot	২৩৯২.৫০	২০১৪
১২৪।	১২০০ টন ও ৫০ টন স্লিপওয়ে, ৯ টি ওয়ার্কশপ রিনোভেশন এবং নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	প্যাকেজ	১৫৮৬.৯৮	২০১৪
১২৫।	যন্ত্রপাতিসহ ডায়ালিসিস ইউনিট চালু করণ	১ টি	৫৭.৯৭	২০১৪
১২৬।	চবক এর ডি ইয়ার্ডে(রেফার কন্টেইনার ইয়ার্ড) বিদ্যমান রিফার প্যানেলের স্থলে ব্যাক সিস্টেম রিফার প্যানেল স্থাপন,বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১ টি	৫২০.৩২	২০১৪
১২৭।	Manufacturing, supply, Installation, Testing and Commissioning of Power Plug Panels for Reefer Containers and Supply and Laying of Power Cables from ESS-3 to the Central Workshop Yard of Chittagong Port Authority.	L.S.	৩৪২.৭০	২০১৪
১২৮।	মোবাইল ক্রেন (১০ টন) সংগ্রহ	১০টি	২৭৮৬.০০	২০১৩-১৪
১২৯।	ষ্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার ০২ হাই (৪০ টন) সংগ্রহ	০২টি	১৫৬৭.০০	২০১৩-১৪
১৩০।	মোবাইল ক্রেন (৩০ টন) সংগ্রহ	০২টি	৮৬৯.০০	২০১৩-১৪
১৩১।	নবনির্মিত নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের ৪ ও ৫ নং বার্থের পিছনে পশ্চাৎ সুবিধাদি নির্মাণ।	০১ টি	৯৮০০.০০	২০১৩-১৪
১৩২।	Container Handling	১৭৩১২১৯ টিইইউস		২০১৪
১৩৩।	Cargo Handling	৪৯৯৩৪২৬৫ মেট্রিক টন		২০১৪
১৩৪।	Vessel Movement	২৪১০ টি		২০১৪
১৩৫।	ডি-টাইপ ভবন নির্মাণ (২০ ইউনিট)	০২ টি	৭১১.০০	২০১৫
১৩৬।	বি-টাইপ ভবন নির্মাণ (৩০ ইউনিট)	০১ টি	৩২৩.৫৩	২০১৫
১৩৭।	ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশন	০১ তলা	১৯৬.১৬	২০১৫
১৩৮।	'এ' টাইপ ভবন নির্মাণ (৩০ ইউনিট)	০১ টি	৪০৬.২৪	২০১৫
১৩৯।	ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ	০৪ তলা	১৯২.০২	২০১৫
১৪০।	সিএফএস শেড নির্মাণ	০১ টি	৬৮৯.৪৫	২০১৫
১৪১।	আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	১১,৭২০	১,১২২.০০	২০১৫

		বর্গমিটার		
১৪২।	আরসিসি রোড নির্মাণ	১৬,৪০০ মিটার	৪,৪৪৭.০০	২০১৫
১৪৩।	আরসিসি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ	১২,৫০০ বর্গমিটার	৩,০৩৯.০০	২০১৫
১৪৪।	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২৪১.৬৩ মিটার	৪৭৫.০০	২০১৫
১৪৫।	ফেন্ডার সাপ্লাই	জেটি (৪-৬)	৩৯৮.০০	২০১৫
১৪৬।	জেটি আন্ডারষ্ট্রাকচার প্রতিস্থাপন	জেটি (৭-৯)	১২৫৬.০০	২০১৫
১৪৭।	রিনোভেশন অব শেড নং-৬	৬,৪৪০ বর্গমিটার	৬৭২.০০	২০১৫
১৪৮।	রাবার ফেন্ডার প্রতিস্থাপন	০১ টি	৬০৭.০০	২০১৫
১৪৯।	সিজিআই সীট সরবরাহ কাজ	১১২ মেট্রিক টন	১৪৫.০০	২০১৫
১৫০।	পতেঙ্গাস্থ খালে ২০৬০ ঘন মিটার পাথর সরবরাহ কাজ	২,০৫৭ ঘনমিটার	১০৫.৪৭	২০১৫
১৫১।	বিটিএমআই এস কন্ট্রোল রুম নির্মাণ	০১ টি	১৬৪.৭৮	২০১৫
১৫২।	মহেষখাল বাঁধ নির্মাণ	০১ টি	১৭২.৫৮	২০১৫
১৫৩।	লোকাল ষ্টোন/বোল্ডার সংগ্রহ	২,০৮১ ঘনমিটার	১১৫.৫৬	২০১৫
১৫৪।	কার পার্কিং শেড নির্মাণ	১৮,০০০ বর্গমিটার	২১৬২.৪২	২০১৫
১৫৫।	বন্দর ভবনে কার পার্কিং শেড নির্মাণ	১৮০০ বর্গমিটার	১৬৬.৮২	২০১৫
১৫৬।	বন্দর ভবন ফোয়ারা হতে ১২নং পর্যন্ত রোড নির্মাণ	১১০০০ বর্গমিটার	৩২৭.৪৭	২০১৫
১৫৭।	বন্দর ষ্টেডিয়ামে ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ	১৬০০ বর্গমিটার	২০৪.২৬	২০১৫
১৫৮।	Automatic Gate Control System & Computerized Data Management & Network System	--	৪২৭.৮৬	২০১৫
১৫৯।	Fire Fighting Foam Tender নতুন একটি Fire Fighting Foam Tender	০১ টি	২৩.৯০	২০১৫

১৬০।	ঢাকাস্থ পানগাঁও (আইসিটি)তে CCTV স্থাপন	--	৩৫১.৩৬	২০১৫
১৬১।	ঢাকা কমলাপুর (আইসিডি) তে CCTV স্থাপন	--	৩৮৬.০৫	২০১৫
১৬২।	Fixed Asset System		৪.৮৩	২০১৫
১৬৩।	Vessel Billing		৪.৯২	২০১৫
১৬৪।	Multimedia Class Room in CPAs Boys College		৪৬.৩৪	২০১৫
১৬৫।	Chittagong Port Boys High School Computer Lab		৪৮.৫৯	২০১৫
১৬৭।	Access Control & Auto Attendance Monitoring System at PAB		১৬০.৬৯	২০১৫
১৬৮।	Sea Going Water Supply Vessel (Jalpori)	০১	১৭৯৮.১৮	২০১৫-২০১৬
১৬৯।	এম.এল. জরীপ-৯ জাহাজের জন্য ক্রয় ও রিপেয়ারিং	প্যাকেজ	৭৫৭.০৪	২০১৫
১৭০।	নতুন পন্টুন বার্জ নির্মাণ	২ টি	২৬১.০৩	২০১৫
১৭১।	যন্ত্রপাতিসহ ফিজিওথেরাপি ইউনিট চালু করণ	১ টি	৭১.৪৭	২০১৫
১৭২।	Procurement of 03(three) numbers Diesel Generating set with Panel, accessories & related services.	৩ টি	১৬৭০.৪০	২০১৫
১৭৩।	Procurement of 01(One) number Diesel Generating set with panel, accessories & related services for Gentry crane at Pangaon ICT, Dhaka .	১ টি	১৩৯১.৩২	২০১৫
১৭৪।	Desalination & Water Treatment Plant	১ টি	২৩৯৭.৯৪	২০১৫
১৭৫।	ড্রেজার খনক এর জন্য জাইরো কম্পাস, এআইএস, জিপিএস,এনিমোমিটার ও ব্যারোমিটার সংগ্রহ	০৫টি	১০৪.৯০	২০১৫
১৭৬।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	৭০,০০০ ঘনমিটার	২১০.০০	২০১৫
১৭৭।	লোডেড কন্টেইনার হ্যান্ডলিং রীচ ষ্টেকার (৪৫ টন)	০৪টি	১৫৯৩.০০	২০১৪-১৫
১৭৮।	লো-মাষ্ট ফর্কলিফট ট্রাক (০৩ টন)	৩০টি	৩৯৩.০০	২০১৪-১৫
১৭৯।	ষ্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার রিফারবিশমেন্ট	০৬টি	২১৯৬.০০	২০১৪-১৫
১৮০।	Strategic Master Plan for Chittagong Port (প্রঃসাঃ ৭৩৬.৯৬ জিওবি ১৩১.১৬ in kinds)		৮৬৮.১২	২০১৫
১৮১।	Container Handling	২০২৪২০৭ টিইইউস		২০১৫
১৮২।	Cargo Handling	৪৯২৯৩৩৫৮ মেট্রিক টন		২০১৫

১৮৩।	Vessel Movement	২৭০৯টি		২০১৫
১৮৪।	ডি-টাইপ ভবন নির্মাণ (২০ ইউনিট)	২০ ইউনিট	৭০১.৬২	২০১৬
১৮৫।	বন্দর বয়েজ কলেজ কেন্টিন নির্মাণ	০১ টি ভবন	৩৯৬.০০	২০১৬
১৮৬।	টু-ষ্টেজ গেইট নির্মাণ	০১ টি	৫৭২.২৮	২০১৬
১৮৭।	আরসিসি রোড নির্মাণ	৩৭০মিটার	৩১৯.০০	২০১৬
১৮৮।	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১৫৭৯ মিটার	৬৮১.০০	২০১৬
১৮৯।	রি-কনস্ট্রাকশন অব এক্সপানশান জয়েন্ট	৪১৫ বর্গমিটার	১৪৯.০০	২০১৬
১৯০।	উডেন ফেন্ডার প্রতিস্হাপন	জেটি (৭-৯)	৫৫২.০০	২০১৬
১৯১।	জেটি আন্ডারষ্ট্রাকচার প্রতিস্হাপন	জেটি (১০-১৩)	১,৭০০.০০	২০১৬
১৯২।	রাবার ফেন্ডার প্রতিস্হাপন	জেটি (১-২)	১,৩৪০.০০	২০১৬
১৯৩।	সিজিআই সীট সরবরাহ কাজ	৬৮ ঘনমিটার	১২১.০০	২০১৬
১৯৪।	সদরঘাট এলাকায় লাইটারেজ জেটি নির্মাণ	৯৫০ বর্গমিটার	১৩৮৮.০০	২০১৬
১৯৫।	শাপলা কুঁড়ি স্কুল ৩য় তলায় উন্নীতকরণ	৭৬৩ বর্গমিটার	১৪৭.৬৮	২০১৬
১৯৬।	কার শেডের চার পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	৪০০ মিটার	৩৬৪.৬৮	২০১৬
১৯৭।	রাজাখালীস্থ লাইসেন্স অফিস পুনঃনির্মাণ	০১ টি	২০৪.১৯	২০১৬
১৯৮।	চবক এর বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় রোড ডিভাইডার	৪০০টি	৩৫.৯৬	২০১৬
১৯৯।	Colour Coded Reflecting Security Waistcoat প্রচলন	১০,৬০০টি	৪৭.৯০	২০১৬
২০০।	Supply of Light House Equipments, Light House Tower & Related Services	০১ Lot	১২৪৭.৭০	২০১৬
২০১।	এম.ভি. মশক জাহাজ রিনোভেশন ও ডকিং মেরামত কাজ	প্যাকেজ	২০০.০০	২০১৬
২০২।	জরীপ-১১ জাহাজের প্রতিস্থাপন	০১টি	১০২৪.৪৪	২০১৩-১৬
২০৩।	সাইড স্ক্যান সোলার সংগ্রহ	০১টি	১৬৫.৯০	২০১৬
২০৪।	জেটি এলাকায় ড্রেজিং	৮০,০০০ ঘনমিটার	২৮৮.০০	২০১৬
২০৫।	ইকোসাউন্ডার সংগ্রহ	০২টি	৩৩.৯৮.	২০১৬

২০৬।	কাপ্তাই গেজ স্টেশন নির্মাণ	০১টি	২৮.৮১	২০১৬
২০৭।	ওয়াটার কোয়ালিটি মিটার, সী বেড সেম্পলার ও ডেনসিটি সংগ্রহ	০৩টি	২৮.৯৬	২০১৬
২০৮।	ফর্কলিফট ট্রাক (১০ টন) সংগ্রহ	০৪টি	২৬৩.০০	২০১৫-১৬
২০৯।	রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রী ক্রেন (৪০ টন) সংগ্রহ	০২টি	২২৬৪.০০	২০১৫-১৬
২১০।	ওয়েইং এন্ড ব্যাগিং মেশিন সংগ্রহ	০২টি	৭৭৫.০০	২০১৫-১৬
২১১।	হাইড্রোলিক এক্সেভেটর সংগ্রহ	০১টি	১২৯.০০	২০১৫-১৬
২১২।	কার ক্যারিয়ার (০৬টি কার) সংগ্রহ	০২টি	৩৯০.০০	২০১৫-১৬
২১৩।	ফর্কলিফট ট্রাক (০৫ টন) সংগ্রহ	২০টি	৫৫৯.০০	২০১৫-১৬
২১৪।	ষ্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার ০৪ হাই (৪০ টন) সংগ্রহ	০৩টি	২৪৯০.০০	২০১৫-১৬
২১৫।	ড্র-বার টাইপ ট্রেইলার (০৬ টন) সংগ্রহ	১৫টি	১৫৮.০০	২০১৫-১৬
২১৬।	ট্রাক্টর (২৫ টন) সংগ্রহ	০৬টি	৪৩০.০০	২০১৫-১৬
২১৭।	লোডেড কন্টেইনার হ্যান্ডলিং রীচ ষ্টেকার (৪৫ টন) সংগ্রহ	০৪টি	১৩৩৩.০০	২০১৫-১৬
২১৮।	খালি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ফর্কলিফট ট্রাক সংগ্রহ	০৪টি	৮৮০.০০	২০১৬-১৭
২১৯।	Container Handling	১১৪০৩০১ টিইইউস		২০১৬
২২০।	Cargo Handling	৩৪৯৪৩৯৭১ মেট্রিক টন		২০১৬
২২১।	Vessel Movement	১৫২৩ টি		২০১৬
২২২।	কর্ণফুলী চ্যানেলের ডুবন্ত রেক সমূহের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য সাইড স্ক্যান সোলার সংগ্রহ	০১ টি	১.৬৫ কোটি	২০১৬
২২৩।	চবক এর জেটি এলাকার নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণ ড্রেজিং	৮০,০০০ ঘনমিটার	২.৯২ কোটি	
২২৪।	Const. of RCC Road in place of existing bituminous pavement at 'G' yard.	০১ টি	৭,৪৭,৩২,৭৮৪	২০১৬
২২৫।	Const. of RCC road in place of existing bituminous road at North South & East side of 'M' Shed.	০১ টি	১৩,৬০,৯৫,২২০	২০১৬
২২৬।	Raising the height of custom boundary wall for CCT & NCT area.	০১ টি	১,০৭,৯৬,৩৫৫	২০১৬

২২৭।	Const. of RCC Container Yard No-1 near Khal No- 7	০১ টি	৮,৬৯,৮১,৪৫৬	২০১৬
২২৮।	Const. of Custom Boundary wall, boundary wall with RCC drain and boundary wall with RCC retaining wall around 10.00 acre of CPA land near khal No- 7 for developing yard.	০১ টি	৩,৬২,১৯,৯৫৯	২০১৬
২২৯।	Renovation/Repairing work for NCT Berth No- 4 damaged by the Ship Star of luck, Panama (Grid-39 to 41-1 of bay no- D)	০১ টি	৩,২৫,৭৬,৩৩৮	২০১৭
২৩০।	Construction of RCC Container Yard No- 2 near Khal No.-7	০১ টি	১০,৮৬,৩৯,৪০৯	২০১৬
২৩১।	Construction of RCC Container Yard No- 3 near Khal No.-7	০১ টি	৮,৫৩,২৯,৩৫৫	২০১৭
২৩২।	Construction of RCC Pavement in place of existing paving block at ICD in CCT area.	০১ টি	২,২৫,৩৫,৯২০	২০১৬
২৩৩।	Bank protection work in front of airport approach road & VIP road at Patenga.	০১ টি	১,৯৯,৪৩,৪৪০	২০১৬
২৩৪।	এনসিটি ব্যাক-আপ এলাকায় গেইট হাউস এবং টু-স্টেজ গেইট নির্মাণ কাজ	০১	৫,৭৫,২৮,৫৬৬	২০১৫-১৬
২৩৫।	এনসিটি এলাকায় পোর্ট ইউজারদের ব্যবহারের নিমিত্তে সেমি-পাকা ক্যান্টিন, লেবার শেড এবং টয়লেট ব্লক নির্মাণ কাজ	০১	৪৭,৫৮,২৭৩	২০১৫-১৬
২৩৬।	Const. of RCC road in place of existing bituminous road from N/E corner of shed No- 5 to N/E corner of shed No-3	০১	৫,০৫,৭৬,১৯৬	২০১৬
২৩৭।	Const. of RCC pavement in place of existing brick pavement in front of old custom auction shed within jetty area.	০১	১১,১৪,৮৫,৭৬৬	২০১৭
২৩৮।	Supplying & fitting-fixing wooden fender in place of existing damaged one at Jetty No- 4, 5 & 6.	০১	৩,৮৪,১৪,৫৭৭	২০১৫
২৩৯।	Const. of RCC Road in place of existing bituminous NCY road from over bridge to Port link road (Ishak Depot Road)	০১	৭,৪১,৩৬,৬৬১	২০১৭
২৪০।	Const. of RCC road in place of existing bituminous road from CCR office to jetty gate No- 5 upto Ctg-Patenga road	০১	৩,২১,৩৩,৭৩৮	২০১৬
২৪১।	Const. of RCC road in place of existing bituminous road from N/E corner of shed No-2 to strand road through jetty gate No-1 and jetty main road to Chittagong – Patenga Road through jetty gate No-2	০১	১২,৭৭,৬৩,৭৪৯	২০১৬
২৪২।	Renovation of shed No- 6 excluding replacement of CI sheet roofing and walling with Industrial sheet and raising the RCC floor.	০১	৬,৩৭,৩৪,২১৯	২০১৬
২৪৩।	Supplying & fitting, fixing MS materials for jetty understructure from Jetty No. 7, 8 & 9.	০১	১২,৫২,৯৭,৯৯২	২০১৬
২৪৪।	Supplying & fitting-fixing rubber fender in place of existing wooden fender at GCB Jetty No. 3	০১	৬,০৪,৩৯,০৪২	২০১৬

২৪৫।	Construction of 1(one) No. 5(five) storied 'B' Type Building Block No.9 consisting of 30 units for accommodation of CPA staff near Bandar Mohammadia Dakhil Madrasha at East Residential Area.	01	4,97,38,241	2016
২৪৬।	Construction of 5(five) storied 'D' Type Building for Class-II officers of CPA (Block No.3 & 4) in between Bandar Grave Yard and existing semi-pucca market and east side of Port Connecting Road.	01	7,01,62,695	2016
২৪৭।	Construction of 01(one) No. 5(five) storied 'A' Type Building Block No.M Consisting of 30 Units for Accommodation of CPA Staff at East Residential Area.	01	4,50,16,497	2017
২৪৮।	Construction of a 4(four) storied Canteen with ancillary facilites in the premises of CPA College.	01	3,50,76,289	2016
২৪৯।	Construction of 1(one) No. 6(Six) storied 'B' Type Building Block No.9 consisting of 36 units for accommodation of CPA staff at North Residential Area.	01	7,47,11,857	2017
২৫০।	Remaining Works of NCT Back up Area.	01	7,92,34,571	2016
২৫১।	Construction of 2(Two) storied Shaplakuri School Building at NRA.	01	1,03,62,844 1,47,68,830	2015 2016
২৫২।	Construction of Road from Bandar Madrasha 'B' Type Block No.04 at East Residential Area.	01	3,73,06,300	2017
২৫৩।	Sea Going Water Supply Vessel (Jalpori)	০১	17,98,18,985	২০১৫-১৬
২৫৪।	Supply of Light House Equipments, Light House Tower & Related Services	০১ Lot	12,47,70,000	২০১৬
২৫৫।	One Sea going low freeboard Harbour Tug Boat (2000 BHP) সংগ্রহ, স্থাপন ও চালু করণ।	০১	16,45,45,000	২০১৬
২৫৬।	০২ (দুই) টি মুরিং লঞ্চ সংগ্রহ, স্থাপন ও চালু করণ।	০২	1,65,00,000	২০১৬
২৫৭।	কান্ডারী- ১২ জাহাজ সংগ্রহ	০১	১৬,৪৫,৪৫,০০০	২০১৬
২৫৮।	২০১৬ সনে ডেক লোডিং বার্জ-৮, পন্টুন বার্জ-১০, এম.টি.কান্ডারী-৮ এর ডকিং মেরামত	৯	৮,৯১,৪৪,৮৭২	২০১৬
২৫৯।	ষ্ট্র্যাডল ক্যারিয়ার (৪ হাই) সংগ্রহ	২৪	১৭২.৪	২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৬-১৭
২৬০।	রীচ ষ্ট্যাকার (৪৫ টন) সংগ্রহ	১৩	৪৪.৪৩	২০০৯-১০, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬
২৬১।	ফর্কলিফ্ট ট্রাক (১৬ টন) সংগ্রহ	০৪	৮.৮০	২০১৬-১৭

২৬২।	ফর্কলিফ্ট ট্রাক (১০ টন) সংগ্রহ	০৮	৫.৯৫	২০১১-১২, ২০১৫-১৬
২৬৩।	কন্টেইনার মোভার সংগ্রহ	০৩	৮.৪০	২০১০-১১
২৬৪।	লগ হ্যান্ডলার (১০ টন) সংগ্রহ	০১	৬.২৩	২০১৬-১৭
২৬৫।	ফর্কলিফ্ট ট্রাক (০৫ টন) সংগ্রহ	৩০	৮.৪৪	২০১০-১১, ২০১৫-১৬
২৬৬।	ব্যাটারী চালিত ফর্কলিফ্ট ট্রাক (৪২ টন) সংগ্রহ	০৪	১.০৯	২০১৬-১৭
২৬৭।	নিউমেটিক কনভেয়র	০১	৬.৯০	২০১৬-১৭
২৬৮।	ওয়েইং এন্ড ব্যাগিং মেশিন সংগ্রহ	০২	৭.৭৫	২০১৫-১৬
২৬৯।	কার ক্যারিয়ার সংগ্রহ	০২	৩.৯০	২০১৫-১৬
২৭০।	আইসিইউ এম্বুল্যান্স সংগ্রহ	০১	১.৯৭	২০১৬-১৭
২৭১।	এস্কেভেটর সংগ্রহ	০১	১.২৯	২০১৫-১৬
২৭২।	রোড রোলার সংগ্রহ	০১	০.২৪৮৯	২০১৫-১৬
২৭৩।	০৪টি ১.৫ টন ব্যাটারী চালিত ফর্কলিফট ট্রাক সংগ্রহ	০৪টি	১,০৯,২০,০০০	২০১৬
২৭৪।	০৪টি ০৪ হাই ষ্ট্র্যাডেল ক্যারিয়ার সংগ্রহ	০৪টি	২৭,৩৪,৯১,১৬২	২০১৬
২৭৫।	০৪টি টেলি হ্যান্ডলার সংগ্রহ	০৪টি	৩,৬৭,৯৭,৯৭৬	২০১৬
২৭৬।	০৫টি কন্টেইনার মোভার সংগ্রহ	০৫টি	১৪,৭০,৯৯,৫৮২	২০১৬
২৭৭।	০১টি লগ হ্যান্ডলার সংগ্রহ	০১টি	৬,২৩,৫০,০০০	২০১৬
২৭৮।	০৪টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রী ক্রেন সংগ্রহ	০৪টি	৫৫,৮০,০০,০০০	২০১৭

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা , বাগেরহাট।

মোংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। মোংলাস্থ স্থায়ী বন্দর, পুরাতন মোংলা, হিরণপয়েন্ট, খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটি পর্যন্ত এ বন্দরের কার্য পরিধি বিস্তৃত। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল এ বন্দরের পশ্চাৎভুমির অন্তর্ভুক্ত। এর সদর দপ্তর মোংলায় অবস্থিত। ১৯৫০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পিডি-৪(৪৮)/৫০/১ গেজেট নোটিফিকেশন বলে ১ ডিসেম্বর চালনা পোর্ট নামে এ বন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই বৎসরে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে পশুর নদীর জয়মনিরগোল নামক স্থানে ''দি সিটি অন লিয়নস্'' জাহাজ নোঙ্গরের মাধ্যমে এ বন্দরের গোড়া পত্তন হয়। ১৯৫১ সালের ১৭ই মার্চ জয়মনিরগোল হতে ২২ কিলোমিটার উত্তরে চালনা নামক স্থানে এ্যাংকোরেজ হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা জরীপ কার্য সম্পাদনের পর খুলনা মেট্রোপলিটন শহর হতে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা নালা ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৭ সালের মে মাস পর্যন্ত পোর্ট এ্যাক্ট ১৯০৮ অনুযায়ী এটা ডাইরেক্টরেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। পরে চালনা পোর্ট অর্ডিন্যান্স নং-৫৩, ১৯৭৬ বলে এ ডাইরেকটরেট কে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর কওে এ বন্দরকে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের পোর্ট অব চালনা অথরিটি এ্যাক্ট অনুসারে প্রথমে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে মোংলা পোর্ট অথরিটি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।



ভিশন

নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক বন্দর।

মিশন

বন্দরের আধুনিকায়ন, চ্যানেল নাব্যতা সংরক্ষণ ও দক্ষতার সাথে কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জাহাজের গড় অবস্থানকাল হ্রাস এবং কার্গো ও কন্টেইনার সংরক্ষণের সুবিধাদির সম্প্রসারণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
২৭৯৭	১০৮০	১৭১৭	৯	-

অতিরিক্ত সচিব/ তদুর্ধ পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৫৫	৩৮	৮১৪	৮১০	১৭১৭

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
২৮	২২৮	২৫৬

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্র.	মন্ত্রণালয় বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	২৪৮	১৭৭.৫৪	২৭	১১টি	৩.৫৭	২৩৭টি	১৭৩.৯৭

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- ফেয়ারওয়ে বয়া হতে মোংলা বন্দরে বৈদেশিক জাহাজ নিরাপদে আগমণ ও নির্গমন কার্যক্রম;
- বয়া ও বাতি স্থাপনের মাধ্যমে চ্যানেলকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখা;
- নিয়মিতভাবে বন্দরের নৌ-চলাচলের সার্ভে, ড্রেজিং পরবর্তী সার্ভে এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সার্ভে চার্ট মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ;
- সমূদ্রগামী ও অভ্যন্তরীন জাহাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- সমুদ্রগামী জাহাজে চাহিদানুযায়ী সুপেয় পানি সরবরাহ;
- নিরাপদে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য নেভিগেশনাল চ্যানেলকে সঠিক ও আন্তর্জাতিক রুলস ও রেগুলেশন মোতাবেক বয়া ও পাইলট দ্বারা চিহ্নিত করা ও রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা;
- নিরাপদ নৌ-চলাচলের জন্য স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ চলাচলকারী সংস্থাকে নোটিশ প্রদান করা;
- বৈদেশিক জাহাজকে আগমণ, নির্গমণ ও স্থানান্তরের জন্য বন্দরের নিজস্ব টাগ ও জলযান দ্বারা সহায়তা প্রদান করা;
- চ্যানেলের প্রয়োজনীয় খনন কার্যে স্থান নির্ধারণ ও তদারকি করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, জাহাজের নিরাপত্তা বিধান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ ও উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা;
- বন্দরে চলাচলকারী জাহাজ ও জলযানে অগ্নি নির্বাপনসহ উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা;
- বন্দর এলাকা ও চ্যানেলে ডুবন্ত জাহাজের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং রেক উত্তোলনের ব্যবস্থা করা;
- শিপিং এজেন্টদেও সঙ্গে জাহাজ আগমণ ও নির্গমণ ও স্থানান্তর এর বিষয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা ও মত বিনিময়;
- বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে মত বিনিময়।



২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

১। ৩ মে.টন ক্ষমতা সম্পন্ন লোমাস্ট ফর্ক লিফট ট্রাক সংগ্রহ	- ৪টি
২। ২০ ফুট এমটি কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং এর জন্য ৫ মে.টন ক্ষমতা সম্পন্ন ফর্কলিফট	- ৪টি
৩। ৫০ মে.টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০ ফুট ট্রেইলর	- ৮টি
৪। ৩৫০ কেভিএ জেনারেটর	- ১টি
৫। ২০ কেভিএ (খুলনার) জন্য মোবাইল জেনারেটর	- ১টি
৬। ২০০০ কেভিএ ১১/০.৪১৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার	- ৩টি
	মোট =২১টি

বি: দ্র: এলসি খোলা হয়েছে

ক) ১৮ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন ভেরিয়্যাবল রীচ ফর্কলিফট ট্রাক	-২টি
খ) ৫০ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন টারমিনাল ট্রাক্টর	-৮টি
গ) ৩৮ মি বুম লেনথ আর্টিকুলেটেড ম্যান লিফটটার	-১টি
	মোট = ১১টি

৭। ৩০ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ক্রয়, নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান- ১টি

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান সুবিধাদি

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ /অর্জন
১.	বার্দিং সুবিধা	
	মবক এর নিজস্ব জেটি	৬টি
	মুরিং সুবিধা	৭টি
	প্রাইভেট জেটি	৭টি
	এ্যাংকোরেজ সুবিধা	১৫টি
	মোটঃ	৩৫টি
	চ্যানেলের গভীরতা	৭.৫০-৮.৫০ মিটার
২.	কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি	
	স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার	৬ টি
	বিভিন্ন ক্ষমতার ফর্কলিফট	১৮টি
	ডক সাইড	৩টি
	টার্মিনাল ট্রাক্টর এন্ড ট্রেইলর	১৬টি
	মোবাইল ক্রেন	৬টি
	রীচ ষ্ট্র্যাকার	২ টি
	এম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার	৩ টি
৩.	সহায়ক জাহাজ	
	টাগ বোট	০৩টি
	ফায়ার ফাইটার টাগ	০১টি
	পাইলট লঞ্চ	০৩টি
	পাইলটডেসপাচ লঞ্চ	০৪ টি
	সার্ভে ভ্যাসেল	০২টি
	পরিদর্শন/ভিআইপি শিপ	০১টি
	মুরিং বোট	০৪টি

	বয়া টেন্ডার ভেসেল	০১টি
	সেলফ প্রোপেল্ড ওয়াটার ক্রাফট	০২টি
	হাইস্পীড বোট	০২টি
	অয়েল ষ্টোরেজ টাগ	০১টি
	ওয়াটার বার্জ	০৩টি
	ড্রেজার	০২টি
	ক্রেন বোট	০২ টি
	হাউজ বোট	০২টি
৪.	গুদামজাতকরণ সুবিধা	
	ট্রানজিট শেড	৪ টি ৫০০০ বর্গ মিটার (প্রতিটি)
	ওয়ার হাউজ	২টি
	কন্টেইনার ইয়ার্ড	৪টি
	রিফার প্লাগ পয়েন্ট	১২০টি
	কার ইয়ার্ড	২টি (২০০০ গাড়ী ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন)
৫.	নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	
	জেনারেটর	৯টি
	বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র	৬টি
৬.	আবাসিক ও অফিস সুবিধা	
	আবাসিক ভবন	৯৮৬ ইউনিট
	অফিস ভবন	৭ টি (মোংলায় ৬টি, খুলনায় ১টি)
	রেস্ট হাউজ	৪টি (মোংলায় ২টি, খুলনায় ১টি, ঢাকায় ১টি)
	বিদ্যালয়	২টি
	হাসপাতাল	১টি

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মোট জমির বিবরণ

ক.	স্থায়ী বন্দর এলাকা	ঃ	২০৬৮.৮০ একর
খ.	পুরাতন মোংলা এলাকা	ঃ	১৩৪.৬০ একর
গ.	খুলনা বন্দর এলাকা	ঃ	১০৫.৪৩ একর
ঘ.	ফয়লা, ভেকটমারী ও ভাগা	ঃ	৩.৮০ একর
ঙ.	হিরণ পয়েন্ট	ঃ	৭.২৭ একর (লীজপ্রাপ্ত)
চ.	জ্যাফর্ড পয়েন্ট	ঃ	৫.২৭ একর (লীজপ্রাপ্ত)
	মোট ঃ	ঃ	২,৩২৫.১৭ একর



মোংলা বন্দরের চ্যালেঞ্জ

- ১৪৫ কিঃমিঃ চ্যানেলের নাব্যতা ;
- চ্যানেলের নিরাপত্তা;
- চ্যানেলে বয়া, VTMIS সহ জেটির স্বল্পতা ;
- ইয়ার্ড সুবিধাদির স্বল্পতা ;
- পুরাতন সহায়ক জলযান ;
- কন্টেইনার হান্ডলিং সুবিধাদি ;
- পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদি;
- জনবলের স্বল্পতা ;
- সংরক্ষিত এলাকার সীমাবদ্ধতা ।

চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় গৃহীত পরিকল্পনা

- ড্রেজিং এর পরিকল্পনা।
- পুরাতন সহায়ক জলযান প্রতিস্থাপন/মেরামত।
- জেটির সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

- ইকুইপমেন্টসহ ইয়ার্ড সুবিধাদি সম্প্রসারণ।
- মেরামত সুবিধাদি ও লোকবল বৃদ্ধিকরণ
- সর্বোপরি বন্দরের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা

মোংলা বন্দরের সাম্প্রতিক উন্নয়ন (২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)

মোংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য সরকার অগ্রাধিকার ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ সরকারের আমলে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিরলক্ষ্যে ৪২৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৯ হতে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৮টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ১১টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মোংলা বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছেঃ

উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) সমাপ্তকৃত প্রকল্প

- মোংলা বন্দরের জন্য কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ইনফ্রাসট্রাকচার এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ ড্যামেজড বাই সাইক্লোন সিডর-২০০৭ (১ম সংশোধিত)
- পোর্ট এন্ড লজিষ্টিক ইফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভমেন্ট
- নেভিগেশনাল এইডস্ টু মোংলা পোর্ট
- মোংলা বন্দরের জন্য ড্রেজার, পাইলট ও পাইলট ডেসপাচ বোট সংগ্রহ
- পশুর চ্যানেলের হারবার এলাকায় ড্রেজিং (২য় সংশোধিত)
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য আনুসঙ্গিক সরঞ্জামাদি ও সুবিধাদিসহ ৬টি ড্রেজার সংগ্রহ (বিআইডব্লিউটিএ-৩টি, বিডব্লিউডিবি- ২টি এবং মোংলা বন্দর- ১টি)

(খ) চলমান প্রকল্প

- ে মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং।
- মোংলা বন্দরের জন্য নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ ।
- স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট।
- মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ।

(গ) অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

- মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।
- মোংলা বন্দরের জন্য একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সংগ্রহ।
- মোংলা বন্দরের জন্য জলযান সংগ্রহ।
- ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম। (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন।
- সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন ফর মোংলা পোর্ট।
- পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন।
- মোংলা বন্দরের জন্য টাগ বোট সংগ্রহ।
- মোংলা বন্দরের জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ।
- মোংলা বন্দরের হারবার চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং।

- আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি (সরকারি অর্থায়নে)

(ক) সমাপ্তকৃত উন্নয়ন কর্মসুচি

- মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক উন্নয়ন
- মোংলা বন্দরের জেটি, ইয়ার্ড, শেড এবং সংযোগ সড়কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসুচির অধীনে সৃষ্ট সুবিধাদি

- বন্দরে মালামাল দ্রুত ও দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং এর জন্য ২টি ষ্ট্রাডেল ক্যারিয়ার, ৬টি ফর্কলিফট ট্রাক, ২টি টার্মিনাল ট্রাক্টর ও ২টি কন্টেইনার ট্রেইলর সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সিডর'০৭ এ ক্ষতিগ্রস্থ জ্যাফর্ড পয়েন্টে লাইট টাওয়ার পুনঃনির্মাণসহ বন্দরের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনাদি পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।
- বন্দরে দিবারাত্রি নির্বিঘ্নে জাহাজ আগমন ও নির্গমনের জন্য ৬২টি বিভিন্ন ধরনের লাইটেড বয়া, ২টি রোটেটিং বীকন এবং ৬টি জিআরপি লাইট টাওয়ার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পূর্বক বন্দরের পশুর চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে চ্যানেলে পুনরায় নাইট নেভিগেশন শুরু হয়েছে।
- পশুর চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং নব্যতা সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত ড্রেজিং কার্য পরিচালনার জন্য ১টি ক্রেন বোট, ১টি হাউজ বোট, পাইপ, ফ্লোটার পাইপসহ ১টি কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বন্দরে আগত জাহাজ সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে হ্যান্ডলিং এর লক্ষ্যে মোংলা হতে হিরণপয়েন্ট পর্যন্ত পাইলট আনা নেয়ার নিমিত্তে ১টি পাইলট বোট ও ১টি পাইলট ডেসপাচ বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ২টি কালভার্ট নির্মাণসহ ড্রেন সংস্কার ও পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছে।
- বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য সংযোগ সড়কসহ ১টি ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।
- রুজভেল্ট জেটি ব্যবহার উপযোগী ও উন্নয়নের জন্য পন্টুন, গ্যাংওয়ে নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চলমান কার্যক্রম

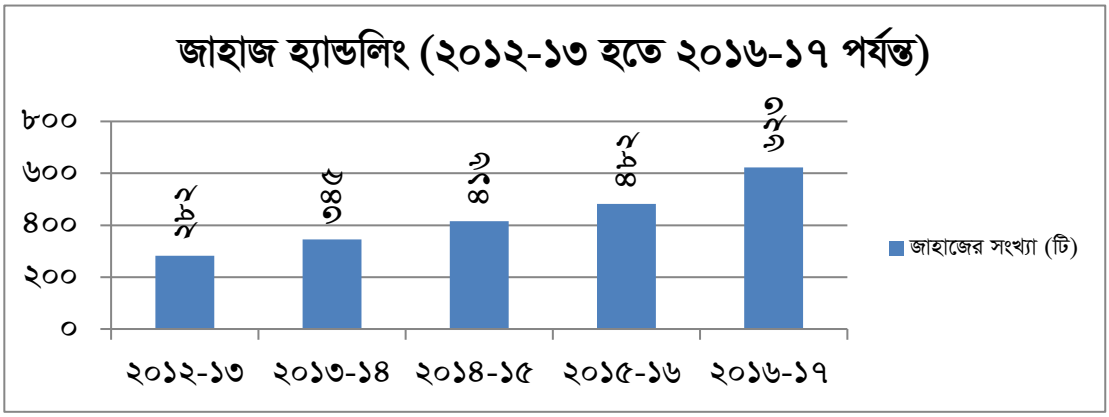
- '' মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং'' শীর্ষক প্রকল্পের অধিনে ১৬৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লাবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য পশুর চ্যানেলে প্রায় ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পাদনের জন্য গত ১৬-০৭-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ''মোংলা বন্দরের জন্য নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ '' শীর্ষক প্রকল্পের অধিনে ২৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির অধীনে ১টি নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করার জন্য গত ০৮/০১/২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ''স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট'' শীর্ষক প্রকল্পের অধিনে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি হালনাগাদ মাস্টার প্লান তৈরী করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য দরপত্র কার্যক্রম চলমান আছে।
- ''মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের অধিনে ৪১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বন্দরের দুটি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণের জন্য গত ২১/০৮/২০১৬ তারিখে তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

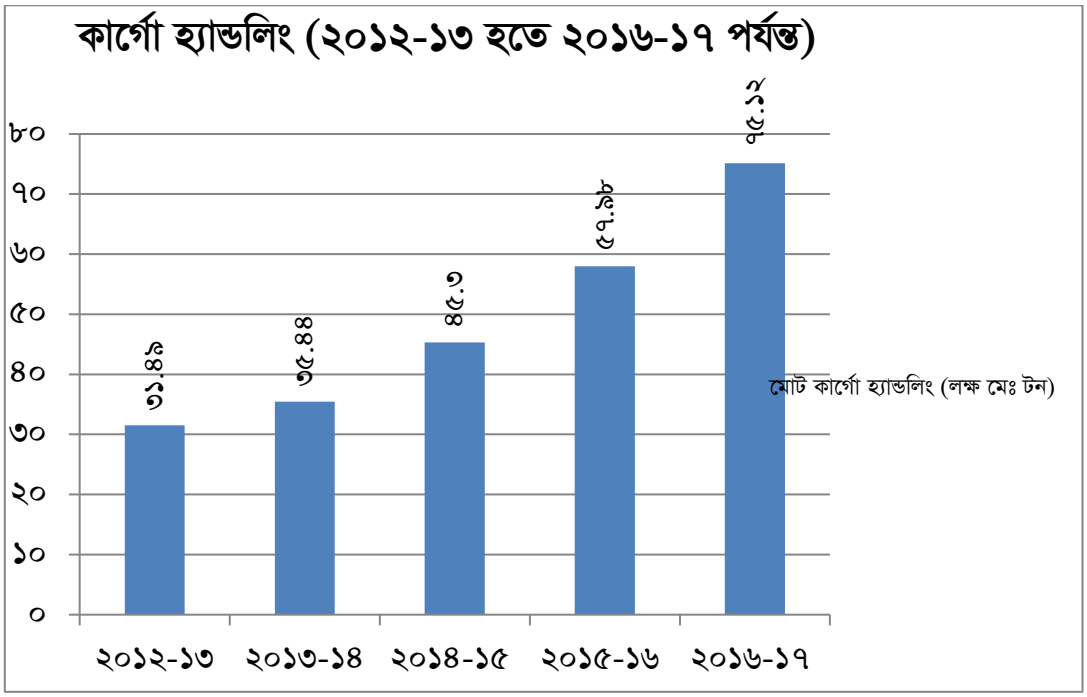
বন্দর উন্নয়ন ও ব্যবহারকল্পে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে অর্জিত সাফল্য

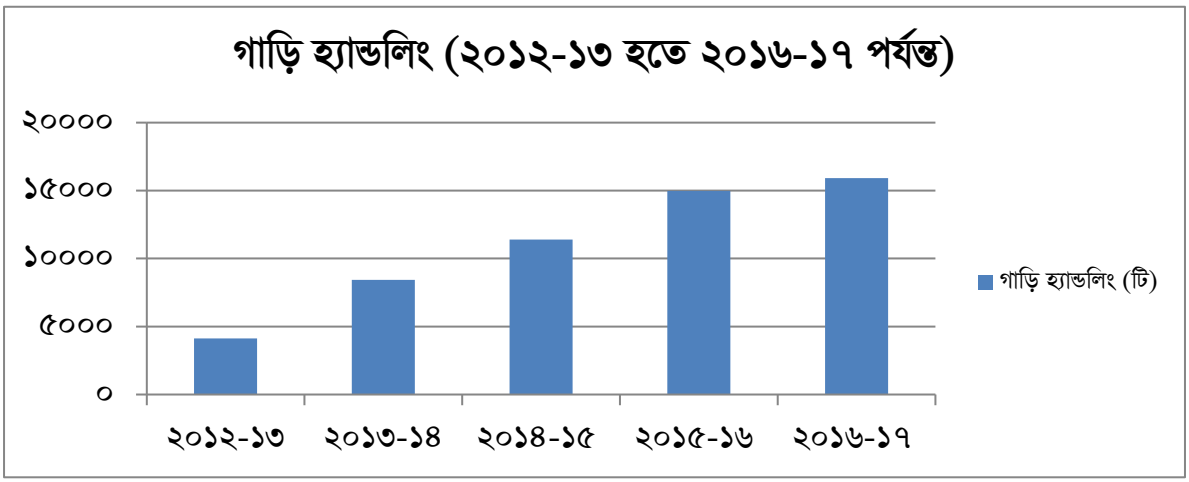
মোংলা বন্দরের উন্নয়ন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে

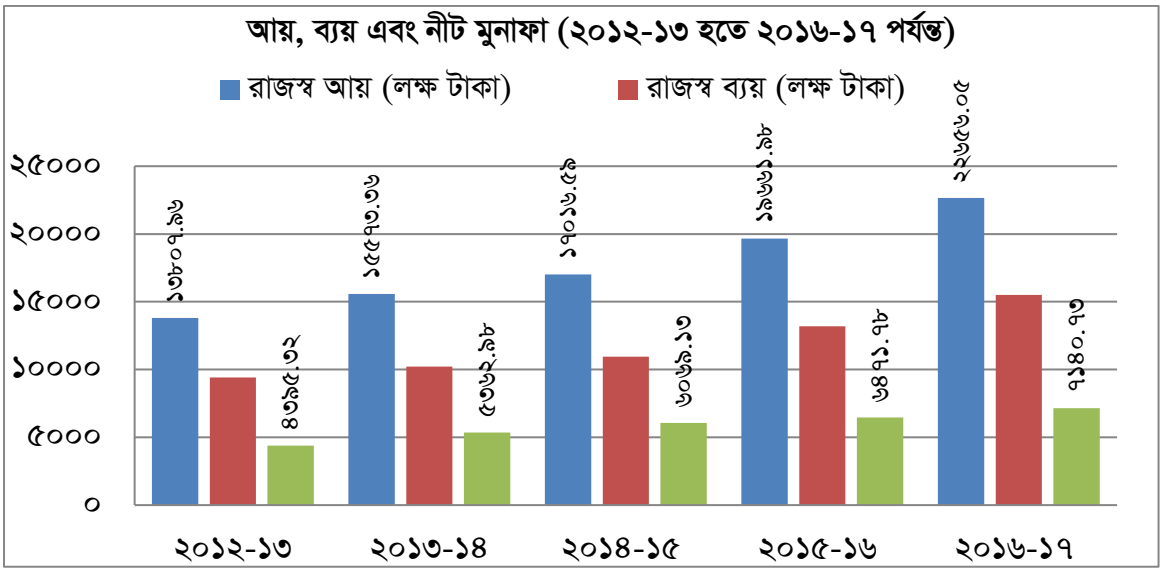
- জাহাজ হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কার্গো হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বন্দরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বন্দরের মাধ্যমে গাড়ি আমদানি হচ্ছে;
- বন্দরটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে;
- বন্দরের চ্যানেলের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পিপিপি'র আওতায় অসমাপ্ত জেটি নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালন কার্যক্রম

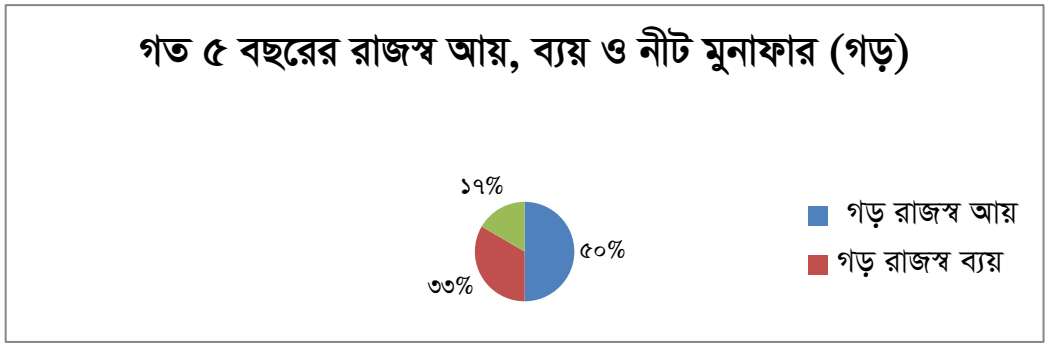








মোংলা বন্দরে কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, জেটি সম্মুখে ড্রেজিংসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে জাহাজ, কার্গো, কন্টেইনার, গাড়ি হ্যান্ডলিংসহ রাজস্ব আয় এর পরিমাণ সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা যায় এ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে।





মানব সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়ন

নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে Microsoft Word, MS Excel, Power Point, Hard Ware ও ট্রাবল স্যুটিং, ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্যবহার ও ওয়েব পেজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিবেশ উন্নয়নের জন্য মোংলা বন্দরের খালি জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

দারিদ্র নিরসন কার্যক্রম

- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিভিন্ন শ্রেণির লোকবলের স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হচ্ছে।

- বন্দরের শুন্যপদে ৪১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং আরও ২১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে ফলে স্থায়ী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।
- বন্দর এলাকায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনবলের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সেবা প্রদানমূলক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর সম্পৃক্ততা আছে। বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নিয়োগকালে বিধি অনুযায়ী মহিলা কোটা পুরণ করা হচ্ছে।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম (আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত)

- ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে ১০১ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করে বন্দরস্থ বিভিন্ন ভবন, অফিস ও দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়সহ এর সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য মবক এর ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু আছে।
- গ্রেড-৯ ও তদুর্ধ কর্মচারীদের মবক এর নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল এ্যাড্রেস খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক যোগাযোগের জন্য অফিসিয়াল ইমেইল ব্যবহার করার সুযোগ আছে।
- জাতীয় ওয়েব পোর্টালের আদলে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট চালু আছে।
- বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন ইয়ার্ড প্লানিং, কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং, বিল জেনারেশন মডিউল, এইচ আর মডিউল, পেরোল মডিউল, এক্যাউন্টস মডিউলসহ "Port Information Management System and Office Automation for Mongla Port Authority" ইত্যাদি কাজের ৯০% সম্পন্ন হয়েছে ।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ই-নথি ব্যবস্থাপনা (ই-ফাইলিং) এর কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে, খুব শীঘ্রই ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১৯৭২-৭৩ হতে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উত্থাপিত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৬১৩ টি। এর মধ্যে ডিসেম্বর ০৯ পর্যন্ত মোট ১০৮৯টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়। অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তরিক থাকায় জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুস, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩১১টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২১৩টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০০৯ থেকে ২০১৭ সনের জুন পর্যন্ত উন্নয়নের তথ্যাদি

সরকারী অর্থায়নে সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা/পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বছর
০১.	সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ জ্যাফর্ড পয়েন্টের লাইট টাওয়ার এবং লাইট স্টেশন পুনর্নির্মাণ	১ টি	৪৩.১৯	২০১০
০২.	সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ পন্টুন পুনঃনির্মাণ	১টি	৮.৭৩	২০১০
০৩.	সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ প্রধান সড়ক, সংযোগ সড়ক এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা পুনঃ নির্মাণ	থোক	১৪.৯৮	২০১০
০৪.	বিভিন্ন ধরণের কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১২ টি	১৭২৬.০০	২০১১
০৫.	মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়কের উন্নয়ন	১০ কিলোমিটার	৯৯৬.৭৪	২০১২
০৬.	আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য সংযোগ সড়কসহ ইয়ার্ড নির্মাণ	১টি	৯৩৩.৪৩	২০১৩
০৭.	মোংলা বন্দরের বিভিন্ন স্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন	৮০ কিলোওয়াট	৩৩৬.৯৩	২০১৩
০৮.	হিরণপয়েন্ট ও জ্যাফর্ড পয়েন্টে রোটেটিং বীকন স্থাপন	২টি	৮২.০০	২০১৩
০৯.	পশুর চ্যানেলের ইনার বারে এবং আউটার বারে বিভিন্ন ধরনের বয়া স্থাপন	৬২টি	১৩৪১.৬০	২০১৩
১০.	মোংলা বন্দরের জন্য কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ	২ টি	২৩৫৮.০০ + ২১৬১.৮৩	২০১৩ ও ২০১৫
১১.	ক্রেন বোট সংগ্রহ	২ টি	৮৯৫.০০ + ৮০০.৭৮	২০১৩ ও ২০১৫
১২.	পাইলট বোট সংগ্রহ	১ টি	১১৫৫.০০	২০১৩
১৩.	ডেসপাচ বোট সংগ্রহ	১টি	৯৮৫.০০	২০১৩
১৪.	টাগ বোট সংগ্রহ	১ টি	১৬৪২.৩৪	২০১৫
১৫.	অফিসার হাউজবোট সংগ্রহ	১টি	৩৫৩.২৮	২০১৫
১৬.	ক্রু হাউজবোট	১ টি	৩০২.১৯	২০১৫
১৭.	পশুর চ্যানেলের হারবার এলাকায় ড্রেজিং	৩৪.০৬ লক্ষ ঘনমিটার	১১১৮৫.৪৫	২০১৫



কন্টেইনার হ্যান্ডলিং

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত ঃ

ক্রমিক নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা/পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বছর
০১.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য বিম লিফটার সংগ্রহ ।	১ টি	১৪৫.৫০	২০১৫
০২.	রুজভেল্ট জেটিতে পন্টুন ও গ্যাংওয়ে সংগ্রহ	২টি পন্টুন ও ২টি গ্যাংওয়ে	১৯০.৯০	২০১৩
০৩.	পশুর চ্যানেলে মুরিং বয়া স্থাপন	৬টি	৫০.৩৫	২০১৩
০৪.	৩ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ফর্কলিফট ট্রাক সংগ্রহ	৫ টি	১০৭.২৫	২০১৪
০৫.	৩০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন সংগ্রহ	১টি	৩৩৭.০০	২০১৪
০৬.	৯ টন ক্ষমতা সম্পন্ন 'এমটি কন্টেইনার হ্যান্ডেলার' সংগ্রহ	১টি	২৯২.০০	২০১৪
০৭.	টার্মিনাল ট্রেইলর এবং টার্মিনাল ট্রাক্টর সংগ্রহ	৪টি	৩২৪.০০	২০১৬
০৮.	হাইস্পীড বোট সংগ্রহ	২ টি	১৪১২.০০	২০১৬
০৯.	নিরাপত্তা বিভাগের জন্য ফায়ার ট্রাক সংগ্রহ	১ টি	৩৫৭.০০	২০১৬
১০.	৪ নং কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ	১ টি	৬৫৭.০০	২০১৬
১১.	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই	৬ টি	২০৮.১১	২০১৬
১২.	নীলকমল খালে ড্রেজিং	১.৫৫ লক্ষ ঘনমিটার	৩১৯.৭৪	২০১৬
১৩.	ওয়েব্রীজ স্থাপন	১ টি	১৭০.০০	২০১৬
১৪.	গ্যাংওয়ে সংগ্রহ	৩টি	২০.৬৬	২০১৫ ও ২০১৬

পায়রা বন্দর

পরিচিতি

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন সমুদ্র বন্দর ও উন্নত পশ্চাৎ ভূমি (Hinterland) যোগাযোগ ব্যবস্থা। বর্তমানে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে দেশের ৯৫% আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান কার্গো হ্যান্ডলিং এর প্রবৃদ্ধির হার ১০-১৩% অব্যহত থাকলে আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে নতুন কোন সমুদ্র বন্দর চালু না হলে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে অতিরিক্ত আমদানি-রপ্তানি সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং সম্ভব হবে না। নতুন সমুদ্র বন্দর নির্মাণের গুরুত্ব অসুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্তর আলোকে বিগত ১০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মহান জাতীয় মহান জাতীয় সংসদে দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দরের জন্য "পায়লা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩" প্রণয়ন করা হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার রবনাবাদ চ্যানেরে পায়রা সমুদ্র বন্দর নাসে দেশের ৩য় সমৃদ্র বন্দরের শুভ উদ্বোধন করেন। এ জন্য দেশবাসী বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের জনগন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। পায়রা সমুদ্র বন্দরের সীমানা নের্ধারণ করে বাংলাদেশ সরকারেরগেজেট বিগত ০৯/০২/১৪ইং তারিখে প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। ইতোমধ্যে পায়রা বন্দরে বাণিজ্যিক জাহাজ আনয়নের মাধ্যমে পণ্য উঠানামা করারজন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের বহি:নোঙ্গর থেকে পণ্য খালাসের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

ভিশন

সমুদ্র পথে সম্প্রসারিত বাণিজ্যের চাহিদা পূরণ।

মিশন

আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্র বন্দরের সুবিধা সৃষ্টি করে বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ জাহাজ চলাচল এবং বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদানরে মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অনগ্রসর দক্ষিণাঞ্চলসহদেশের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সার্বিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

জনবল

জনবল

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রম সীমিত আকারে শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে পায়রা সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১১৪ জন জনবলের অস্থায়ী সংযুক্তির অনুমোদন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদান কর হয়েছে। উক্ত জনবলের মধ্যে আপাততঃ ৪ জন কর্মকর্তা, অন্যান্য শ্রেণির ১০ জন কর্মচারী ঢাকা লিয়াঁজো অফিসে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরে ১১ জন নিরাপত্তা রক্ষী সংযুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭৮৫ সম্বলিত একটি টিওএন্ডই অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর ২০১৩ মঙ্গলবার পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা সমুদ্রবন্দর উদ্বোধন উপলক্ষে পায়রা অবমুক্ত করেন।-পিআইডি

কার্যাবলী

বন্দরের কার্যক্রম শুরু হলে নিম্নোক্ত কার্যাবলী করা হবে।

- বন্দরের জাহাজ চলাচল, জাহাজের বার্থিং এবং নিরাপদ নেভিগেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাকরণ;
- বহিঃনোঙ্গরে ও জেটি/টার্মিনালে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং পরিচালনাকরণ;
- বিভিন্ন ধরনের মালামাল/কন্টেইনার জেটিতে হ্যান্ডলিং ও গুদামজাত করণের জন্য টার্মিনাল এলাকায় প্রয়োজনীয় সুবিধা গড়ে তোলা;
- বন্দরের সাথে ব্যবহারকারীদের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সময়মত সম্পন্ন করার জন্য অন-লাইন পদ্ধতি অনুসরণ;
- অন-লাইন পদ্ধতিতে বন্দর চার্জ ও শুল্ক পরিশোধকরণ;
- অব্যন্তরীন নৌ-পথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন ও হ্যান্ডলিং করার জন্য নৌ-পথের ন্যূনতম ৩.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়নেরর জন্য বিআইডব্লিউটিএ এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা;
- বন্দরের নিকটটবর্তী ব্যাপক পরিসরে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্দর সার্ভিস সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা;
- স্থল পথে অর্থাৎ সড়ক ও রেল পথে বন্দর ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত সভা করে বন্দর পরিচালনা উত্তরোত্তর উন্নতিকরণ;
- বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ জাহাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব শিপিং ও বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য

- পায়রা বন্দর আইন ২০১৩ ইং ১০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে প্রণয়ক করা হয় এবং বাংলদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।
- ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাবনাবাদ Channel এর নিকটবর্তী আন্ধারমানিক নদী সংলগ্ন পায়রা বন্দর উদ্বোধন করেণ।
- পায়রা সমুদ্রে বন্দরের সীমানা নির্ধারণ করে বাংলদেশ সরকারের গেজেট ০৯/০২/১৪ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়।
- সরকারী সিদ্ধান্ত হতে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে নবগঠিত বন্দরের প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তহবিল হতে ব্যয়িত/ব্যয়িতব্য মোট ৪৯.৬২ কোটি টাকা পরবর্তীতে আগামী জুলাই ২০২০ হতে সমান ২০ (বিশ) টি কিস্তিতে (প্রতি কিস্তিতে টাকা ২.৪৮১কোটি) দশ বৎসরে পরিশোধ করার ব্যাপারে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে মাটি ভরাট, সংযোগ সেতুসহ তিনটি পন্টুন স্থাপন, দুটি লোডিং আনলোডিং ক্রেন, দুটি জেনারেটর, ৭০ টি সোলার লাইটপোষ্ট, নদী রক্ষাবাঁধ, ভিতরে মালামাল পরিবহনের জন্য রাস্তা এবং একটি পুকুর খননের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ ৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার একটি অনুদান বাজেট যার মধ্যে ৩২কোটি ২৭ লক্ষ টাকা থেকে বরাদ্দ রয়েছে যাতে করে সরকারের Flagship Project হিসেবে বহিঃনোঙ্গরে বাল্ক পণ্য হ্যান্ডলিং দিয়ে পায়রা বন্দরের যাত্রা শুরু করা যায়।



১৯ নভেম্বর ২০১৩ মঙ্গলবার পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নবনির্মিত পায়রা সমুদ্রবন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।-পিআইডি

সেবাসমূহ

- পূর্ণাঙ্গ বন্দর কার্যক্রম শুরু হলে নিম্নোক্তসেবা সমূহ প্রদান করা হবেঃ
- বন্দর ব্যবহারকারীদেশী/বিদেশী জাহাজসমূহের নিরাপদ চলাচল, বার্থি এবংনেভিগেশন;
- বহিঃনোঙ্গরে ও বন্দরের টার্মিনালে নিরবিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং;
- মালামাল ও কন্টেইনার সংরক্ষণের জন্য বন্দরে গুগাম ও ইয়ার্ড তৈরীর মাধ্যমে বন্দর ব্যবহারকারীদের সুবিধা প্রদান;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের অন-লাইন যোগাযোগের সেবা প্রদান;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষনিক কন্ট্রোল রুম চালু;
- বন্দর ব্যবহারকারী দেশী/বিদেশী জাহাজ সমূহের দূর্ঘটনা কালে অগি নির্বাপক/টাগবোট সহায়তা প্রদান করা;
- দূর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক/ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য হসপিটাল সুবিধা গড়ে তোলা;
- বন্দরে কর্মরত ব্যক্তিদের খাওয়ার সুবিধার জন্য সার্বক্ষণিক ব্যান্টিন চালু করা;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দেশী/বিদেশী জাহাজসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য কোষ্ট গার্ড/ বন্দর নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করা;

চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

- বর্তমানে ব্যারাক হাউজসহ একটি সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১টি ৪ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ সহসা হাতে নেয়া হবে।
- পায়রা বন্দরের বর্তমান স্থান থেকে আঞ্চলিক মহাসড়কের সাথে ৭ কিমোমিটার ৪০ ফুট প্রশস্ত সড়কের কাজ সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক হাতে নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ কাজ হতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন হয়েছে। বাকী খুঁটিগুলি জুন মাসের মধ্যে স্থাপন সম্পন্ন করে পায়রা বন্দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায়।

ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহ

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা

পায়রা বন্দরে স্বল্পমেয়াদী (১ বৎসরের মধ্যে) পরিকল্পনা নিম্নরূপ

- EOI দৈনিক পত্রিকাসমূহে চঁনষরংয করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU স্বাক্ষর করতঃ এ্যাপ্রোচ চ্যানের ও এ্যাংকোরেজ এলাকায় প্রয়োজনীয় সার্ভেসহ নদীর তীর সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিস্তারিত সার্ভে ও Feasibility Study করা।
- বন্দরের জন্য প্রয়েজনীয় ৪,০০০-৬,০০০ একর জায়গার অংশবিশেষ অধিগ্রহণের মাধ্যমে ক্রয় করা। উল্লেখ যে, বন্দরের জন্য ৬,০০০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য আনুমানিক ৫৭০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। জি-টি-জি কিংবা অন্য পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত পায়রা বন্দর কর্তৃক উক্ত জমি অধিগ্রহণ জরুরি।
- বন্দর নির্মাণের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বন্ধু প্রতীম দেশসমূহের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য গ্রহণের জন্য প্রকল্পটি জি ২ জি ভিত্তিতে করার নিমিত্ত সফট লোন গ্রহণের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।

- বহিঃনোঙ্গরে অবস্থানরত বাণিজ্যিক জাহাজে যাতায়াতের নিমিত্ত সুবিধাজনক একটি জাহাজ/বোট ভাড়া/ক্রয় করা।
- পায়রা বন্দরের বহিঃনোঙ্গরে আগামনকারী জাহজেরর এমএমডি, শিপিং মাস্টার, পোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স ও কাস্টমস সংক্রান্ত ক্লিয়ারেন্স, ই-ক্লিয়ারেন্স এর মাধ্যমে করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।
- খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য আমদানিকৃত মালামাল রাখার জন্য একটি ওয়ারহাউজ নির্মাণ।

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা

- আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে পায়রা বন্দরের জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা নিম্নরূপ
- পায়রা বন্দরের মাস্টার প্লান প্রনয়ণ করা।
- মূল বন্দরের ৪ নং মাইল এলাকায় কন্টেইনার টার্মিনাল ও বাল্ক টার্মিনাল এর বিস্তারিত ডিজাইন করা এবং টার্মিনাল নির্মাণ।
- কয়লা হ্যান্ডলিং এর জন্য টার্মিনাল ও ইয়ার্ড নির্মাণ করা।
- বহিঃনোঙ্গর থেকে রবনাবাদ চ্যানেলে মূল বন্দর এলাকায় নদীল এমব্যাংমেন্ট প্রটেকশন ও শোর প্রটেকশন এর কাজ শুরু করা।
- মূল বন্দরের ভিতরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইয়ার্ড ও ওয়্যঅরহাউজ নির্মাণ এবং মালামাল লোডিং আনলোডিং এর জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।
- বন্দরের জন্য একটি ২০ মেঃ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা।
- বন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা ও ব্রিজ এর কাজ, গ্যাস ব্যবহার, খাবার পানির ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ পয়ঃনিস্কাশন এর ব্যবস্থা সম্পন্ন করা।
- হাউজিং কমপ্ল্যাক্স, মসজিদ, স্কুল, পোস্ট অফিস, ব্যাংক, ট্রেনিং সেন্টার, পাকিং, বিনোদনের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, আইট সেন্টার, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

- আগামী ৫ বৎসরের অধিক সময়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ
- Exclusive Economic Zone স্থাপন।
- তৈল ও ব্যাংকের স্টোরেজ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী।
- খাদ্যশস্যের সাইলো স্থাপন।
- এলপিপি/এলএনজি সংরক্ষণের ট্যাংক ও টার্মিনাল তৈরী।
- মূল বন্দরের টার্মিনাল, ইয়ার্ড ও অন্যান্য বন্দর সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- পায়রা বন্দর থেকে ঢাকা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন।
- জাহাজ মেরামত ব্যবস্থা তৈরী।
- বাণিজ্যিকভাবে স্বল্প পরিসরে একটি এয়ারপোর্ট নির্মাণ করা।

অগ্রাধিকার কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পায়রা বন্দরের অনুকূলে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার একটি অনুদান বাজেট (৩২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বন্দরে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে উক্ত

টাকা পর্যাপ্ত নয় বিধায় অতিরিক্ত ২৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি ডিপিপি করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় অনুমোদন প্রদান করেছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ডিপিপির মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজগুলি হাতে নেয়া হবেঃ

ক।	*২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বন্দরের জন্য ১০০০ একর জায়গা ক্রয়*	*টাকা ৮৮০০*
খ।	*একটি ওয়্যারহাউস নির্মাণ*	*টাকা ১০০০*
গ।	*দুইটি নৌ-রুটের ড্রেজিং ও মার্কিং করা*	*টাকা ১৭৫০*
ঘ।	*নিরাপত্তা ও যন্ত্রপাত ক্রয়*	*টাকা ২৫০০*
ঙ।	*বন্দরের জন্য ১টি পাইলট বোট ক্রয়*	*টাকা ২০০০*
চ।	*বন্দরের জন্য ১টি টাগবোট ক্রয়*	*টাকা ৩০০০*
ছ।	*বন্দরের জন্য ১টি বয় লেয়িং ভেসেল ক্রয়*	*টাকা ২৫০০*
জ।	*বন্দরের জন্য ১টি জরিপ বোট ক্রয়*	*টাকা ১০০০*
	মোট	*টাকা ২২৫৫০*

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচিতি : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৩টি।

জনবল :

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
১ম শ্রেণি	৫৬	৩৭	১৯
২য় শ্রেণি	১৮	১২	০৬
৩য় শ্রেণি	২১৮	১৪৬	৭২
৪র্থ শ্রেণি	৫৩	৩২	২১
মোট	৩৪৫	২২৭	১১৮

উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য :

- বেনাপোল স্থলবন্দরে যাত্রী চলাচলের সুবিধার্থে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও একটি আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০২-০৬-২০১৭ তারিখ মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী কর্তৃক বেনাপোল স্থলবন্দরে নবনির্মিত প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল চালু করা হয়েছে। উক্ত টার্মিনালে ভারতে গমনকারী যাত্রীরা অবস্থান সুবিধা, নিরাপত্তা সুবিধা, মহিলা ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও শৌচগারের সুবিধা ভোগ করছেন;
- বেনাপোল স্থলবন্দরে লিংক রোড হতে ভারতীয় আইসিপি পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে;
- ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিকৃত মালামালের অগ্নি দূর্ঘটনা হতে রক্ষার ব্যবস্থার জন্য ৯৬২.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম সংস্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- ভোমরা স্থলবন্দরে নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়েছে;
- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ভোমরা, শেওলা ও তেগামুখ স্থলবন্দর উন্নয়নের বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে ৬৯৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প একনেক কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ভবনটির ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে;
- বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে;
- বাণিজ্য বৃদ্ধি-
  আমদানি প্রবৃদ্ধি- ১০১%
  রপ্তানি প্রবৃদ্ধি - ৩৫.৩০%
- এ কর্তৃপক্ষে বর্তমানে ৩৪৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ পরোক্ষভাবে অন্ততঃ সাত সহস্রাধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ/আধুনিকীকরণের জন্য কর্ম কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

চলমান উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্পসমূহ :

- তামাবিল স্থলবন্দরে ৬৯২৬.২৪ লক্ষ টাকার একটি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে;
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের উন্নয়নের জন্য "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole and Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ দুটি বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৬.৫০ কোটি ব্যয়ে জমি অধিগ্রহণসহ একটি উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৪৮.৯০ কোটি টাকার "বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৯৩ কোটি টাকার "Bangladesh Regional Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security system of Benapole land port" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৪.৫০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ :

- ৬৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ৩৫.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ৫৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ১,৩২,১২৪.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০১-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, হেভি স্ট্যাক ইয়ার্ড ও অফিস বিল্ডিং সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ";
- ১৮,৯৮২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৯-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।
- ৮,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ন।
- ৭,৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে চিলাহাটী স্থলবন্দর উন্নয়ন।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ/আধুনিকীকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

অগ্রাধিকার কার্যক্রম :

প্রকল্পের নাম :

- ১৮,৯৮২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৯-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।
- বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৯৩ কোটি টাকার "Bangladesh Regional Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security system of Benapole land port" শীর্ষক প্রকল্প ;
- ১,৩২,১২৪.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০১-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, হেভি স্ট্যাক ইয়ার্ড ও অফিস বিল্ডিং সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ" প্রকল্প;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৪.৫০ কোটি টাকার প্রকল্প ;
- ৬৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প;
- ৫৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প;

বার্ষিক আয়-ব্যয় :

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৫-০৬	৩৪.৯৬	১৮.৪৭	১৬.৪৯

২০০৬-০৭	২০.২৮	১৩.৪৬	৬.৮২
২০০৭-০৮	২২.৬৬	২২.৭৩	-০.০৭
২০০৮-০৯	২৬.৭৪	২৪.৯৭	১.৭৭
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২৩
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৭.২৯	১০.৪৯
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৮২.৯৬	৫১.৬৯	৩১.২৭
২০১৬-১৭	১১১.৪৭	৭৪.৯৫	৩৬.৫২
২০১৭-১৮			

মানব সম্পদ উন্নয়ন :

মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং FIMA তে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া কর্মকর্তাদের Foreign Exposure এর জন্য সংস্থার বাজেটে অর্থের সংস্থান রয়েছে।

পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম :

বন্দর এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা রয়েছে। যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য পরিবেশবান্ধব প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। বন্দরের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মী রয়েছে। ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ/আধুনিকীকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কিত কার্যক্রম :

- বেনাপোল স্থল বন্দরসহ সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, ভোমরা, নাকুগাঁও এবং বুড়িমারী স্থল বন্দরে বেসরকারীভাবে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার শ্রমিকরা পণ্য উঠা-নামার কাজে সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় হতদরিদ্র ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ উম্মোচিত হয়েছে।

- বেনাপোল স্থল বন্দর, আখাউড়া স্থল বন্দর, ভোমরা, বুড়িমারী ও নাকুগাঁও স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির কিয়দংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে।

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থল বন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবির লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ধারাবাহিকতায় পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইহা দারিদ্র দূরীকরণে বা হ্রাসে সহায়ক হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম (ICT ও ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত) ঃ

স্থলবন্দরের প্রশাসনিক ও আর্থিক খাতে Automation প্রবর্তনকরণঃ স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole & Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের কয়েকটি শেডের লোড, আনলোড, রাজস্ব দপ্তরের রাজস্ব আদায় ও ওয়েব্রীজ স্কেলের ওজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি অটোমেশনের জন্য Piloting করা হয়। ইতোমধ্যে অটোমেশন কার্যক্রম Software এর Demo প্রদর্শিত হয়েছে। বর্তমানে বেনাপোল স্থলবন্দরে Automation কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড :বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে শেওলা, রামগড়, ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন ও বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি সংস্থাপন প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণঃ বর্তমানে বাস্থবকের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

জাতীয় ই-তথ্য কোষ ও ওয়েবসাইট সংক্রান্ত : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এর আওতায় জাতীয় ই-তথ্য কোষ এ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের যাবতীয় তথ্যাদি (Content) ও ওয়েবসাইটে upload করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান ওয়েবসাইটকে ওয়েব পোর্টালে (বাংলা ও ইংরেজিতে) রূপান্তর করা হয়।

আইসিটি প্রশিক্ষণ : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ বছর মেয়াদী Post Graduate Diploma in ICT for Development শীর্ষক প্রশিক্ষণ ১জন কর্মকর্তা সম্পন্ন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতা ২০১৬-১৭ বাস্থবকের আরো ২ জন কর্মকর্তাকে ১ বছর মেয়াদী উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। বর্তমানে বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয় প্রশিক্ষণরত রয়েছেন। প্রশিক্ষিত জনবল অত্র সংস্থার ডিজিটালাইজড কার্যক্রমে অগ্রনি ভূমিকা পালন করবেন।

ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন : ই-ফাইল ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে a2i কর্তৃক বাস্থবকের ৩ জন কর্মকর্তাকে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাস্থবকের ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-ফাইলিং (নথি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয।

সেবা সহজীকরণের আওতায় ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন : সেবা সহজীকরণের আওতায় বাস্থবকের ০৫ জন কর্মকর্তাকে a2i এর সহযোগিতায় ই-সার্ভিস ডিজাইন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাস্থবকের আওতাধীন স্থলবন্দরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে a2i সহযোগিতায় ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ToR, RFP, EoI সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে "ই-সার্ভিস ডিজাইন ও উন্নয়ন" খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্থলবন্দরের বিদ্যমান সেবাসমূহ ই-সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এতে সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ উপকৃত হবেন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রসার বৃদ্ধি পাবে।

সৌর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরে ০৩টি, বুড়িমারী স্থলবন্দরে ০১টি, ভোমরা স্থলবন্দরে ০১টি, আখাউড়া স্থলবন্দরে ০১টি ও নাকুগাঁও স্থলবন্দরে ০১টি সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনের উপযোগী ভবন/স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধি সহায়ক কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগে প্রতিবন্ধি কোটা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বেনাপোল স্থলবন্দরে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে ভারতে গমনকারী প্রতিবন্ধি যাত্রীদের আসন নিশ্চিতসহ নামাজের আলাদা ব্যবস্থা ও শৌচগারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭-০৪-২০১৫ তারিখের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা "ভোমরা স্থলবন্দরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে"। সে লক্ষ্যে ভোমরা স্থলবন্দরে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪.৭২ একর জমি অধিগ্রহণসহ নূন্যতম অবকাঠামো উন্নয়ন করে এ বন্দর চালু করা হয়েছে। বন্দরে ১৬০০ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি ওয়্যারহাউজ, ১টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ৫টি ওপেন ইয়ার্ড, ১০০ মে. টন ধার ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন, অফিস ভবন, ডরমেটরী ভবন ও ব্যারাক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। ভোমরা স্থলবন্দরের ড্রেন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আরো ০১টি ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ভোমরা স্থলবন্দরে কর্মসূচির আওতায় ৪৫৯.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ভোমরা স্থলবন্দরের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প ০৬-০৪-২০১৭ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণসহ একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি টার্মিনাল নির্মাণ, ড্রেনেজ সিস্টেম ও ইয়ার্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ২৩টি স্থলবন্দরের মধ্যে বর্তমানে ১০টি স্থলবন্দর (বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী, আখাউড়া, নাকুগাঁও, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা, বিবিরবাজার) আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ সকল স্থলবন্দর দিয়ে দেশের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে প্রতিবেশী দেশ হতে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যসহ আনুষঙ্গিক ভোগ্যপণ্য দ্রুততম সময়ে খালাসকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে জাতীয় দূর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

পিপিপি'র মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০৬টি (সোনামসজিদ, হিলি, বিবিরবাজার, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিরল) স্থলবন্দর BOT (Build Operate Transfer)পদ্ধতিতে উন্নয়ন ও পরিচালনের জন্য বেসরকারী অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেসরকারী অপারেটর দ্বারা ০৫টি বন্দরের (সোনামসজিদ, হিলি, বিবিরবাজার, টেকনাফ ও বাংলাবান্ধা) অপারেশন কার্যক্রম চলছে এবং বিরল স্থল বন্দরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আগামীতে এ কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া ভারত, নেপাল ও ভূটানকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান বা বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত ও নেপাল মোটরযান চুক্তির (BBIN MVA) আওতায় অদূর ভবিষ্যতে স্থলপথে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারি রাজস্বের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

বিভিন্ন স্থলবন্দরের উন্নয়নের তথ্যাদি ঃ

ক্র.নং	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বছর
১.	"বেনাপোল স্থলবন্দরে আধুনিকীকরণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প	➢ ৬.২৬ একর জমি অধিগ্রহণ ➢ ১২০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়্যারহাউজ ➢ ৮১২৭.২৩ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ১টি রপ্তানি টার্মিনাল ➢ ১০১৭৮.০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ১টি ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড ➢ ৭৬০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ১টি আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ➢ ভারত-বাংলাদেশ গমনাগমন যাত্রীদের সুবিধার্থে ৪১৮৯ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ➢ ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম লাইন বর্ধিতকরণ	৫১৫৭	২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪
	ভারতীয় আইসিপি'র সাথে বেনাপোল স্থলবন্দরের সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১টি	১৪৬	২০১৫-১৬
	SASEC Road Connectivity Project: Improvement of	➢ ট্রান্সশিপমেন্ট শেড ➢ ওয়্যারহাউজ ➢ ড্রেনেজ সিস্টেম	৩২৬০	২০১৬-১৭

ক্র.নং	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বছর
	Benapole Land Port	➢ পেভমেন্ট।		
২.	"ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	➢ ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ওয়েব্রীজ নির্মাণ ➢ ১৬০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২টি ওয়্যারহাউজ ➢ ২৬০০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড ➢ ১০০০ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ➢ ১টি অফিস ভবন ➢ অভ্যন্তরীণ রাস্তা ➢ ব্যারাক ভবন ➢ ডরমিটারী ➢ পাওয়ার হাউজ নির্মাণ	২০৮৫.০০	২০০৯ হতে ২০১৩-১৪
	বাস্থবকের রাজস্ব বাজেটের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ	➢ ট্রান্সশিপমেন্ট শেড	৬২.৪৩	
	ভোমরা স্থলবন্দরে পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ	৩টি	২৪০.০৫	২০১৪-১৫
	১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েব্রীজ স্কেল	১টি	৮৬.০৬	২০১৪-১৫
	ভোমরা স্থলবন্দরে লেবার শেড	১টি	২৪.৫১	২০১৪-১৫
	ভোমরা স্থলবন্দরে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম সংস্থাপন	১টি	৪৫৯.০৮	২০১৫-১৬
৩.	**বুড়িমারী স্থলবন্দর** বাস্থবকের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ	➢ ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন Storage facility ➢ ২০০ ট্রাক ধারণ ক্ষমতার ১টি ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড ➢ ১১০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১টি অফিস ভবন নির্মাণ ➢ ২০০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি (পাউডার) ট্রানজিট শেড ➢ টয়লেট কমপ্লেক্স ➢ ১টি লেবার শেড	১৫৫০.০০	২০০৯ হতে ২০১৩-১৪

ক্র.নং	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বছর
		➢ ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ওয়েব্রীজ স্কেল ➢ পাওয়ার হাউজ নির্মাণ		
	বুড়িমারী স্থলবন্দরে ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েব্রীজ স্কেল	১টি	৮৬.০৬	২০১৫-১৬
	বুড়িমারী স্থলবন্দরে ফায়ার হাইড্রে সিস্টেম সংস্থাপন	১টি	৪৪৫.৪৪	২০১৫-১৬
	SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Burimari Land Port	➢ ২টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড ➢ ড্রেনেজ সিস্টেম ➢ পেভমেন্ট।	৮৪৬.৩৭	২০১৬-১৭
৪.	**আখাউড়া স্থলবন্দর** বাস্থবকের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ	➢ অফিস ভবন নির্মাণ ➢ ১১০০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১টি ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড ➢ ৪০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১টি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ ➢ ৪০ কেভিএ জেনারেটরসহ জেনারেটর হাউজ ➢ টয়লেট কমপ্লেক্স ➢ ১০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ওয়েব্রীজ স্কেল	৬০০.০০	২০০৯ হতে ২০১৩-১৪
৫.	"নাকুগাঁও স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	➢ ১০.৪৫ একর জমি অধিগ্রহণ ➢ ১টি অফিস ভবন ➢ ১টি ব্যারাক ভবন ➢ ১টি ডরমিটরী ভবন ➢ ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ওয়েব্রীজ স্কেল ➢ ৪০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ওয়্যারহাউজ ➢ ২১০০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১টি ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড ➢ ৮০০ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল ➢ ড্রেন নির্মাণ।	১৬৭৬.০০	২০০৯ হতে ২০১৩-১৪
৬।	"তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	➢ ৪০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি ওয়্যারহাউজ ➢ ইয়ার্ড ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ➢ ২ টি ওয়েব্রীজ স্কেল।	৬৯২৬.০০	২০১৬-১৭
৭।	"সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন"	➢ জমি অধিগ্রহণ,	৩৬৫০.০০	২০১৬-১৭

ক্র.নং	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বছর
	শীর্ষক প্রকল্প	➢ ভূমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারী ওয়াল ➢ ওয়্যারহাউজ ➢ ইয়ার্ড ও রাস্তা ➢ ওয়েব্রীজ স্কেল ➢ ডরমিটরী ভবন ও টয়লেট কমপ্লেক্সসহ ➢ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।		

ক্র.নং	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বছর
৮.	অন্যান্য স্থলবন্দর উন্নয়ন	➢ "বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ➢ বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় "Bangladesh Regional Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security system of Benapole land port" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ➢ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ➢ গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ➢ ধানুয়া-কামালপুর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ➢ বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	৪৮৯০.৪৯ ৬৯,৩০০.১৩ ৩৪৫০.০০ ৬৭২২.৬২ ৩২৫৩.০০ ৩৭৪০.০০	২০১৬-১৭

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

- ১,৩২,১২৪.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০১-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, হেভি স্ট্যাক ইয়ার্ড ও অফিস বিল্ডিং সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ"।
- ১৮,৯৮২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৯-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।
- ৮,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ন।
- ৭,৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে চিলাহাটী স্থলবন্দর উন্নয়ন।

বেনাপোল স্থলবন্দর



আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল



ভোমরা স্থলবন্দর





শেড ও ইয়ার্ডের একাংশ



O.

ফায়ার স্টেশন ভবন



ট্রান্সশপিমেন্ট শেড

তামাবিল স্থলবন্দর



প্রধান ফটক



ওয়েব্রীজ স্কেল-১



ওয়েব্রীজ স্কেল-২

O





O.C -1/



ফায়ার স্টেশন ভবন



ট্রান্সশিপমেন্ট শেড

নাকুগাঁও স্থলবন্দর





O.C -1

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

পরিচিতি

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সনের ১৮ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ শুরু হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়রম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

ভিশন

দক্ষ ও নিরাপদ নৌ-পরিবহন নেটওয়ার্ক সৃজনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন।

মিশন

নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, যাত্রী ও পণ্যের সহজ ও নিরাপদ ওঠানামার সুবিধা প্রদান, অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের সঙ্গে সমন্বিতভাবে একটি বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জনবল সংশ্লিষ্ট তথ্য

শ্রেণী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	২৯৬	২৫২	৪৪
২য় শ্রেণি	২৭৮	২৪৩	৩৫
৩য় শ্রেণি	১৫৩০	১৩১৯	২১১
৪র্থ শ্রেণি	২১৮৬	১৫৮৯	৫৯৭
মোট=	৪২৯০	৩৪০৩	৮৮৭

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত সাংগঠিক কাঠামো

বিআইডব্লিউটিএ'র ৮টি নদী বন্দরের অতিরিক্ত আরো ১৪টি নদী বন্দর সৃষ্টি হয়েছে, ফলে বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ'র অধী ২২টি নদী বন্দর রয়েছে। সম্প্রতি ২টি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধাকারী জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ১০টি ড্রেজার ও টাগবোটসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া আইসিটি বিভাগসহ নতুন কয়েকটি বিভাগ সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষের অধীনে ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প শেষে উক্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থাপন্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। পূর্বের তুলনায় কর্তৃপক্ষের ঘাট/পয়েন্ট এর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ৪২৯০ জনবলের স্থলে ন্যূনতম ৬৬৪৯ জনবলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই প্রস্তাবিত জনবলের প্রস্তাব সরকার অর্থাৎ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপস্থাপন করা হবে।

কার্যাবলী (Function)

- নৌ-পরিবহনের নাব্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নৌ-সংক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবির্ধাথে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন।
- হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং নৌ-পথের চার্ট প্রকাশনা।
- পাইলটেজ সুবিধা প্রদান।
- নৌ-পথ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশ্য মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, খাঁড়ি ও খাল খনন।

- অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন। নদী-বন্দর ও ঘাট সমূহে টার্মিনাল সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত নৌ-যান উদ্ধার।
- নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের যাত্রী ও মালামালের ভাড়া নির্ধারণ, যাত্রীবাহী নৌ-যানের সময়সূচী অনুমোদন।
- গ্রামীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে দেশীয় নৌকার মান উন্নয়ন, যান্ত্রিকীকরণ।
- অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।
- নৌ-কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ মার্চ ২০১৪ আধুনিকায়নকৃত ঢাকা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল পরিদর্শন করেন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- গত শতকের পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য ও ভারত হতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য Protocol on Inland Water Transit & Trade (PIWTT) স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর বর্ণিত প্রটোকলের আদলে বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকলটি ১৯৭২ সালে ১ নভেম্বর পুনঃ স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭২ সন হতে আলোচ্য প্রটোকলটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কার্যকর আছে। প্রটোকলের সকল কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Bangladesh Inland Water Transtport Authority (BIWTA) এবং ভারত সরকারের পক্ষে Inland Waterways Authority of India (IWAI) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করে।
- দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে যাত্রীবাহী লঞ্চের অনুকূলে রুটপারমিট/সময়সূচী অনুমোদন করা। সারাদেশে প্রায় ৭০০ লঞ্চ রুটপারমিট/সময়সূচি নিয়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করছে।

- পূর্বে পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সহযোগিতায় নৌ-পথে যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে ছিনতাই চাঁদাবাজি, ডাকাতি রোধ করা হতো।



আধুনিক সদরঘাট



অব্যাহত ড্রেজিং কার্যক্রম

উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য

- ২টি পুরনো ড্রেজার (ডেল্টা-১, ডেল্টা-) পুনর্বাসন;
- ৩টি ড্রেজার, ড্রেজার সহায়ক সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬২৮ কিলোমিটার নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন;
- ৬টি নদী বন্দর (ঢাকা, বরিশাল, ভোলা , পটুয়াখালী ও বরগুনা) আধুনিকায়ন;
- প্রতিটি ২৫০ মেট্রিকটন উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ;
- ১টি কন্টেইনার নৌ-বন্দর (ঢাকার পানগাঁও) নির্মাণ;
- বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল মুক্ত রাখার লক্ষ্যে বন্দর ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ;
- ৪টি নদীবন্দরে (টঙ্গী, কাচঁপুর,নোয়াপাড়া, ও ভৈরব-আশুগঞ্জ) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
- বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশ হতে পরীক্ষামূলক ৮.৫০ লক্ষ ঘনমিটার বর্জ্য উত্তোলন;
- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ৫০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও বনায়ন করা হবে।
- *২০০৯-১০ অর্থবছর হতে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত সংরক্ষণ খননের আওয়ায় ২১৮.৮৩ লক্ষ ঘনমিটার এবং উন্নয়নখাতে প্রায় ১৫১.৩৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন;*
- ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার আঘাতে বিআইডব্লিউটিএ'র ক্ষতিগ্রস্ত পন্টুন, জেটি ও অন্যান্য স্থাপনাদি মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম;
- প্রায় ৪৯৮ কিলোমিটার নৌ-পথে নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে রাত্রিকালীন নৌ-চলাচল ব্যবস্থার আওতাভুক্তকরণ।
- তিনটি লংবুম এক্সক্যাভেটর ময়লা অপসারণের জন্য সংগ্রহ।

চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন।
- আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।
- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদীবন্দর এলাকায় নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে ভৌত সুবিধাদি নির্মাণ।
- ২০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট এবং ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।
- ৯৫৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি গুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪৭০ কিমোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৪টি নৌ-পথ খনন)
- মাদারীপুরে নাবিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন।
- সদরঘাট টার্মিনাল ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে সম্প্রসারণ।
- দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধা প্রদান।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ মার্চ ২০১২ বরিশাল নদী বন্দর টার্মিনাল ভবন উদ্বোধন করেন

ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহ

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (২য় পর্যায়ঃ ৩৬৬১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৯টি নৌপথ খনন)।
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর (অংশ বিশেষ) বর্জ্য অপসারণ এবং পানি দূষণমুক্তকরণ।
- উন্নয়নমূলক খনন কাজের জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি ও ড্রেজার সংগ্রহ।
- মংলা-ঘাষিয়াখালী নৌ-পথের নাব্যতা পুনরুদ্ধার।
- ঢাকা নদী বন্দরের আওতায় বুড়িগঙ্গা নদীতে দ্বিতীয় টার্মিনাল নির্মণ।
- বাহাদুরাবাদ-বালাশী ফেরী যোগাযোগ চালুকরণে অবকাঠামো নির্মাণ।
- বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস জাহাজ সংগ্রহ।
- আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের পন্টুন নির্মণ এবং স্থাপন।
- অভ্যন্তরীণ লঞ্চ রুট ও অন্যান্য রুটের জন্য নৌ-সহায়ক নন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন।
- প্রটোকলের আওতাধীন বিভিন্ন নৌ-পথ ড্রেজিং।
- খুলনা অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন।
- নোয়াপাড়া অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের উন্নয়ন।
- খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।

অগ্রাধিকার কার্যক্রম

- মংলা-ঘাষিয়াখালী নৌ-পথের নাব্যতা পুনরুদ্ধার।
- আশুগঞ্জে প্রস্তাবিত কন্টেইনার নৌ-বন্দর নির্মাণে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ নভেম্বর ২০১৩ বৃহস্পতিবার ঢাকার কেরানীগঞ্জে পানগাঁও ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনাল এর ফলক উন্মোচন করেন।-পিআইডি

ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহ

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (২য় পর্যায়ঃ ৩৬৬১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৯টি নৌপথ খনন)।
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর (অংশ বিশেষ) বর্জ্য অপসারণ এবং পানি দূষণমুক্তকরণ।
- উন্নয়নমূলক খনন কাজের জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি ও ড্রেজার সংগ্রহ।
- মংলা-ঘাষিয়াখালী নৌ-পথের নাব্যতা পুনরুদ্ধার।
- ঢাকা নদী বন্দরের আওতায় বুড়িগঙ্গা নদীতে দ্বিতীয় টার্মিনাল নির্মণ।
- বাহাদুরাবাদ-বালাশী ফেরী যোগাযোগ চালুকরণে অবকাঠামো নির্মাণ।
- বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস জাহাজ সংগ্রহ।
- আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের পন্টুন নির্মণ এবং স্থাপন।
- অভ্যন্তরীণ লঞ্চ রুট ও অন্যান্য রুটের জন্য নৌ-সহায়ক নন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন।
- প্রটোকলের আওতাধীন বিভিন্ন নৌ-পথ ড্রেজিং।
- খুলনা অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন।
- নোয়াপাড়া অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের উন্নয়ন।
- খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।

অগ্রাধিকার কার্যক্রম

- মংলা-ঘাষিয়াখালী নৌ-পথের নাব্যতা পুনরুদ্ধার।
- আশুগঞ্জে প্রস্তাবিত কন্টেইনার নৌ-বন্দর নির্মাণে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকায় গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মংলা-ঘষিয়াখালী খননকৃত নৌ চ্যানেলটি উন্মুক্তকরণ এবং ড্রেজার ও সহায়ক নৌযান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

বার্ষিক আয়-ব্যয়

এক নজরে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (০৫ বছর) পর্যন্ত আয়-ব্যয় বিবরণী (সার-সংক্ষেপ)

ক্রমিক	খাত	উপ-খাত	অর্থ বছর				
			২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন)	সরকারি অনুদান					
		সাহায্য মঞ্জুরী	৮,৪৬৮.৩২	১০,৬৩৯.২৫	১২,৬৪৮.৩৭	১৩,৬৮৫.৭২	১৬,০৯৮.৮৩
		কর্মসূচী মঞ্জুরি	৩৩৩.৯৯	১৬.৩১	২,২৭৯.২২	১,০৯০.৮১	২,৪৪৯.৪৯
		উপ-মোট	৮,৮০২.৩১	১০,৬৫৫.৫৬	১৪,৯২৭.৫৯	১৪,৭৭৬.৫৩	১৮,৫৪৮.৩২
		নিজস্ব আয়	৭,৭৭২.৮৫	৭,৯৩১.১১	৮,৮২৫.৫৯	১৪,৩০১.৮৬	১৬,৩৬১.২৭
		মোট আয়	১৬,৫৭৫,১৬	১৮,৫৮৬.৬৭	২৩,৭৫৩.১৮	২৯,০৭৮.৩৯	৩৪,৯০৯.৫৯
		মোট ব্যয় (অনুন্নয়ন)	১৬,৬০৬.৪৪	১৯,১০৫.০৭	২৩,৯১০.৭১	২৭,২৯১.৩২	৩২,৯৪০.১৪
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	-৩১.২৮	-৫১৮.৪০	-১৫৭.৫৩	১,৭৮৭.০৭	১,৯৬৯,৪৫

** সরকারি অনুদানের মধ্যে মূল্যধন মঞ্জুরী এবং কর্মসূচি খাতে ছাড়কৃত অর্থ হতে প্রকৃত ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান পূর্বক প্রকৃত ব্যয়কে মঞ্জুরী হিসাবে দেখানো হয়েছে।*

*** মোট ব্যয়ের মধ্যে অবচয় ও ঋনের প্রদেয় সুদ প্রভিশন করায় কোন কোন অর্থ বৎসরে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে কর্তৃপক্ষে কোন বৎসরই পরিচালন ঘাটতি নেই।*

মানব সম্পদ উন্নয়ন

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন শাখা রয়েছে। উক্ত শাখার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদক করা হয়ে থাকে।
- বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ কডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম

- *অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর চারপাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৬২১ টি কাঁচা ও পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং প্রায় ১৩২.৩৯ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।*
- *অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ঃ নদী ও তীরভূমি দখলদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থাকা ও মেরিন কোর্ট বিআইডব্লিউটিএ ১৪১ টি মামলা দায়ের করেছে।*

- তীর রক্ষা বাঁধ ঃ ঢাকার চারপার্শ্বস্থ নদীসমূহের গাবতলী, বড়বাজার, আমিনবাজার, রামচন্দ্রপুর, শ্যামপুর, পাগলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ শহর, টানবাজার, কাঁচপুর, টঙ্গী ইত্যাদি স্থানে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক উদ্ধারকৃত তীরভূমি পুনঃদখল রোধে সি.সি ব্লক দ্বারা তীর রক্ষার কাজ করা হয়েছে। সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে অবৈধ দখল রোধকল্পে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রথম ধাপে ৫ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপে "ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে ভৌত সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাবতলী, আমিনবাজার, টঙ্গী, কাঁচপুর ও টানবাজার এলাকায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার আর.সি.সি তীর রক্ষা বাঁধ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ চলছে এর মধ্যে ২০ কিলোমিটার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- জনসচেতনা মূলক কাজঃ দখল ও দূষণরোধকল্পে বিআইডব্লিউটিএ এ পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমঃ
- গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মানব বন্ধন করা হয়েছে ;
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর পাড়ে বাউল গান, জারী গান ও গণসংগীত প্রচার করা হয়েছে ;
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে দখল ও দূষণের বিরুদ্ধে র‍্যালী পরিচালনা করা হয়েছে ;
- দর্শনীয় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার টানানো হয়েছে ;
- নদী দখল ও দূষণ রোধ সম্পর্কিত লিফলেট জনসাধারণের নিকট বিলি করা হয়েছে ;
- নদী দখল ও দূষণ রোধ সম্পর্কিত স্টিকার বিলি করা হয়েছে ;
- নদী দখল ও দূষণ রোধ সম্পর্কিত পথ নাটিকা করা হয়েছে ;
- দখল ও দূষণের বিরুদ্ধে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস প্রচার করা হয়েছে ;
- নদী দখল ও দূষণ রোধ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি ১০টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে ;
- নদী দখল ও দূষণ রোধ সংক্রান্ত ২ লক্ষ গণ বিজ্ঞপ্তি বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা বালু ও তুরাগ নদীর তীরে বসবাসরত জনসাধারণের নিকট ফিললেট আকারে বিলি করা হয়েচে।
- সভা ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদী দখল ও দূষণ রোধকল্পে মূল্যবান মতামত গ্রহণের জন্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে সভা করা হয়েছে।
- ওয়াক-ওয়ে নির্মাণ ঃ বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে মুক্ত নদীর পারে ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।
- ইকোপার্ক নির্মাণ ঃ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে শ্যামপুরের কদমতলীতে ৬ বিঘা তীর ভূমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে একটি দুষ্টিনন্দন ইকোপার্ক নির্মাণ করে নির্মল পরিবেশ উপভোগের জন্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসারণ ঃ প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করে বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসারণের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বৃক্ষরোপন ঃ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক কামরাঙ্গিরচর, দয়াগঞ্জ, জিনজিরা-আগানগর, হাসনাবাদ, পানগাঁও, নারায়ণগঞ্জ বন্দর এলাকা ও খানপুর এলাকায় বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।
- জনসাধারণের বসার ব্যবস্থা ঃ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে বসার জন্য বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।
- লংবুম এক্সক্যাভেটার সংগ্রহ ও নদী হতে বর্জ্য অপসারণ ঃ নদী তলদেশ হতে বর্জ্য অপসারণের জন্য ৩টি লংবুম এক্সক্যাভেটার সংগ্রহ করা হয়েছে। লংবমু এক্সক্যাভেটার (ভেকু) যন্ত্র দ্বারা বেশ কয়েক স্থানে নদী হতে বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। এ কাজ চলমান রয়েছে।
- খাল পুনরুদ্ধার ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা নদীর সাথে সংযুক্ত ২.৭৬ কিঃ মিঃ হাইক্কার খাল এবং ১.৭ কিলোমিটার চারারগোপ খাল খননের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
- রেডিমিক্স ফ্যাক্টরির বর্জ্যনিক্ষেপমুখ বন্ধ ঃ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ৭টি রেডিমিক্স ফ্যাক্টরির বর্জ্য নিক্ষেপমুখ সীলগালা করে বন্ধ করা হয়েছে।
- পয়ঃবর্জ্য মুখ বন্ধ ঃ শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ৩৭টি পয়ঃবর্জ্য নিক্ষেপমুখ বন্ধ করা হয়েছে।
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদী খনন ঃ ঢাকার চার পাশে নদী পথ চালু রাখার স্বার্থে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বুঙ্গিগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর খনন কাজ চলমান রয়েছে।

- বর্জ্যের উৎস মুখের তালিকা প্রস্তুতকরণ ঃ ঢাকাস্থ চার নদীতে জরিপ করে নদীতে পতিত বর্জ্যের উৎসমুখের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বশেষ জরিপে ১৮৫ টি বর্জ্যমুখ চিহ্নিত করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা এ পরিবহন মাধ্যমের সবচেয়ে বড় উপকারভোগী দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। এ দেশের নৌ-পথ এমন সব দুর্গম এলাকায় বিস্তৃত রয়েছে যেখানে সড়ক ও রেল যোগাযোগের কোন রকম উপস্থিতি নেই।

এ ছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনই প্রধান পরিবহন মাধ্যম একটি কার্যকরী ও গতিশীল নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাই দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। অধিকন্তু বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নকালীন সময়ে উক্ত এলাকার দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি অবকাঠামো নির্মাণ পরবর্তী স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার একটি বহুমুখী উপযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী করে থাকে। নদী নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্ষুদ্র মৎসজীবি, কৃষিজীবিসহ বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের জন্য নতুন সুযোগ বা ক্ষেত্র তৈরী হয় যা প্রকারান্তরে দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম

আইসিটি বিভাগ গঠন

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তাবায়ন কল্পে সরকার প্রণীত আইসিটি নীতিমালা অনুযায়ী বিআইডব্লিউটিএ'তে ইতোমধ্যে 'আইসিটি বিভাগ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ'র সার্বিক কর্মকান্ড কম্পিউটারাইজেশনের লক্ষ্যে ওয়েব-বেইজড ডাটাবেইজ প্রণয়ন

বিআইডব্লিউটিএ'র সার্বিক কর্মকান্ড কম্পিউটারাইজেশনের লক্ষ্যে ওয়েব-বেইজড ডাটাবেইজ সংবলিত এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানার বা উজচ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এ সফটওয়্যার Debugging -এর কাজ চলছে। Debugging সম্পন্নের পর এটি ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হবে।

সার্ভার ষ্টেশন স্থাপন

বিআইডব্লিউটিএ ভবনে ইতোমধ্যে সার্ভার টেশন ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বিআইডব্লিউটিএ ভবনে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)- এর মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহ আন্তঃসংযোগের আওতায় এসেছে।

ওয়েবসাইট প্রবর্তন

ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের জন্য ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে বিআইডব্লিউটিএ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি এবং হালনাগাদ টেন্ডার নোটিশসমূহ নিয়মিতভাবে Upload করা হচ্ছে।

এ কার্যক্রমের অংম হিসেবে বর্তমানে ২টি নৌযানে (কীর্তনখোলা-২ ও ঈগল-২ VTS পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে দুর্যোগকালীন লঞ্চের অবসথান জানা সহজ হবে।

রূপকল্প ২০২১

- সারা বছর নৌযান চলাচল উপযোগী নৌ-পথের পরিসর বৃদ্ধি;
- নাব্য নৌ-পথ সংরক্ষণ;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে যাত্রীসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
- অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের সাথে নৌ-পরিবহনের সমন্বয় সাধন;

- নৌ-পথের নিরাপত্তা বিধান ও ঝুঁকিমুক্ত নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ; এবং
- নৌ-পরিবহন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির প্রবর্তন।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদে একটি কার্যকরী নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্তর্ভুক্ত বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়াদি (যেমনঃ নদী খনন, বন্দর নির্মাণ, নৌ-পথ আধুনিকায়ন এবং রাজধানীকে ঘিরে নাব্য ও প্রশস্ত বৃত্তাকার নৌ-পথ সৃজন প্রভৃতি) বাস্তবায়নের উদ্যোগ হিসেবে নানামুখী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। গৃহীত এসব পদক্ষেপের অগ্রগতি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলো।

নদী খনন

দেশের অভ্যন্তরীণ মৃতপ্রায় নৌপথসমূহের নাব্যতা উন্নয়ন ও নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার এর আগের মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই প্রায় ১১,৪৭০ কোটি টাকা ব্যয় "ক্যাপিটাল ড্রেজিং" এর দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ১৮৭৩.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪টি নৌ-পথ ড্রেজিং সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া মধ্য মেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে ৫০৮.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রায় ১৪৮.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদকালে জানুয়ারি ২০০৯ হতে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত সংরক্ষণ খাতে প্রায় ২১৮.৮৩ লক্ষ ঘনমিটার এবং উন্নয়ন খাতে প্রায় ১৫১.৩৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উন্নয়ন খাতে পরিচালিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন করা হয়েছে।

সারাদেশ জুড়ে বিস্তৃত নৌপথকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ড্রেজিংয়ের পাশাপাশি ড্রেজার সংগ্রহের পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ১৪টি নতুন ড্রেজারসহ সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। আরো ২০টি ড্রেজার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ

বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদকালে বিদ্যমান নদী বন্দরগুলোর আধুনিকায়নে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকা এবং বরিশাল নদীবন্দরের আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। শুধু ভৌত সুবিধাদি আধুনিকায়নই নয়, পরিচালনা কার্যক্রমেও কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী আমলে সদরঘাট টার্মিনাল এলাকায় 'শ্রম যার মজুরী তার' নীতির ভিত্তিতে যাত্রী বান্ধব শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। নব ঘোষিত নদী বন্দরসমূহের মধ্যে টঙ্গী, নোয়াপাড়া, বরগুণা ও ভৈরব-আশুগঞ্জ নদী বন্দরে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পরিবহনের সুবিধা প্রবর্তনে পানগাঁওয়ে দেশের প্রথম অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর নির্মাণের পর তথায় কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অন্য দিকে আশুগঞ্জে আরেকটি অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

রাজধানীকে ঘিরে নাব্য ও প্রশস্ত বৃত্তাকার নৌ-পথ সৃজনঃ ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ সৃজনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এ কাজের আওতায় আশুলিয়া হতে কাঁচপুর পর্যন্ত ৪০.৫০ কিলোমিটার নৌ-পথে প্রায় ৩১.৮৪ লক্ষ ঘনমিটার খনন পরিচালনার মাধ্যমে এর নাব্যতা উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর তলদেশ হতে প্রায় ৮.৫০ লক্ষ ঘনমিটার বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে।

সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম

কর্তৃপক্ষের ঢাকা নদী বন্দর (সদরঘাট), নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর, বরিশাল নদী বন্দর ও খুলনা নদী বন্দরের টার্মিনাল ভবনে যথাক্রমে ২০ মি. ওয়াট, ১০কি.ওয়াট, ১০ কি.ওয়াট ও ১০ কি.ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন এর কাজ চলমান রয়েছে।

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

- অফিসে যাতায়াতের জন্য বাসের সু-ব্যবস্থা রয়েছে।
- মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট ও নামাজঘর এর সুবিধা রয়েছে।
- মহিলাদের চিকিৎসার জন্য মহিলা মেডিক্যাল অফিসার রয়েছে।
- ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০০৯ হতে ২০১৭ এর জুন মাস পর্যন্ত নৌ-পথের উন্নয়নের তথ্যাবলীঃ

ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য	বছর
১।	নোয়াপাড়া, ভৈরব, আশুগঞ্জ ও বরগুনা নদী বন্দর স্থাপন	৪	১৫.৫০ কোটি	২০০৯-১৩
২।	ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ	১	৬৫ কোটি	২০০৯-১৩
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষায় ২টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, ক্রু-হাইজবোট ও টাগবোটসহ আনুষাংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	১	১৭০ কোটি	২০০৯-১৪
৪।	পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ	১	১৭৭.৫৭ কোটি	২০০৯-১৩
৫।	বিভিন্ন নৌ-পথে ১০টি নতুন পন্টুন স্থাপন	১০	৫ কোটি	২০০৯
৬।	আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি ও সহায়ক জলযানসহ ৩টি ড্রেজার সংগ্রহ	১	২৯৬.৮৬ কোটি	২০১০-১২
৭।	মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথে ড্রেজিং	১	১৪৮.৪৫ কোটি	২০১০-১৩
৮।	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদী দূষণমুক্ত করতে বিশেষ খনন কাজ	১	২২৮ কোটি	২০১০-১৩
৯।	বিভিন্ন নৌ-পথে ১৫টি নতুন পন্টুন স্থাপন	১৫	৭.৫০ কোটি	২০১০
১০।	ঢাকা শহরের চারদিকে নদীর সীমানা রক্ষায় কেরাণীগঞ্জ ও টঙ্গীতে সীমানা পিলার স্থাপন	-	-	২০১১
১১।	২টি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহন	১	-	২০১১
১২।	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন	১	২৪৫.৭৫ কোটি	২০১১-১৪
১৩।	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এবং টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায় উচ্ছেদকৃত স্থানে ভৌত সুবিধাদি নির্মাণ	১	১০৮.৪৩ কোটি	২০১১-১৫
১৪।	১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট এবং ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ	১	৭৪৫.৬০ কোটি	২০১১-১৪
১৭।	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ খনন কার্যক্রম	১	৫০৮.১৬ কোটি	২০১১-১৫
১৮।	ঢাকা নদী বন্দর টার্মিনাল আধুনিকায়ন	১	১৭.০০ কোটি	২০১১
১৯।	নৌ-পথের নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১	৪.০৭ কোটি	২০১১
২০।	চট্টগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে যাত্রীদের উঠা নামার জেটি নির্মাণ	১	১৩.০০ কোটি	২০১২
২১।	চট্টগ্রাম জেলার কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ	১	৯.৫০ কোটি	২০১২
২২।	ঢাকা জেলার শ্যামপুরে ইকোপার্ক নির্মাণ	১	১.৪৮ কোটি	২০১২
২৩।	৩টি নতুন ড্রেজার এর কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন	১	-	২০১২
২৪।	অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটসহ উত্তরাঞ্চলে পন্য পরিবহনে ৫২	১	৪৮.০০ কোটি	২০১২

	কিঃমিঃ পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-পথে নাইট নেভিগেশন চালুকরণ			
২৫।	বরিশাল ওমাদারীপুর শীপ পার্সোনাল ট্রেনিং সেন্টার চালুকরণ	১	৪৮.০০ কোটি	২০১২
২৬।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প	১	১৮৭৩.৬৪ কোটি	২০১২-১৮
২৭।	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ খনন কার্যক্রম	১	৫০৮.৪৬ কোটি	২০১২-১৫
২৮।	বিভিন্ন নৌ-পথে ১২টি পন্টুন স্থাপন	১২	৬.০০ কোটি	২০১২
২৯।	নৌ-পথে নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১	৪.০৬ কোটি	২০১২
৩০।	নৌ-পথে তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে ৬টি স্পীটবোট সংগ্রহ	৬	.৫৪ কোটি	২০১৩
৩১।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২টি উদ্ধারকারী জলযান প্রত্যয় ও নির্ভিক উদ্বোধন	২	৩৫৬.৬৬ কোটি	২০১৩
৩২।	টঙ্গী নদী বন্দরের দ্বিতল টার্মিনাল নির্মাণ	১	.৮৫ কোটি	২০১৩
৩৩।	আশুগঞ্জ ট্রানজিট সেড নির্মাণ	১	১.৯৬ কোটি	২০১৩
৩৪।	নারায়নগঞ্জ জেলার কাঁচপুরে দোতলা টার্মিনাল নির্মাণ	১	.৮৫ কোটি	২০১৩
৩৫।	মাওয়া হতে শিমুলিয়ায় ঘাট স্থানান্তর	১	৩.০০ কোটি	২০১৩
৩৬।	বিভিন্ন নৌ-পথে ২০টি পন্টুন স্থাপন	২০	১০.০০ কোটি	২০১৩
৩৭।	নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি (ব্যাটারী, সোলার প্যানেল)	১	.১৭ কোটি	২০১৩
৩৮।	খুলনা নদী বন্দর এলাকায় উন্নয়ন ও সংস্কার	১	৫.২৩ কোটি	২০১৩-১৫
৩৯।	বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর বর্জ্য অপসারণ ও পানি দূষণমুক্তকরণ	১	২.২৮ কোটি	২০১৪
৪০।	বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট উন্নয়ন	১	৮৬.০৩ কোটি	২০১৪
৪১।	আনুষাংগিক সুবিধাধিসহ পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন	১	৭৬.৮৮ কোটি	২০১৪
৪২।	প্রটোকলের আওতাধীন বিভিন্ন নৌ-পথ ড্রেজিং	১	৮৯৮.৩০ কোটি	২০১৪-চলমান
৪৩।	মংলা নদীর অদূরে পশুর নদীর খনন	১	৩২৭.৫০ কোটি	২০১৪
৪৪।	মাওয়া-চরজানাজাত স্পীটবোট ঘাটে ২টি নতুন স্পীটবোট পন্টুন স্থাপন	১	১.৭৭ কোটি	২০১৪
৪৫।	বিভিন্ন নদী বন্দরে সোলার প্যানেল স্থাপন	১	১.৩৪ কোটি	২০১৪
৪৬।	বিভিন্ন নৌ-পথে ২২টি পন্টুন স্থাপন	২২	১১.০০ কোটি	২০১৪
৪৭।	নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি (চেইন, সিনকার)	১	.৪৬ কোটি	২০১৪
৪৮।	দৌলতদিয়া ঘাটে পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ	১	২.১২ কোটি	২০১৫
৪৯।	মংলা-ঘষিয়াখালী নৌ-পথের খনন কার্য সম্পন্ন	১	২৫০ কোটি	২০১৫-১৬ (চলমান)
৫০।	৫৩টি নৌ-পথ ও ১২টি নৌ-পথ মাদারীপুর-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন	১	৭৪৮.১২ কোটি	২০১৬-চলমান
৫১।	নিয়মিত ড্রেজিং কার্যক্রম হিসাবে ১২০০ কিঃমিঃ নৌ-পথ খনন	১	৭০.০০ কোটি	২০১৬-চলমান
ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য	বছর
৫২।	ঢাকা শহরের চারদিকে ও নারায়নগঞ্জস্থ শীতলক্ষ্যা নৌ-	১	১৩৯.১০ কোটি	২০১৬

	পথের তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে, তীর রক্ষা বাঁধ, বনায়ন ও ইকোপার্ক নির্মাণ			
৫৩।	নারায়নগঞ্জ জেলার পাগলায় স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	১	৮.০০ কোটি	২০১৬
৫৪।	ঢাকা নদী বন্দরের যাত্রী সাধারনের চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্ধিত টার্মিনাল ভবন নির্মাণ	১	১৯.৫১ কোটি	২০১৫-১৬
৫৫।	কাওড়াকান্দি হতে কাঁঠালবাড়ী ঘাট স্থানান্তর	১	১৫.০০ কোটি	২০১৫-১৬
৫৬।	বরিশাল ও মাদারীপুরে নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	২	২২.০৮ কোটি	২০১৫-১৬ (চলমান)
৫৭।	বিভিন্ন নদী বন্দরে পাইলট হাউজ নির্মান	১	২.৩১ কোটি	২০১৫-১৬ (চলমান)
৫৮।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জে ট্রান্সশিপমেন্ট পয়েন্ট চালুকরণ	১	১.৫৬ কোটি	২০১৫-১৬
৫৯।	সারা দেশের নৌ-পথে যাত্রী সেবা উন্নয়নে ঘাট নির্মাণ///পূর্ণ নির্মাণ	১	৫.০০ কোটি	২০১৫-১৬
৬০।	বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রান্সশিপমেন্ট চালু করে কলকাতা-আশুগঞ্জ-ত্রিপুরা নৌ-পথ ও সড়ক পথে মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন	১	-	২০১৫-১৬ (চলমান)
৬১।	নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (চেইন, সিনকার)	১	৮৯.৩২ কোটি	২০১৫-১৬
৬২।	বিভিন্ন নৌ-পথে ৪১টি নতুন পন্টুন স্থাপন	৪১	২০.৫০ কোটি	২০১৫-১৬
৬৪।	নারায়নগঞ্জ লাঙ্গালবন্দে পুরাতন বহ্মপুত্র খনন	১	৪.০০ কোটি প্রায়	২০১৫-১৬

২০০৯-থেকে ২০১৭ সনের জুন পর্যন্তউন্নয়নের তথ্যাদি
ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ

বর্তমান সরকার বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিং বিভাগের মাধ্যমে সংরক্ষণমূলক ড্রেজিং ও ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং মৃত বা মৃতপ্রায় নদীর নাব্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ড্রেজিং কার্যক্রমের যে সাফল্য অর্জন করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল ঃ

পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরীরুট, মাওয়া-চরজানাজাত ফেরীরুট,হরিণা-আলুবাজার ফেরীরুট, লাহারহাট-ভেদুরিয়া ফেরীরুট, ভোলা-লক্ষীপুর ফেরীরুট,পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-পথ, ঢাকা-বরিশাল নৌ-পথ, ভৈরব-ছাতক নৌ-পথ, ঢাকা-চট্টগ্রাম নৌ-পথসমূহ প্রায় ৯৩.১২ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং করে ৯৯১ কি.মি. ফেরীরুট/নৌ-পথ সচল রাখা হয়েছে;

মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন প্রকল্পটি ১৩৯.৬৭ কোটি টাকার এবং জানুয়ারী; ১১-জুন; ১৬ সময়ে অনুমোদিত। গত ৩০ জুন,২০১৬-তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে ১১০ কিঃ মিঃ।

"১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ খনন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নৌ-পথগুলোর খনন কাজ চলমান এবং খননকৃত মাটি দ্বারা দাউদকান্দি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পার্শ্ববর্তী নীচু জায়গা, দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট এলাকায় মাদ্রাসা ও কবরস্থান, ভেদুরিয়া ফেরীঘাট এলাকা এবং সাহেবেরহাট খাল সংলগ্ন মাদ্রাসা, স্কুল ও নীচু এলাকা, আমিন বাজার ল্যান্ডিং ষ্টেশন এবং আশুলিয়ায় রাস্তার পাশে পাউবো'র নীচু জায়গা, বিডিএমজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ, বালিয়াকাঠি ওয়াজিদিয়া মাজিদিয়া এতিমখানা ও ক্যাডেট মাদ্রাসার মাঠ ও প্রস্তাবিত ইকো পার্ক এলাকা, উজিরপুর মাদ্রাসার মাঠ ও প্রস্তাবিত ঈদগাঁহ মাঠ,

আলুবাজার ফেরীঘাট এলাকায় মসজিদ এবং খাসেরহাট ও লক্ষীর চরের নীচু জমিতে ভরাট করে ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি ৫০৮.৪৬ কোটি টাকার এবং জুন; ১৮ সময়ে অনুমোদিত। জুলাই, ১৭ সময়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০.৬৫%।

৫৩টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত জুলাই ১২ সাল হতে শুরু হয়েছে এবং জুন, ২১ এ শেষ করার পরিকল্পনা আছে। প্রকল্পের আওতায় মংলা-ঘষিয়াখালি, বরিশাল-পাথরঘাটা,ইছামতি-বান্দুরা,ভৈরব-ছাতক,দিলালপুর-নেত্রকোনা, মোহনগঞ্জ-গাগলাজোড়,খুলনা-বরদিয়া-মানিকদিয়া, সাভার-আমিনবাজার নৌপথ সমূহে কাজ শুরু করা হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য নৌ-পথগুলোর খনন শুরু হবে। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রায় ৪৯%। অদ্যবধি প্রায় ৫০০ কি.মি নৌ-পথ নাব্য করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ০১/০৭/২০১৪ইং তারিখ হতে মংলা-ঘষিয়াখালি নৌ-পথটির খনন কাজ শুরা করা হয়। মংলা-ঘষিয়াখালী (৩১ কিলোমিটার) নৌ-পথ। খনন কাজ সম্পন্ন শেষে গত ০৬-০৫-১৫ তারিখে ৮ ফুট ড্রাফটের এবং ০৩-১০-১৫ তারিখে ১২ ফুট ড্রাফটের নৌযান পূর্ণ জোয়ারের সুবিধা নিয়ে চলাচলের জন্য মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলটি পরীক্ষামূলকভাবে খুলে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-১০-১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে উক্ত চ্যানেল শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমান ভাটার সময় ১০ ফুট ড্রাফটের নৌযান এবং পূর্ণ জোয়ারের সুবিধা নিয়ে ১২ ফুট ড্রাফটের নৌযান চলাচল করছে। গত ০৩/০৭/১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৬০১৩৯টি নৌযান চলাচল করছে। বর্তমান উক্ত চ্যানেলে ভাটার ১০-১২ ফুট ও পূর্ণ জোয়ারে ১৪-১৬ ফুট গভীরতায় পানি থাকে;

২০১৪ সালে ২টি ২০" কাটার সাকশন ড্রেজার এবং ৬টি ১৮" কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বছরই আরো ২টি ১৮" কাটার সাকশন ড্রেজারসহ ৪টি এক্ষিবিয়ান ড্রেজার, সার্ভে ভেসেল, টাগ বোট, ক্রেইন বোট খুই শীঘ্রই সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পর্যন্ত মোট ২১টি ড্রেজার সহ আরো অন্যান্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ বছরেই "২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায় ১০টি ড্রেজার (৬টি ২৬" ও ৪টি ২০") সংগ্রহের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। যা আগামী ২৯-০৮-২০১৮ এর পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অপরদিকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ১০ ড্রেজার (৫টি ২০" ও ৫টি ১৮") সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত দরপত্র আগামী ০৬-০৯-২০১৭ তারিখে গ্রহণ ও খোলা হবে।

"মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন" শীর্ষক প্রকল্পে ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা প্রায় ৯০৫ একর নতুন ভূমি পুনরুদ্ধার (Land Reclamation) করা হয়েছে এবং ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা ইটেরপুল হিন্দুদের তির্থস্থান, মাদারীপুর পৌরসভার করবস্থান, স্কুল, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, শিল্পকলা একাডেমী, নাজিম উদ্দিন কলেজ মাঠ, মোস্তফাপুরের শাজাহান খান কলেজ মাঠ, মোস্তফাপুর কৃষি মার্কেট, কুকরাইল মসজিদ ও মাদ্রাসা, চরমুগুরিয়া গুরুর হাট, চরমুগুরিয়া ঈদগাহ ও গার্লস স্কুলের মাঠ, নয়ারচর গুচ্ছ গ্রামের নীচু জায়গা, গাছবাড়িয়া ও নয়ারচরের ৪টি মসজিদ, চৌদ্দার ব্রীজ এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা ও প্রাইমারী স্কুলের মাঠ, মোকসুদপুর উপজেলার গঙ্গারামপুর প্রাইমারী স্কুল, কলিগ্রাম গীর্জা ও কবর স্থান, তালবাড়িয়া মন্দিরের নীচু জায়গা, কনপাড়া পূর্ব নিদ্রা গ্রাম খেলার মাঠ, আশ্রয় কেন্দ্র, বৈলতৈলী বাজার সংলগ্ন ৮২ পরিবারের নীচু জায়গা, শাখার পাড় হাই স্কুল মাঠ,হাসানকান্দি হাই স্কুল মাঠ, প্রাইমারী স্কুল মাঠ, মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠ, রাস্তার দুই পাশে নীচু, হরিদাসদী মাতবর বাড়ী কবর স্থান, মহেন্দ্রদী উচ্চ বিদ্যালয়, পশ্চিম মহেন্দ্রদী মুন্সীবাড়ী কবর স্থান, হরিদাসদী গ্রামের রাস্তার দুই পাশে নীচু জায়গা, ভাটিয়াকান্দি গ্রাম ও পশ্চিম মহেন্দ্রদী নীচু জায়গা, হরিদাসদী, ভাটিয়াকান্দি, পশ্চিম মহেন্দ্রদী গ্রামের ডোবা, নালা, নীচু জায়গা ভরাট করে ভুমি উন্নয়ন করা হয়েছে;

নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে দেশের ৫০টি নৌ-পথের ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের প্রস্তাব গত ০৬-০১-২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে অনুমোদন হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, Haskoning DHV Nederland B. V এর সাথে ২৭-০১-১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা সম্পাদনের পর তাদের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত সুপারিশ অনুযায়ী সারা দেশের নৌ-পথের খনন কাজ শুরু করা হবে;

ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য	বছর
১	"মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন" শীর্ষক প্রকল্প	১১০কিলোমিটার	১৩১ কোটি	২০১১-২০১৬
২	"১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ খনন" শীর্ষক প্রকল্প	৩৫০ কিলোমিটার	৫০৮.৬০ কোটি	২০১১-২০১৬
৩	৫৩টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌপথ) প্রকল্প	৯২০ কিলোমিটার	১৯৩২ কোটি	২০১২-২০১৯
৪	"২০ টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প		২০৪৭ কোটি ৯৯ লক্ষ	২০১৫-২০১৯
৫	"১০ টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প		৭৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	২০১১-২০১৮
৬	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে ২টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, ক্রু-হাউজবোট, টাগবোটসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ প্রকল্প ।		১৫১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা	২০০৯-২০১৬
৭	"১ টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প	১টি ড্রেজার	২০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা	২০০৮-২০১২
৮.	"দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদির উন্নয়ন"		৩২৫০ লক্ষ	২০১৪-২০১৮
৯.	"মাদারীপুর শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন"(১ম সংশোধিত)		৫৩৩৫ লক্ষ	২০১৩-২০১৯
১০.	"বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট নির্মাণ ও স্থাপন"		৮৫২০ লক্ষ	২০১৪-২০১৭
১১.	"ঢাকা নদী বন্দরস্থ সদরঘাট টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারণ" নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		১৯১০ লক্ষ	২০১৪ -২০১৭
১২.	"ঢাকা নদী বন্দরের আওতায় সদরঘাট হতে শ্মশানঘাট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ" কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		১৯৯০ লক্ষ	২০১৫-২০১৭

ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য(টাকা)	বছর

০১।	"অভ্যন্ড়রীণ নৌ-পথে পন্টুন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৫টি টিপি পন্টুন স্থাপন	২৫ টি	২০,০০,০০,০০০	২০০৯
০২।	"বরিশাল নদী বন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬টি টিপি পন্টুন সংগ্রহ	৬ টি	৭,৫০,০০,০০০	২০১১
০৩।	যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের জন্য ০৬ টি স্পীডবোট সংগ্রহ	০৬ টি	৫৩,৮৪,০০০	২০১৩
০৪।	উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ (প্রত্যয় ও নির্ভীক) এবং ২টি টাগ জাহাজ (দুরন্ত ও দুর্বার)	০২টি	৩৫৬,৬৫,৭৪,০০০	২০১৩
০৫।	মাওয়া-চরজানাযাত স্পীডবোট ঘাটের জন্য ২টি নতুন স্পীডবোট পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন	২টি	১,৭৭,৯০,০০০	২০১৪
০৬।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন	ঢাকা সদরঘাট, নারায়গঞ্জ, বরিশাল, খুলনা টার্মিনাল ভবনে	১,৩৪,৬০,০০০	২০১৪
০৭।	রাঙ্গামাটি জেলায় একটি ছোট আকৃতির (৪৮×২৪×৪) পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন	০১ টি	৫১,৪৯,০০০	২০১৫
০৮।	"বাংলাদেশের পলণ্টী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট উন্নয়ন"	১০৬ টি পন্টুন (১১টি ফেরী পন্টুন, ৫০টি এসপি পন্টুন, ৪৫টি এমপি পন্টুন)	৫৭,৭৩,০০,০০০	২০১৬-১৭
০৯।	কর্তৃপক্ষের জন্য ২টি টার্মিনাল পন্টুন নির্মান	১০০×২৫×৬.৫ সাইজের ২টি টার্মিনাল পন্টুন	২,৩০,০০,০০০	২০১৭

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	বছর
১।	আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।		২৪৫৭৫.০০	২০১১-২০১৯
২।	১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)।		৭৪৫৬০.২২	২০১১- ২০১৮
৩।	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন।		৫০৮৪৬.০০	২০১১-২০১৮
৪।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম		১৯২৩০০.০০	২০১২-২০১৯

	পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) (১ম সংশোধিত)।			
৫।	শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর।		৩৯৮৭.০০	২০১৩-২০১৯
৬।	বাংলাদেশর পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।		৮৫৩১.৩০	২০১৩-২০১৭
৭।	২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ।		২০৪৭৯৯.৮৭	২০১৫-২০১৯
৮।	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকন স্টেশন আধুনিকীকরণ।		২৪১২.৩৫	২০১৬-২০১৮
৯।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১।		৩২০০০০.০০	২০১৬-২০২৪
১০।	Feasibility Study for Construction of River port at Nagarbari-Chilmari, Modernization of Baghabari River port and Construction and placement of special type terminal pontoons with allied facilities/structures.		১৯৯.৪৪	২০১৬-২০১৭
১১।	ঢাকা বন্দরস্থ সদরঘাট টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারণ।		১৯১০.৫১	২০১৪-২০১৭
১২।	দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।		৩২৫০.০০	২০১৪-২০১৮
১৩।	ঢাকা নদী বন্দরের আওতায় সদরঘাট হতে শ্মশানঘাট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।		১৯৯০.৯০	২০১৫-২০১৭

(খ) অপেক্ষমাণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	বছর
১।	বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেরীঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ।		১২৪৭৭.০০	২০১৭-২০১৯
২।	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম পর্যায়)		৮৫০০০.০০	২০১৭-২০২১
৩।	নগরবাড়ী এলকায় বন্দর সুবিধাদিসহ নির্মাণ।		৫৪৬৯০.৩৩	২০১৭-২০২০
৪।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়া/ গোয়ালন্দে আনুষঙ্গিক		৯২৩৩০.০০	২০১৭-২০২০

	সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকায়ন।			
৫।	বুরিশ্বর-পায়রা নৌ-পথ এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমার, পুনর্ভবা, তুলাই এবং সোয়া নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার ।		৫৯৮৩০০.০০	২০১৮-২০২৩
৬।	ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ।		২০৭৫.৪৫	২০১৭-২০১৯
৭।	মোংলা বন্দর হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌ-রুটের নাব্যতা উন্নয়ন		৯৭০০০.০০	২০১৭-২০২৫
৮।	আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ এবং স্থাপন		৮২১৯.০০	২০১৭-২০১৯
৯।	শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি-কাঁঠালবাড়ি ফেরী ও নৌ-রুটের নাব্যতা রক্ষার্থে সংরক্ষণ খনন		১৮৫৫৮.০০	২০১৭-২০১৯
১০।	"নরাদহে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ফেরীঘাট নির্মাণ		**৪৯৭৭.০৬**	২০১৬-
১১।	সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনর্নির্মাণ		৪৬১২.০০	২০১৭-২০১৯
১২।	Feasibility Study for Development of Teknaf, Chhatak, Cox's Bazar (Kasturaghat), Faridpur, Ghorashal river ports, ferry ghats and jetties at various locations.		৪৯১.৪৩	২০১৭-২০১৭

(গ) ভবিষ্যত প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	বছর
১।	আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ চিলমারী নদী বন্দর নির্মাণ।		৪০০.০০	
২।	বিআইডব্লিউটিএ'র বিদ্যমান সার্ভিস জাহাজের জন্য নেভিগেশনাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন।		৪৫২.০০	
৩।	ভোলা জেলাধীন চরফ্যাশন উপজেলার বেতুয়া লঞ্চঘাট এলাকায় বন্দর সুবিধাদি প্রদান।		৫০৬.৬৩	
৪।	চাঁদপুর জেলাধীন হাইমচর উপজেলার ৪টি লঞ্চঘাটের অবকাঠামোর উন্নয়ন।		৯৩৫.০০	
৫।	চরকালিপুর (মুন্সিগঞ্জ) ও কালিপুর বাজার (চাঁদপুর) আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ফেরীঘাট নির্মাণ।		৯৮৪.০০	
৬।	বরিশাল নদী বন্দরের টার্মিনাল ভবন		৭০৩.৪৭	

	বর্ধিতকরণসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ।			
৭।	আড়িয়াল খাঁ নদীর দূষণ ও দখলরোধে তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন ভৌত সুবিধাদি প্রদান।		৮৯৭.০৮৭	
৮।	ডিইপিটিসি (ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র), নারায়নগঞ্জ এর অবকাঠামো উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ।		৯৮৩.০০	
৯।	নদী দখলরোধে কাঁচপুরস্থ উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে সামাজিক ইকোপার্কসহ সবুজায়ন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ।		৯৮৭.০০	
১০।	চাঁদপুরস্থ বিআইডব্লিউটিএ এষ্টেটের বিভিন্ন ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন।		৯৯৬.৫৩	
১১।	বিআইডব্লিউটিএ'র খনন সহায়ক ৫ টি পুরনো ক্রেনবোট- এর জন্য ৫টি নতুন কম্প্লিট ক্রেন		৯০৩.০০	

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

পরিচিতি

নৌপরিবহন অধিদপ্তর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা । সংস্থাটি মেরিটাইম প্রশাসন হিসাবে অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপত্তা ও পরিবেশ দূষণরোধে কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়াও জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন এবং নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। Inland Shipping Ordinance (ISO) 1976, Merchant Shipping Ordiance (MSO) 1983 ও Flag Vessels (Protection) Ordinance 1982 এর আওতায় প্রণীত

বিভিন্ন বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের প্রশাসনিক আওতাধীন নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ রয়েছে ঃ

১) নৌ বাণিজ্য অফিস, চট্রগ্রাম।
২) সরকারী শিপিং অফিস, চট্রগ্রাম।
৩) নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্রগ্রাম।
৪) প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারকের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল ও খুলনা।
৫) ইন্সপেক্টরেট অব ইনল্যান্ড শিপস, প্রধান কার্যালয়/সদরঘাট, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/চাঁদপুর/ পটুয়াখালী/ বরিশাল/ খুলনা/চট্রগ্রাম ।

ভিশন

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক নৌ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকরী নৌ নিরাপত্তা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

মিশন

নৌ-সেক্টরকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন/বিধিমালা/নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব নৌ-সেক্টর নিশ্চিত করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নৌ-সেক্টরে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা ।

জনবল

শ্রেনী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
জনবল	৮২	৬৭	১৭৭	৯৮	৪২৪

কার্যাবলী

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের **প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ**

১. নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্ভে প্রদান করা;
২. জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের যোগ্যতা পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ প্রদান;
৩. নৌযানের নকশা ও ডিজাইন অনুমোদন প্রদান;
৪. আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মেরিন কোর্ট-এ বিচার কার্য পরিচালনা;
৫. অভ্যন্তরীণ নৌযানের বে-ক্রসিং অনুমতি প্রদান;
৬. নৌ-দুর্ঘটনা তদন্ত করা;
৭. ভ্রাম্যমান নৌ-আদালত পরিচালনা করা;
৮. ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা;
৯. আইন অমান্যকারী নৌযান/মালিক/মাষ্টারদের বিরুদ্ধে মামলা প্রদান;
১০. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা করা;

১১. বাংলাদেশের বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজ সমূহকে পোর্ট ষ্টেট কন্ট্রোলের আওতায় পরিদর্শনকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
১২. বাংলাদেশের বন্দরে আগত সকল নৌযানের ফিটনেস যাচাইকরণের ব্যবস্থা করা;
১৩. সমুদ্র বন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন অনুমতি প্রদান;
১৪. মেরিন প্রফেশনাল সার্ভেয়ারদের লাইসেন্স জারীর ব্যবস্থা করণ ;
১৫. কুতুবদিয়া, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন বাতিঘর পরিচালনার মাধ্যমে নৌযানসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদান ও রাজস্ব আদায়;
১৬. The International Ship and Port Facility Security (ISPS)কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ;
১৭. বাংলাদেশের জলসীমায় বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
১৮. বাংলাদেশ সমুদ্রসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে জলদস্যুতা ও অবৈধ কার্যক্রম রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
১৯. মেরিটাইম বিধি-বিধান প্রণয়ন;
২০. বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নৌ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়ন;
২১. আইএলও বিধান মোতাবেক বাংলাদেশী নাবিকদের বরাবরে নাবিক পরিচয়পত্র জারী;
২২. ম্যানিং এজেন্টদের লাইসেন্স প্রদান;
২৩. এসটিসিডব্লিউ কনভেনশন ও ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কর্মকর্তা, ক্যাডেট ও রেটিংদের প্রশিক্ষণ মনিটরিং করা;
২৪. আইএমও, আইএলও এবং শিপিং সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
২৫. অন্যান্য মেরিটাইম দেশের সাথে সম্পাদিত শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন করণ;
২৬. বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ;
২৭. শিপিং বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
২৮. নৌ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ;
২৯. সমুদ্রগামী জাহাজে নিয়োগ,নিষ্কৃতি এবং বেতন-ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

১. নৌযানের সার্ভে ও রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা;
২. জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের যোগ্যতা পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ প্রদান;
৩. নৌযানের নকশা ও ডিজাইন অনুমোদন করা;
৪. অভ্যন্তরীণ নৌযানের বে-ক্রসিং অনুমতি প্রদান;
৫. বাংলাদেশের বন্দরে আগত সকল নৌযানের ফিটনেস যাচাইকরণ;
৬. মেরিন প্রফেশনাল সার্ভেয়ারদের লাইসেন্স জারী করণ ;
৭. কুতুবদিয়া, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন বাতিঘর পরিচালনার মাধ্যমে নৌযানসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদান ও রাজস্ব আদায়;
৮. আইএলও'র বিধান মোতাবেক নাবিকদের বরাবরে মেশিন রিডিবল পরিচয়পত্র জারী;
৯. শিপ ম্যানিং এজেন্টদের লাইসেন্স প্রদান;

১০. সরকারী ও বেসরকারী মেরিন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্যাডেট ও রেটিংদের বিভিন্ন কোর্স অনুমোদন;
১১. সমুদ্রগামী জাহাজে যোগদানেচ্ছু নাবিকদের সিডিসি প্রদান ;
১২. সমুদ্রগামী জাহাজে নিয়োগ, নিষ্কৃতি, পদোন্নতি এবং বেতন-ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদের স্বার্থ রক্ষা করা ;
১৩. সমুদ্রগামী জাহাজের সেইফটি সার্টিফিকেট জারী করণ।

উলেণ্ঢখযোগ্য অর্জিত সাফল্য

১. মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ১০টি বেসরকারী মেরিটাইম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এগুলো পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে;

২. আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা International Maritime Organization(IMO)'তে বাংলাদেশ B Catagory সদস্য পূন: নির্বাচিত হয়েছে;

৩. বাংলাদেশের নাবিকদের বিদেশী জাহাজে চাকুরী নিশ্চিত করার জন্য আইএমও কনভেনশনের আলোকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ঘানা,ইটালী, মালয়েশিয়া ও এন্টিগুয়া এন্ড বারবোডার সাথে Certificate of Competency সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;

৪. নাবিকদের বিদেশী জাহাজে যোগদান সহজ করার উদ্দেশ্যে আইএলও কনভেনশনের আলোকে সীফেয়ারারর্স মেশিন রিডেবল আইডি ডকুমেন্ট জারীর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;

৫. মেরিটাইম লেবার কনভেনশন অণুসমর্থন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

৬. মেরিটাইম লেবার কনভেনশনের চাহিদা অনুযায়ী নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পাদনের প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে ;

৭. IMO'র বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশী সমুদ্রগামী জাহাজের জন্যLong Rang Identification and Tracking System (LRIT) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮. অভ্যন্তরীণ জাহাজে রিভারসিবল গিয়ার সংযোজন করে দূর্ঘটনা হ্রাস করা হয়েছে।

৯. মানসম্মত নৌ যান নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়াধীন আছে।

১০. গত ৩০ বছরের ব্যবহৃত পুরাতন প্রচলিত সার্ভে সনদ বর্তমান সময়োপযোগী করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে ।

১১. বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘন্টা এবং এবং ওয়ার্চকিপিং বিধিমালা ২০১১ জারী হয়েছে।

১১. মার্চেন্ট শিপি অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর আওতায় লেভী সংগ্রহ বিধিমালা, ২০১৩ জারী হয়েছে ।

১২. নাবিকদের সিডিসি'র ডাটা বেইজ তৈরী করত: অন-লাইন যাচাই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;

১৩. নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রামে নাবিক ড্রপিং সেন্টার স্থাপন স্থাপন;

১৪. নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি (CoC), সার্টিফিকেট অব প্রফিসিয়েন্সী (CoP) তৈরীর কাজ সম্পাদনের জন্য মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে;

১৬. মেরিটাইম লেবার কনভেনশন-২০০৬ (MLC-2006) এবং সীফেয়ারারর্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (এসআইডি) কনভেনশন (সংশোধিত(,২০০৩ অনুসমর্থন করা হয়েছে;

১৭. আইএমও'র আওতায় প্রতিষ্ঠিত International Mobile Satellite Organization (IMSO) এর মহাসচিব পদে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। ইতোপূর্বে গত ৩২ বছর যাবৎ ইউরোপের প্রতিনিধি আইএমও'র মহাসচিব পদে নিয়োজিত ছিলেন।

১৮. বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী পণ্য পরিবহন সহজ ও পরিবহন সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য এ দু'দেশের মধ্যে কোষ্টাল শিপিং চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ।

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত উন্নয়নের তথ্যসমূহ ঃ

১। আন্তর্জাতিক জলসমীয় চলাচলরত বাংলাদেশী জাহাজসমূহের নিরাপত্তা জন্য Long Range Identification Tracking System (LRIT) প্রবর্তন;

২। বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশী জাহাজে যোগদান ও প্রব্যাবর্তন সহজ করার প্রদত্তMachine Readable Seafarers Identity Document (SID) আরও আধুনিকায়ন ও স্মাট করা হয়েছে;

৩। ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS) প্রকল্প প্রস্তাব গত ১১-৩-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় এলাকায় চলাচলকারী নৌযানসমূহ মনিটরিংসহ নৌ চলাচলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে;

৪। নাবিকদের সিডিসিসহ সকল ধরনের সনদের ডাটা বেইজ তৈরী করতঃ অন-লাইন যাচাই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;

৫। নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রামে নাবিক ড্রপিং সেন্টার স্থাপন;

৬। নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিক ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরণের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি (CoC),সার্টিফিকেট অব প্রফিসিয়েন্সী (CoP) তৈরীর কাজ সম্পাদনের তথ্য মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীর নিকট প্রেরণ করা হচেছ;

৭। সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন ধরণের আবেদন অন-লাইনে গ্রহণ এবং আবেদন নিস্পত্তির পর মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে সেবা গ্রহণের বার্তা প্রেরণ হচেছ;

৮। সেবা গ্রহণকারী প্রদত্ত বিবিধ ফিস অন-লাইনে গ্রহণ করা;

৯। অভ্যন্তরীণ নৌযানের মাষ্টার-ড্রাইভার এবং সমুদ্রগামী জাহাজের কর্মকর্তাদের যোগ্যতা সনদ অন-লাইন যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে;

১০। বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে প্রতিযোগিতা করে ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবার নির্বাচনে International Maritime Organization(IMO) এর কাউন্সিলের 'বি' ক্যাটাগরীর সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছে;

১১। মেরিটাইম লেবার কনভেনশন-২০০৬ (MLC-2006) এবং সীফেয়ারারর্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (এসআইডি) কনভেনশন (সংশোধিত), ২০০৩ অনুসমর্থন করা হয়েছে;

১২। আইএমও'র আওতায় প্রতিষ্ঠিত International Mobile Satellite Organization(IMSO) এর মহাসচিব পদে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। ইতোপূর্বে গত বছর যাবৎ উপরোপের প্রতিনিধি আইএমএসও'র মহাসচিব পদে নিয়োজিত ছিলেন;

১৩। অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী অনিবন্ধিত ছোট নৌযানগুলোকে অধিক পরিমাণে নিবন্ধনের

আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

১৪। ইউরোপীয় কমিশন বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের নাবিকদের যোগ্যতা সনদ স্বীকৃতি প্রদান করেছে;

১৫। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সাথে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;

১৬। নৌনিরাপত্তা তথা নৌপথের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরে নূতন ১৫৮টি পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মঞ্জুরী আদেশ পাওয়া গিয়েছে। যা নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৭। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের অনুকূলে অফিস কার্যাদি পরিচালনার লক্ষে অফিস ভবন স্থাপনের জন্য মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে মোংলা বন্দর এলাকায় ০.৭৫ একর জমির বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। যার মূল্য ববাদ ১৭,৩১,৬৮৬/- টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে;

১৮। সমুদ্র পথে ক্রুজ সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে The Memorandum of Understanding on Passenger & Cruise Services on the Coastal and Passenger Rules between Bangladesh and India মধ্যেস্বাক্ষর হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

১। ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে জিএমডিএসএস প্রজেক্ট গত ১১/৩/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৮-৪-২০১৭ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারিগরি এবং আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদন হয়েছে, ১৬-৬-২০১৭ তারিখ কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংক অনুমোদন করে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবনসহ কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার এবং কক্সবাজার, কুতুবদিয়া ও সেন্টমার্টিনে বিদ্যমান ৩টি বাতিঘর আধুনিকায়নসহ দুবলারচর, কুয়াকাটা, ডালচর ও নিঝুমদ্বীপে আরো ৪টি আধুনিক বাতিঘর নির্মান হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উপকূলীয় এলাকায় জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং ভেসেল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে;

২। Development of Maritime Legeslation of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্প

১. "ন্যাশনাল শিপস্ এন্ড মেকানাইজড বোট্ ডাটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে ।

অগ্রাধিকার কার্যক্রম

১. নৌপরিবহন অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং সিষ্টেম বাস্তবায়ন;
২. অধিদপ্তরের ই-টেন্ডারিং সিস্টেম কার্যকর;
৩. নৌপরিবহন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে আরও ৫৭২টি পদ বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;
৪. মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ;
৫. আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহ সংশোধন এবং নতুন আইন প্রনয়ন ;
৬. সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের জন্য GMDSS প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ সহ উপকূলীয় অঞ্চলে Light House ও Coastal Radio Station স্থাপন ;
৭. Seafarer দের চাকুরীর বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিদেশী জাহাজ মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন ;
৮. অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান বিধিমালাসমূহ যুগোপযোগী করণ;
৯. অভ্যন্তরীণজাহাজের সার্ভে, রেজিষ্ট্রেশন এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন ;

১০. নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তির আওতায় সন্নিবেশিতকরণ ও ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন;

১১. STCW কনভেনশন এর আওতায় বিভিন্ন দেশের সহিত সীফেয়ারারদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা সনদায়ন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহন;

১২. "ন্যাশনাল শিপস্ এন্ড মেকানাইজড বোট্ ডাটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;

১৩. International Mobile Satellite Organization(IMSO) কনভেনশন অনুসমর্থন;

১৪. International Maritime Organization(IMO) কর্তৃক বাংলাদেশে IMSAS অডিট সম্পাদন;

বার্ষিক আয়-ব্যয়

অধিদপ্তরের আয় ঃ (হাজার টাকায়)

২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
৯,৫৬,৮০	১১,৬৬,৬৯	১২,৫৪,৭২	১৩,২৬,৩৭	১২,৯৪,৯৬

অধিদপ্তরের আয় ঃ (হাজার টাকায়)

২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
১৪,৪৩,৩৬	১৮,২১,৫৩	২৯,০৩,৩৪	৩৩,৪৬,১৭	--

অধিদপ্তরের ব্যয় ঃ

২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
৫,৮১,৬৩	৪,৬৩,৩৬	৫,৫৩,১৪	৫,৫৩,৯৮	১৪,৬৩,৩৩

২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
১০,১১,৫২	৯,৩৩,২০	১১,৬৩,৪৫	১৬,১৫,৩৬	--

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মেরিটাইম মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ১০টি বেসরকারী মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের অনুমতি প্রদান এবং এগুলো পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম

১. Ballast Water Management Convention অনুস্বাক্ষর হয়েছে;

২. International Convention on the Control of Harmful Anit-fulling Systems on Ships অনুস্বাক্ষর হয়েছে;

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নৌ-সেক্টরের দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী/ফিশিং/অভ্যন্তরীণ/কোষ্টাল জাহাজে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর দেশের দারিদ্র বিমোচনে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম

১. অধিদপ্তর ও ইহার আওতাধীন সকল কার্যালয়ের ওয়েব সাইট তৈরী করা হয়েছে;

২. নাবিকদের ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে;

৩. "ন্যাশনাল শিপস্ এন্ড মেকানাইজড বোট্ ডাটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব এর DPP এর অনুমোদন কার্যক্রম নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

৪. অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছে;

৫. বাংলাদেশী নাবিকদের অনুকূলে Machine Readable Seafarer's Identity Document (SID) জারী এবং Verification System গড়ে তোলা হয়েছে ।

৬. Long Range Identification and Tracking (LRIT) System চালু করা হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক জলসীমায় অবস্থানরত বাংলাদেশী সমুদ্রগামী জাহাজের অবস্থান জানা সম্ভব হয়;

৭. বিদেশী জাহাজ মালিকদের চাহিদা অনুযায়ী অন-লাইনে বাংলাদেশী যোগ্যতা সনদধারী নাবিকদের সনদের যাচাই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে;

৮. নাবিক হোষ্টেলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে;

৯. সেবা গ্রহনকারী কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আবেদন অন-লাইনে গ্রহণ ও বিবিধ ফিস অন-লাইনে প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;

১০. অধিদপ্তরের কার্যক্রম সরকারের ওয়েব প্রোটালে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;

১১. বেসরকারী মেরিটাইম ইন্সটিটিউটসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে।

রূপকল্প - ২০২১

নৌ আইন বাস্তবায়ন, দক্ষ জনবল তৈরী এবং অটোমেশনের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে Machine Readable Seafarer's Identity Document জারী এবং অন লাইন যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন ;

২. ১০টি বেসরকারী মেরিটাইম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ;

৩. মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নের জন্য GMDSS প্রকল্প গ্রহণ;

৪. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মেরিটাইম সংস্থায় (IMO, ILO, ReCAAP, IOMOU)

সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত করা হয়েছে;

৬. নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান;

৭. অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহের সিটিটেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব লাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে।

সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম

১. নাবিক হোষ্টেলে ৬৪০০ ওয়াটের সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে ।

২. GMDSS প্রকল্পের আওতার যন্ত্রপাতি সৌর বিদ্যুত দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

১. ক্যাডেট হিসাবে মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে মহিলা ক্যাডেটগন সিডিসি জাহাজে চাকুরীতে নিয়োজিত রয়েছেন;
২. অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মচারী নিয়োগের নির্ধারিত কোটা অনুসরণ করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে Machine Readable Seafarer's Identity Document জারী এবং অন লাইন সনদ যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন ;
২. রিভার্সিবল গিয়ার স্থাপন এবং নৌযানের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নৌযান এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে ।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১. দূর্যোগকালীন সময়ে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ফিল্ড অফিসসমূহে কন্ট্রোল রুম স্থাপনের মাধ্যমে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২. GMDSS প্রকল্পের আওতায় কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার নৌযানসমূহকে সচেতন করা এবং জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে

আঞ্চলিক সহযোগিতা

১. Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) এবং Indian Ocean Memorandum of Understanding (IOMOU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে নৌ-সেক্টরে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা হয়েছে ;
২. ভারত, মায়ানমার এবং শ্রীলংকার সাথে কোষ্টাল শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০১৭ সনের জুন পর্যন্ত উন্নয়নের তথ্যাদি

ক্র: নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য	বছর
১	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের অনুকূলে অফিস কার্যাদি পরিচালনার লক্ষে অফিস ভবন স্থাপনের জন্য মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে মোংলা বন্দর এলাকায় ০.৭৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে;	০.৭৫ একর	১৭,৩১,৬৮৬	২০১৬-১৭

২	Machine Readable Seafarers Identity Document (SID) যন্ত্রাংশ আধুনিকায়ন ও আপগ্রেডেশান;	-	২,৫০,০০০,০০	২০১৬-১৭
৩	সরকারী সমুদ্র পরিবহন অফিস চট্টগ্রাম কর্তৃক ইস্যুকৃত নাবিকদের সিডিসিসহ সকল ধরনের সনদের ডাটা বেইজ তৈরী ও অন-লাইন যাচাই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;	-	১,৯৯,০০০	২০১৬-১৭
৪	নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে ইস্যুকৃত সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজে চাকুরীর লক্ষ্যে নাকিকদের যোগ্যতা সনদসহ সকল ধরনের সনদের ডাটা বেইজ তৈরী করতঃ অন-লাইন যাচাইয়ের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট আপগ্রেডেশন বাবদ		১৫,০০০,০০	২০১৬-১৭

১।	Long Range Identification Tracking system প্রবর্তন (LRIT) কম্পিউটার সফটওয়ার		২৭.৭৮	২০১০
২।	Machine Readeble Seafarers' Identity Document (SID) এবং এর উন্নয়ন -দুই সেট মেশিন এবং ইহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রী ও সফটওয়্যার		১.৯৫	২০১০ ২০১৪-১৬
৩।	Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS)	১টি	৩৭১.০০	২০১৪-১৬
৪।	সরকারী শিপিং অফিসের ওয়েব সাইট উন্নয়ন- কম্পিউটার সফটওয়ার		১.৬৫	২০১৪-১৫
৫।	নাবিক ও প্রবাসী কল্যান পরিদপ্তর, চট্রগ্রামে নাবিক ড্রপিং সেন্টার স্থাপন ১টি বিনোদন কেন্দ্রসহ মাইক্রোবাস		৪০.০০	২০১০-১৬
৬।	নাবিক হোস্টেল, চট্রগ্রামে সোলার প্যানেল স্থাপন		১১.৫০	
৭।	নাবিক হোস্টেল, চট্রগ্রামে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন- ১২টি কম্পিউটার	১২টি	১০.৫০	২০১০-১৪
৮।	সনদ অনলাইন ভেরিফিকেশন সিস্টেম প্রবর্তন	১টি	১০.০০	২০১৬
৯।	মেরিটাইম ইন্সটিটিউট অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম	১টি	১৫.০০	২০১৬

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

পরিচিতি

১৯৭২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশ বলে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক নৌ-পথে পনিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করা এবং বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্য নিজস্ব জাহাজ বহর দ্বারা পরিবহন করা। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নৌ-বাণিজ্যের সহায়ক পরিবহন নেটওয়ার্ক এর ভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে সরাসরি তাঁর অধীনে রাখেন। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভের মাত্র ০৪ মাসের মধ্যেই জাহাজ সমৃদ্ধ একটি শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লিখত পরিকল্পনার ধারাবহিকতায় বিএসসি প্রতিষ্ঠার মাত্র ২৯ মাস অর্থাৎ নভেম্বর ১৯৭৪ এর মধ্যে ১৪ টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগৃহীত হয়। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবত সর্বমোট ৩৮টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসসি বহরে ১.৯৬ লক্ষ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৩টি জাহাজ রয়েছে।



জাহাজ বাংলার জয়যাত্রা

পরিচালনা পর্ষদ

১৯৮৯ খ্রিঃ সনে জারীকৃত ২৩নং অধ্যাদেশ মোতাবেক নিম্নোক্ত সাতজন সদস্য নিয়ে বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ গঠিত

মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	পরিচালক

অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসসি	পরিচালক
নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) বিএসসি	পরিচালক
নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি), বিএসসি	পরিচালক
নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য), বিএসসি	পরিচালক

মূলধন

কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ (একশত) টাকা।

কর্পোরেশনের বর্তমানে প্রকৃত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ টাকা ১৩৬ কোটি ১৯ লক্ষ ২০ হাজার। এর মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শেয়ারের পরিমাণ টাকা ৭০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বা ৫২.১০ শতাংশ। বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারের শেয়ারের পরিমাণ টাকা ৬৫ কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার বা ৪৭.৯০ শতাংশ।

ভিশন

জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে এ অঞ্চলে মুখ্য শিপিং কোম্পানীতে উন্নীত হওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

মিশন

আন্তর্জাতিক নৌ-পথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করাসহ এর সাতে সংল্লিষ্ট ও সহযোগী সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

জনবল

অনুমোদিত পদসংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত	শূন্যপদের সংখ্যা
১৫২১	২৮৪	১২৩৭

কার্যাবলী

- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজসমূহ বর্তমানে বাণিজ্যিক ও সুযোগ সুবিধা মাফিক ট্রাম্পিং সার্ভিসের মাধ্যমে সমুদ্র পথে বিভিনন দেশে চলাচল করছে।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিদেশ হতে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল এবং পেট্রোলিয়অম প্রোডাক্টস পরিবহন করছে।
- নানাবিধ সীমাবদ্ধাতার মধ্যে সংস্থার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গত ১৫-০২-২০১৪ তারিখ থেকে এম.ভি. বাংলার শিখা জাহাজটির মাধ্যমে চট্রগাম-মংলা-চট্রগাম রুটে কন্টেইনার পরিবহন (ফিডার সার্ভিস) চালু করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে বিভিন্ন লাইনার সার্ভিসে জাহাজ নিয়োজিত করা।



প্রদত্ত সেবাসমূহ

- জাহাজ ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনপূর্বক জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা;
- সেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ লোকবল সৃষ্টি করা;
- খাদ্যশস্য পরিবহন ও লাইটারেজ এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ;
- জ্বালনি পণ্য আমদানি ও পরবহনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ;
- জাতীয় উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় প্রয়োজনে শিপিং এর সাথে সংশিণ্টস্ট ও সহযোগী অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য

ভবন নির্মাণ

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ২৭-০৭-২০১১ তরিখে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এ ঢাকায় নিজস্ব জমিতে তিনটি বেজমেন্টসহ ২৮তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। -------

জাহাজ ক্রয়

১৯৯১ সালের পর বিগত ২৩ বছর বিএসসি বহরে কোন জাহাজ যোগ হয়নি। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জাহাজ ক্রয়ের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় |Govt. to. Govt ভিত্তিতে ৬টি নতুন জাহাজ ক্রয়েল জন্য ইতোমধ্যে কমার্শিয়াল কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া, নিজস্ব অর্থায়নে আরও ২টি জাহাজ ক্রয়েল কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ

দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর পর ৬.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ আদূনিকীকরণ সংক্রান্ত একটি কর্মসূচীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে ওয়ার্কশপটির কর্মক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সংস্থার জাহাজ মেরামতে সাশ্রয় এবং অন্য সংস্থার জাহাজ মেরামত করে অতিরিক্ত আয়েল পথ সুগম হয়েছে।

শেয়ার বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গত নভেম্বর ২০১১ মাসে প্রতিটি ১০০/- (একশত) মূল্যমানের ৬২ লক্ষ ৭৪ হাজার শেয়র ৪০০/- (চারশত) টাকা প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে বিক্রয় করে শেয়ার বাজার হতে ৩১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে।

জনবল নিয়োগ

দীর্ঘ ১৪ বছর বন্ধ থাকার পর বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দিক নির্দেশনায় বিএসসি'র শোর ব্যবস্থাপনায় ২০১০ এবং ২০১১ সনে ৭৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী (কর্মকর্তা ২১+ কর্মচারী ৫৬) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশে এবং দুইজন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

২০০৮ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া বিশ্ব মন্দার বিরূপ প্রভাবে আন্তর্জাতিক শিপিং ট্রেডে ধ্বস নামে এবং সেই সঙ্গে জাহাজ ভাড়া সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস পায়। ফলে কর্পোরেশনের আয় অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি জাহাজী কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে যন্ত্রাংশের দুষ্প্রাপ্যতা ও উচ্চমূল্য, জাহাজ মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ খরচ এবং আন্তর্জাতিক শিপিং এ নিত্য নতুন বিধি সংযোজিত হওয়ায় কর্পোরেশনের জাহাজ পরিচালনা ব্যয় অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। এ প্রতিকূল পরিবেশে অতি পুরাতন জাহাজবহর দিয়ে শিপিং বাণিজ্যে সফলভাবে টিকেথাকার স্বীকৃতি হিসেবে স্পেনে মাদ্রিদস্থ গ্লোবাল লিডারস ক্লাব কর্তৃক বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে গত ৫ই নভেম্বর ২০১২ স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত এক আগম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে "ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর লিপারশিপ ইন ইমেজ এন্ড কোয়ালিটি" সম্মাননা দেয়া হয়।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকায় ২৫ তলা বি এস সি টাওয়ার এর শুভ উদ্বোধন করেন।

চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

ঢাকায় কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণকল্পে ১৯৮১ সালে প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরপর দীর্ঘ ৩০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ভবনের পরও ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় ঢাকায় ভবন নির্মাণের উদ্যোগ ও কার্যক্রম জোরদার করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ২৭-০৭-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর ঢাকায় নিজস্ব জমিতে তিনটি বেজমেন্টসহ ২৮তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে ঢাকায় "বিএসসি টাওয়ার" নির্মিত হয়েছে। এ ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬৩.০৬ কোটি টাকা।

চীন সরকারে Preferential/Concessional Loan এর অধীনে ৬টি নতুন জাহাজ ক্রয়

চীন সরকারের আলোচ্য ঋণের অধীনে Govt. to Govt ভিত্তিতে ৬টি নতুন জাহাজ (৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার ও ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার) ক্রয়েল লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০১১ হতে কার্যক্রম শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Machinery Imp. & Exp, Corp. (CMC),

China এর সাথে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখে Commercial Contract/Shipbuilding Contract স্বাক্ষরিত হয়। ৬টি জাহাজের মধ্যে 'বাংলার জয়যাত্রা' নামক একটি জাহাজ ২০১৮ সালের জুলাইতে বিএসসির বহরে যুক্ত হয়েছে।আরো ৩টি জাহাজ ২০১৮ এবং বাকি দু'টি জাহাজ ২০১৯ সালের মধ্যে বিএসসির বহরে যুক্ত হবে।

বিএসসি'র বিজস্ব অর্থায়নে ১টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার ক্রয়

বিএসসি'র নিজস্ব অর্থায়নে একটি অনুর্ধ্ব ১০ বছরের পুরাতন ন্যূনতম ৩৪০০০ বিআইডব্লিউটি সম্পন্ন একটি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্গার ক্রয়ের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু পর পর ৩ বার দরপত্র আহ্বান করেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। চতুর্থবার দরপত্র আহ্বান করা হলে ৩টি Responsive দরপত্র পাওয়া যায়। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উক্ত দরপত্রসমূহ বর্তমানে মূল্যায়নাধীন আছে।

জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটি মাদার ট্যাংকার ক্রয় ও পরিচালনা

জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটি অনুর্ধ ১০ বছরের পুরাতন ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন মাদার ট্যাংকার ক্রয় ও পরিচালনার লক্ষ্যে Expression of Interest (EOI) ও পরবর্তীতে Request for Proposal (RFP) এর মাধ্যমে ৪টি প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের পর ১ম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে বর্তমানে নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

বিএসসি'র জন্য আগামী ২০১১ সাল নাগাদ বিভিন্ন সাইজ ও আকারের মোট ২১টি জাহাজ ক্রয়েল পরিকল্পনা রয়েছে। তম্মধ্যে উপরোল্লিখিত জাহাজে ক্রয় সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ব্যবসায়িক চাহিদার আলোকে পর্য়ায়েক্রমে অন্যান্য জাহাজ ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তদনুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হবে:

- ১টি ৩০,০০০-৩৫,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ক্রুড অয়েল লাইটারেজ অয়েল ট্যাংকার ক্রয়।
- ৩টি ৯০০-১২০০ টিইইউএস ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয়।

অগ্রাধিকার কার্যক্রম

- চীন থেকে ৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- নিজস্ব অর্থায়নে ১টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্নপূর্বক অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- নিজস্ব অর্থায়নে ১টি লাইটারেজ ট্যাংকার ক্রয় সংক্রান্ত ডিপিপি প্রেরণসহ পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- বিএসসি বহরের জাহাজগুলো মেরামতপূর্বক বাণিজ্যে নিয়োজিতকরণ;
- বিএসবি বহরের অত্যধিক পুরাতন জাহাজগুলো পর্যায়ক্রমে বিক্রয়করণ;
- দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পণ্য জ্বালানী তেল পরিবহন ও লাইটারেজ এর সাথে বিএসসি সরাসরি জড়িত। কিন্তু বিএসসি বহরের Single Hull বিশিষ্ট লাইটারেজ ট্যাংকার এম.টি বাংলার জ্যোতি ও এম.টি.

বাংলার সৌরভ প্রায় ২৮ বছরের পুরাতন এবং বর্তমানে IMO এর অনেক বিধি-বিধান মেনে চলতে পারছেনা। যে কোন সময় কোন দূর্ঘটনা/অঘটন ঘটলে এর দায় পুরোপুরি বিএসসির ওপরে বর্তাবে। এ অবস্থায়, উক্ত জাহাজ ২টি জরুরিভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

বার্ষিক আয় ব্যয়

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০০১-২০০২ হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি নিম্নরূপ

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০৮-৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	-১০.২৬
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪
২০১০-১১	২৭৬.১৪	২৭৪.৩১	১.৮৩
২০১১-১২	৩০৭.০৯	৩০৫.৬৩	১.৪৬
২০১২-১৩	৩২৮.৬০	৩২৬.৯৭	১.৬৩
২০১৩-১৪ (মার্চ পর্যন্ত)	২৫৯.৭৫	২৩৫.৭৬	২৩.৯৯
২০১৪-১৫	--		
২০১৫-১৬	--		
২০১৬-১৭	--		
২০১৭-১৮	--		

মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসির) কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম

- বিএসসির জাহাজ যেন সমুদ্র এবং কর্ণফুলী নদীর পানিকে দূষিত করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপের বর্জ্য যাতে নদীল পানিকে দুষিত করতে না পারে সে জন্য ওয়ার্কশপ সংশিলিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সংশিলিষ্ট কর্মকর্তা ইতোমধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসহ জ্বালানি, সার ও খাদ্যশস্য পরিবহন ছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থে গ্ররুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসে। প্রচুর লোকবল শিপিং ব্যবসা, জাহাজ চালান, মেরামত-রক্ষঅণাবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। কাজেই কর্পোরেশন দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম

- সংস্থার কর্মকান্ড ও তথ্যাদি একটি ডাইনামিক ওয়েব সাইটের সাধ্যমে জনসম্মুখ প্রকাশ করা হচ্ছে।
- নিজস্ব ডোমেইন এর মাধ্যমে মেইল বার্তা আদান প্রদান করা হচ্ছে, যাতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্পোরেশনের তথগত নিরাপত্তা ও পরিচিতি নিশ্চিত করা যায়।
- কর্মকতা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- সংস্থার সকল কর্মকর্তাদের ডেস্কে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার পর্যায়ক্রমে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- সংস্থার কর্মকান্ডে কম্পিউটার বেইজড অফিস ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Enterprise Respurce Planning (ERP) সফটওয়্যার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

রূপকল্প-২০১১

সরকারের রূপকল্প -২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিএসসি'র জন্য বিভিন্ন সাইজ ও আকারের নিম্নোক্ত জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে:

- ২টি মাদার ট্যাংকার;
- ৪টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার;
- ৮টি বাল্ক ক্যারিয়ার;
- ৪টি সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ;
- ১টি ক্রুড অয়েল লাইটারেজ ট্যাংকার;
- ২টি অন্যান্য উপযোগী জাহাজ।
- বিএসসি'র ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনাসহ নিজস্ব জমিতে বহুতল অফিস-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

- বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ আধুনিকায়নসহ অন্যান্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

সরকারি নির্দেশমতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটায় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

দুর্যোগকালীন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজসমূহ নিরাপদে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, দুর্যোগ পরবর্তী বিদেশ থেকে খাদ্য ত্রাণ সামগ্রী আনয়নের ক্ষেত্রেও বিএসসি'র জাহাজসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা

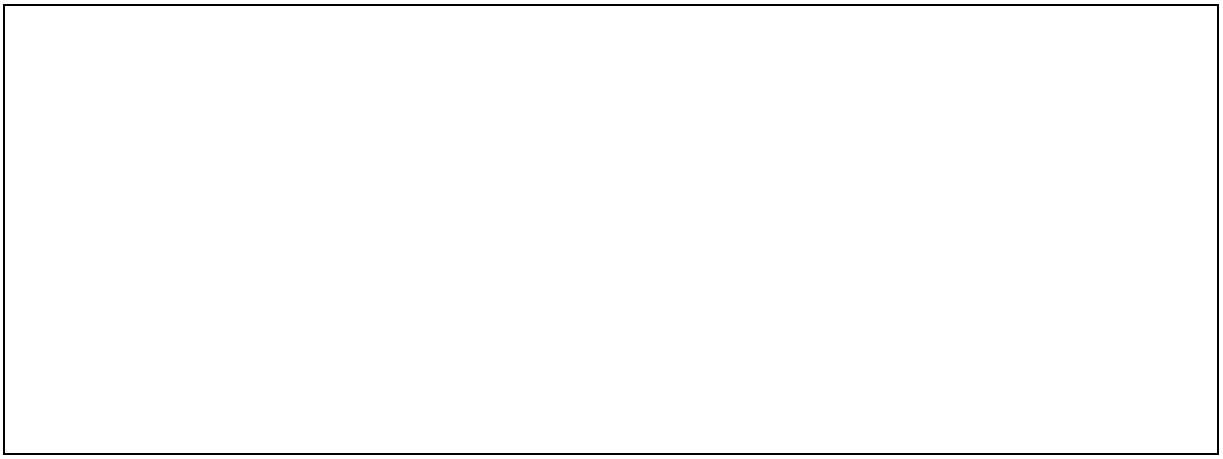
বিএসসির জাহাজগুলো সার্ক দেশসমূহসহ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে চলাচল করছে এবং পণ্য পরিবহন করছে, যা উল্লেখিত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করছে।



বিএসসি'র বহরে ৬টি নতুন জাহাজ (৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার ও ৩টি প্রোডাক্ট ওয়েল ট্যাংকার) ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সিএমসি এবং বিএসসি'র মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর।

২০০৯ থেকে ২০১৭ সনের জুন পর্যন্ত উন্নয়নের তথ্যাদি :

ক্র: নং	নির্মান/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য	বছর
১।	মধ্যময়োদী বাজেটের আওতায় "বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ" শীর্ষক কর্মসূচী বাস্তবায়ন		৮,৪১,৬৫,০০০	২০১০-১৩
২।	নিজস্ব অর্থায়নে "বিএসসি'র ঢাকাস্হ নিজস্ব জমিতে একটি ২৫তলা ভবন নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন		৬৩,০৬,১৮,০০০	২০০৭-১৬
৩।	চীনের Preferential loan এর অধীনে "৬(ছয়)টি নতুন জাহাজ ক্রয় (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডবি-উটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) " শীর্ষক প্রকল্প। গত ০৭-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একনেকে সভায় প্রকল্প প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। শীঘ্রই ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে মর্মে আশা করা যায়।	৬টি	১৮৪৩৫৮০১ (লক্ষ টাকা)	২০১৫-১৮
	বৈদেশিক অর্থায়নে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ ঃ- ০২টি নতুন প্রতিটি ৩০,০০০ - ৩৫,০০০ ডিডবিণ্টউটি সম্পন্ন কেমিক্যাল/ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়। ০২টি নতুন প্রতিটি ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ ডিডবিণ্টউটি সম্পন্ন মাদার ট্যাংকার ক্রয়। ১০টি নতুন প্রতিটি ৮,০০০-১০,০০০ ডিডবিণ্টউটি সম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয়। ০৪টি নতুন প্রতিটি ১২০০-১৫০০ টিউজ সম্পন্ন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয়। ০২টি নতুন প্রতিটি কমপক্ষে ৮০,০০০ডিডবিণ্টউটি সম্পন্ন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার(ডিজেল পরিবহনের জন্য)ক্রয়। ০৬টি নতুন প্রতিটি কমপক্ষে ৮০,০০০ ডিডবিণ্টউটি সম্পন্ন মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (কয়লা পরিবহনের জন্য) ক্রয়। নিজস্ব অর্থায়নের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ঃ- কমপক্ষে ৩৪,০০০ ডিডবিণ্টউটি সম্পন্ন একটি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল/কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়"			
৪।	বিএসসি আন্তর্জাতিক শিপিং ট্রেডে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা এবং সর্বশেষ বিরাজমান বিশ্ব মন্দার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে তা টিকিয়ে রাখার সফলতার জন্য বিগত ৫ই নভেম্বর, ২০১২ সালে স্পেনের মাদ্রিদস্থ গ্লোবাল লিডার্স ক্লাব কর্তৃক "International Award for Leadership in image and quality" সম্মননা অর্জন করেছে।			



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

➢ পরিচিতি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশন ও অন্যান্য ৯টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে রাষ্ট্রপতির ২৮নং আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এ সংস্থা ১৮৯ টি জলযানের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

➢ ভিশন

অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং যানবাহন পারাপার।

➢ মিশন

নৌ-পথে যাত্রীবাহী জাহাজ ও পণ্যবাহী জলযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড ও দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে নিরাপদ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন এবং নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষায় দক্ষ ফেরি সার্ভিস পরিচালনা।

কার্যাবলী

- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং ও নৌ পরিবহনের ব্যবস্থা করা এবং উক্ত শিপিং ও নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ও সহায়ক সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।
- জলযান সংগ্রহ, চার্টার দেয়া, সংরক্ষণ অথবা বিক্রয় করা।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ পথে তেলবাহী ট্যাংকার পরিচালনা করা।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথে লাইটারেজসহ যাত্রী ও পণ্যবাহী জলযান পরিচালনা করা।
- ফেরি সার্ভিস পরিচালনা করা।
- ডকইয়ার্ড এবং মেরামত ওয়ার্কশপ স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষণ করা।
- উপর্যুক্ত বিষয়ের সাথে সংশিস্নষ্ট ও সহায়ক অন্যান্য সকল কার্যাদি সম্পাদন করা।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ জুলাই ২০১৫ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এম.ভি.মধুমতি জাহাজের উদ্বোধন করেন

➢ কর্ম কৌশল পরিকল্পনা

- ফেরি সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মান বৃদ্ধির জন্য নতুন ও আধুনিক রো রো ফেরি, কে-টাইপ ফেরী , ইউটিলিটি টাইপ-১ ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/সংগ্রহ।
- অভ্যন্তরীণ রুটে ঐতিহ্যবাহী রকেট স্টীমার পরিচালনার পাশাপাশি নতুন ও আধুনিক দ্রুতগামী জলযান নির্মাণ/সংগ্রহ।
- নৌ-পথে দেশের অভ্যন্তরে কন্টেইনার পরিবহণের জন্য কন্টেইনারবাহী জাহাজ নির্মাণ/সংগ্রহ।

- ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার নৌপথে অধিক সংখ্যক ওয়াটার বাস সংযোজন।
- উপকূলীয় এলাকায় যাত্রীবাহী জাহাজ ও সী-ট্রাকের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি এবং পুরাতন জাহাজ প্রতিস্থাপন।
- বিআইডব্লিউটিসির ডকইয়ার্ড সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন।
- বিভিন্ন ঘাট ও স্টেশনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সুবিধা বৃদ্ধি।
- সকল কার্যক্রমে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত।
- জনগণের চাহিদা ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বিবেচনা করে নতুন নতুন রুটে সার্ভিস প্রবর্তন।
- কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বিভিন্ন জমি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন।
- ক্রুজ ভেসেল পরিচালনা।
- নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত ডকইয়ার্ডসমূহের উন্নয়ন, অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন স্লিপওয়ে স্থাপন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

➢ পরিচালনা পর্ষদ

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যানএবং অনধিক অন্য চার জন পরিচালক নিয়ে বিআইডব্লিউটিসির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

➢ বিআইডব্লিউটিসির জনবল কাঠামো

- ১৯৯৫ সালেপরিক্ষামূলকভাবে চালুর জন্য অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৪৭৮০ জন। তন্মধ্যে শোর কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ২১৩১ জন এবং জাহাজের নাবিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা ২৬৪৯ জন। ১৩/০৯/২০১৭ এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমান অবস্থান ২৭০০ জন (শোর কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৪৭৩ জন এবং জলযানের নাবিক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৬৯৩ জন)। জনবলের একটি সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

শ্রেণী	**অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম ১৯৯৫**			**জনবলের অবস্থান সেপ্টেম্বর, ২০০৯**				**জনবলের অবস্থান সেপ্টেম্বর, ২০১৭**			
	শোর	জাহাজ	মোট	শোর	জাহাজ	মোট	শূণ্য	শোর	জাহাজ	মোট	শূণ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
প্রথম	১৭০	-	১৭০	১২০	-	১২০	৫০	১৪৫	-	১৪৫	২৫
দ্বিতীয়	১২৮	৩১০	৪৩৮	৮২	১৮৩	২৬৫	১৭২	১৮৭	২১৪	৩০১	১৩৭
মোট	২৯৮	৩১০	৬০৮	২০২	১৮৩	৩৮৫	২২৩	২৩২	২১৪	৪৪৬	১৬২
তৃতীয় শ্রেণী	১২৬২	১০৩০	২২৯২	৮২৮	৬২৬	১৪৫৪	৮৩৮	৮০১	৫৯৬	১৩৯৭	৮৯৫
চতুর্থ শ্রেণী	৫৭১	১৩০৯	১৮৮০	৩৯৫	৯৩০	১৩২৫	৫৫৫	২৭৩	৫৮৪	৮৫৭	১০২৩
মোট	১৮৩৩	২৩৩৯	৪১৭২	১২২৩	১৫৫৬	২৭৭৯	১৩৯৩	১০৭৪	১১৮০	২২৫৪	১৯১৮
সর্বমোট	**২১৩১**	**২৬৪৯**	**৪৭৮০**	**১৪২৫**	**১৭৩৯**	**৩১৬৪**	**১৬১৬**	**১৩০৬**	**১৩৯৪**	**২৭০০**	**২০৮০**

বিঃদ্রঃ কলাম-১২ এ প্রদর্শিত শূণ্য পদ ২০৮০ এর বিপরীতে **"কাজ নাই মজুরী নাই"** অস্থায়ী ভিত্তিতে ৫২৫ জন কর্মরত আছে। সে হিসেবে (২০৮০-৫২৫) = ১৫৫৫ টি পদ সম্পূর্ণশূণ্য রয়েছে।

- ২০০৯ সাল হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ৫১ ক্যাটাগরির পদে বিআইডব্লিউটিসিতে কর্মকর্তা/ কর্মচারী পদে সর্বমোট ৬২৮ জন লোকবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
  উল্লেখ থাকে যে, ২০০৯ সাল হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ৬২৮জন জনবল নিয়োগ করার পরও অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ শূণ্য রয়েছে। শূণ্য পদের বিপরীতে পর্যায়ক্রমে লোকবল নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

  মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে সিস্টেম এনালিস্টের ১টি পদ, গ্রীজার এর ১৩৯ টি পদ এবং অফিস সহকারি কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর ১৬টি পদসহ সর্বমোট ১৫৬ টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

  বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদে আরও ৭৮৬টি শূণ্য পদের বিপরীতে লোকবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি'র কার্যক্রমঃ

সংস্থারমূল কার্যক্রম নিমেণাক্ত ৪টি ইউনিটের মাধ্যেমে পরিচালিত হয়ঃ

১) ফেরি সার্ভিস ইউনিট
২) প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ইউনিট
৩) কার্গো সার্ভিস ইউনিট
৪) শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইউনিট

➢ সংস্থার প্রদত্ত সেবাসমূহ

❖ ফেরী সার্ভিস

১) পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া
২) পাটুরিয়া-কাজিরহাট
৩) শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ী
৪) চাঁদপুর-শরীয়তপুর
৫) ভোলা-লক্ষ্মীপুর
৬) লাহারহাট-ভেদুরিয়া
৭) আবুপুর-মৃধারহাট
৮) মতলব-গজারিয়া
(ক্রমিক-২, ৭ ও ৮ এ বর্ণিত রুটসমূহ সাময়িক বন্ধ রয়েছে)



২০১১ সালে বাংলাদেশে নির্মিত ১ম রো রো ফেরি 'বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমিন'



২০১৫ সালে বাংলাদেশে নির্মিত অত্যাধুনিক রো রো ফেরী ভাষা সৈনিক ডাঃ গোলাম মওলা

❖ নিম্নোক্ত রুটসমুহে ফেরি সার্ভিস চালু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ

১) বাহাদুরাবাদ-বালাসী ঘাট
২) বেকুটিয়া-কুমিরমারা
৩) চরখালী-টগরা
৪) বামনা-বদনীখালী (বরগুনা)
৫) পাথরঘাটা-নিশানবাড়ী (বরগুনা)
৬) দোহার-চরভদ্রাসন (ঢাকা-ফরিদপুর)
৭) বন্যাতলী-চরকাজল (পটুয়াখালী)
৮) মংলা-লাউডুবা



শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী প্যাভেল স্টিমার 'পিএস 'অস্ট্রিচ'

❖ যাত্রীবাহী সার্ভিস

অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী সার্ভিসঃ

১) ঢাকা-বরিশাল- মোড়েলগঞ্জ রকেট সার্ভিস
২) ঢাকা-বরিশাল- মোড়েলগঞ্জ-খুলনা রকেট সার্ভিস (প্রতি বুধবার)
৩) ঢাকা (বাদামতলী)- গাবতলী ওয়াটার বাস সার্ভিস
৪) নারায়ণগঞ্জ-টঙ্গী ওয়াটার বাস সার্ভিস



❖ **উপকূলীয় যাত্রীবাহী সার্ভিসঃ**
(পাবলিক সার্ভিস অবলিগেশন)

১। চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া স্টীমার সার্ভিস

২। চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল স্টীমার সার্ভিস (সাময়িক বন্ধ)

৩। কুমিরা-গুপ্তচরা এলসিটি/ সী-ট্রাক সার্ভিস

২০০২ সালে চীন হতে আমদানীকৃতউপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ- এম. ভি. বার আউলিয়া

৪। টেকনাফ-সেন্টমার্টিন পর্যটক সার্ভিস

(শীতকালে-নভেম্বর-মার্চ)

সী-ট্রাক সার্ভিসের রুটসমূহঃ

১) বয়ারচর-হাতিয়া
২) চরচেঙ্গা-বয়ারচর
৩) মনপুরা-শশীগঞ্জ
৪) বরিশাল-মজুচৌধুরীরহাট
৫) ইলিশা-মজুচৌধুরীর হাট
৬) কুমিরা-গুপ্তচরা

❖

কার্গো সার্ভিস

বিআইডব্লিউটিসির কার্গো বহরে বিভিন্ন ধরণের কোষ্টার, ট্যাংকার, বার্জসহ ৩৬টি জলযান রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি জলযান চার্টারে নিম্নলিখিত রুটসমূহে কার্গো পরিবহন করে থাকেঃ

১) চট্টগ্রাম- ঢাকা
২) চট্রগ্রাম- নারায়নগঞ্জ
৩) চট্রগ্রাম-মংলা/খুলনা
৪) ঢাকা-মংলা
৫) নারায়নগঞ্জ- মংলা
৬) নারায়নগঞ্জ-আশুগঞ্জ
৭) নারায়নগঞ্জ- মংলা
৮) নারায়নগঞ্জ- কলকাতা (ভারত)
৯) খুলনা-কলকাতা (ভারত)



অয়েল ট্যাংকার

❖ শিপ রিপেয়ার সার্ভিস

১. নারায়নগঞ্জে বিআইডব্লিউটিসির ৪টি ডকইয়ার্ড এবং ১টি ফ্লোটিং ডক রয়েছে। এ সমস্ত ডকইয়ার্ডে বিআইডব্লিউটিসির জলযান বহরের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, বার্ষিক মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখিত ডকইয়ার্ড সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন ও লাভজনকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।



১৯৪৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্মিত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শীতলক্ষ্যা নদীতে স্থাপিত বিআইডব্লিউটিসি'র একমাত্র ভাসমান ডক

২. জরুরী মেরামত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আরিচা, মাওয়া, খুলনা, বরিশাল, চট্রগ্রাম, চাঁদপুর ও ঢাকা ঘাটে ঘাঁটি কারখানা রয়েছে। এ সকল কারখানায় সার্ভিসে নিয়োজিত জলযানসমূহের ত্রুটি তাৎক্ষণিক মেরামতের মাধ্যমে সার্ভিস অব্যাহত রাখা হয়।

৩. নারায়নগঞ্জে বিআইডব্লিউটিসির একটি ফাইবার গ্লাস ফ্যাক্টরী রয়েছে যেখানে ফাইবার গ্লাস দিয়ে স্পীডবোট হাল, হেলমেট, চেয়ার এবং বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র তৈরী করার সুবিধাদি রয়েছে।

❖ বিআইডব্লিউটিসি'র ৪টি ডকইয়ার্ড এর বিবরণঃ

বিবরণ	ডকইয়ার্ড নং-১	ডকইয়ার্ড নং-২	ডকইয়ার্ড নং-৩	ডকইয়ার্ড নং-৪
১	২	৩	৪	৫
অবস্থান	সোনাচরা, নারায়ণগঞ্জ	ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ	নবীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	নবীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
নির্মাণ সাল	১৯২০	১৯৫৬	১৯৫২	১৯৫৮
স্লিপওয়ের দৈর্ঘ্য	১২২ মিটার	৯০.২০মিটার		১২০ ফিট
স্লিপওয়ের প্রস্থ	৬৭ মিটার	৫৮.০৫মিটার		৬০ ফিট
উত্তোলন ক্ষমতা	৫০০ টন(অরিজিনাল)	১,০০০ টন(অরিজিনাল)	১৫০ টন(ইলেকট্রিক্যাল) ৫০ টন (ম্যানুয়াল)	৫০ টন (ম্যানুয়াল)
জমির আয়তন	১৩.৩৪ একর	১৮.৯৮ একর	৪.৮৪ একর	০.৮৮ একর

❖ বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে সহায়ক হিসেবে সাম্প্রতিককালে সংযোজিত ওয়েব্রীজ স্কেল ও রেকার এর বিবরণঃ

পাটুরিয়া, শিমুলিয়া (মাওয়া) ও চাঁদপুর ফেরি সেক্টরের উভয় প্রান্তে ২০১৩-২০১৫ সময়কালে ৭.৬৩কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যায়ক্রমে ৬টি ওয়েব্রিজ স্কেল সংগ্রহপূর্বক স্থাপন করা হয়েছে। ওয়েব্রীজ চালুর সুফল হিসেবে ইতোমধ্যেই সংস্থার আয় বৃদ্ধি পেতে শুরম্ন করেছে। পাশাপাশি ফেরীতে ওভারলোডেড ট্রাক পারাপার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৭ সালে .....কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ২টি ওয়েব্রীজ স্কেল সংগ্রহ করা হয়েছে। স্কেল ২টি ভোলা ও পাটুরিয়া ঘাটে স্থাপনের কাজ চলছে।



১০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি রেকার সংগ্রহপূর্বক পাটুরিয়া, শিমুলিয়া, চাঁদপুর, চরজানাজাত, লাহারহাট ও ভোলা ফেরি ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। সংগৃহীত রেকারগুলো ফেরি ঘাটে, এপ্রোচ রম্নটে ও ফেরি'তে বিকল হয়ে যাওয়া যানবাহন উদ্ধার এবং নিরবচ্ছিন্ন ফেরি সার্ভিস প্রদানে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।



সংস্থার ইউনিট ভিত্তিক জলযানের বিবরণ (সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

সার্ভিসের নাম	বাণিজ্যিক জলযান	সহায়ক জলযান	মোট
(ক) ফেরি সার্ভিসঃ			
১। ফেরি	৫০	১৭	৬৭
২। টাগ	১২	-	১২
মোট (ক)	৬২	১৭	৭৯
(খ) প্যাসেঞ্জার সার্ভিসঃ			
১। প্যাডেল ষ্টীমার	৪	১৫	১৯
২। ইনল্যান্ড মটর ভেসেল	২	-	২
৩। কোষ্টাল ভেসেল	৩	-	৩

৪। এল.সি.টি ভেসেল	১	-	১
৫। পর্যটক বাহী জাহাজ (এম.ভি. সোনারগাঁ)	১	-	১
৬। সী-ট্রাক	১৪	-	১৪
৭। ওয়াটার বাস/ ট্যাক্সি	১৩	-	১৩
মোট (খ)	৩৮	১৫	৫৩
(গ) কার্গো সার্ভিসঃ	২৮	৮	৩৬
(ঘ) জাহাজ মেরামত সার্ভিসঃ	-	১৩	১৩
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	১২৮	৫৩	১৮১

➢ ২০০৯ সাল হতে বিআইডব্লিউটিসি'র উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য

❖ যাত্রীবাহী সার্ভিসঃ

১) ১৮.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ **'এম.ভি আব্দুল মতিন'**ও**'এম.ভি মনিরুল হক'**পুনর্বাসন করা হয়েছে।

২) ৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯-২০১০ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৩) ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকূলীয় অঞ্চল ও ঝুঁকিপূর্ণ রুটে পরিচালনার জন্য জুন, ২০১০ এ ৪টি যাত্রীবাহী সী-ট্রাক নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৪) ৫.৬১ কোটি ব্যয়ে উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ **'এম.ভি বারো আউলিয়া'র'** পুনর্বাসন কাজ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এ সম্পন্ন হয়েছে।

৫) দীর্ঘ ৬৩ বছর পর অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ঢাকা-বরিশাল-খুলনা রুটে পরিচালনার জন্য ৫৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ **'এম.ভি বাঙালি'** ও **এম.ভি 'মধুমতি'** নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৬) ঢাকা শহরের সড়ক পথে যানজট হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃত্তাকার নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের জন্য ৯.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি ওয়াটার বাস নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৭) **১ মে ২০১৫ হতে ঢাকা-বরিশাল-মোড়েলগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস কার্যকর করা হয়েছে।**

৮) **১১ জুন ২০১৫ তারিখ হতে মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলার মধ্যে গোমতী নদীতে মতলব-গজারিয়া ফেরি সার্ভিস এবং ১৫ অক্টোবর ২০১৫ হতে আবুপুর-মৃধারহাট ফেরি সার্ভিস চালু করা হয়েছে।**



কে-টাইপ ফেরি 'ক্যামেলিয়া'

২০০৯ থেকে ২০১৭ সনের জুন পর্যন্ত উন্নয়নের তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	নির্মাণ/ ক্রয়/ সংগ্রহ/ উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (প্রকৃত ব্যয়)	বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	ইউটিলিটি টাইপ-১ ফেরি (অপরাজিতা ও দোলনচাঁপা)	২ টি	১১৬২.৪০	নভেম্বর, ২০১০
২.	কে-টাইপ ফেরি (কিষাণী ও কাবেরী)	২ টি	১৬৪৬.০০	জুলাই, ২০১১
৩.	রো রো ফেরি (বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন)	১ টি	২৪৮৮.০৪	আগষ্ট, ২০১১
৪.	কে-টাইপ ফেরি (কলমিলতা/ কনকচাঁপা)	২ টি	১৫১৬.০০	জুন, ২০১৩
৫.	**ইউটিলিটি টাইপ-১ ফেরি**	৭ টি	৫০২৫.১৩	
	মাধবীলতা ও বনলতা	২টি		ফেব্রুয়ারী, ২০১৪
	কৃষ্ণচূড়া ও হাসনাহেনা	২টি		এপ্রিল, ২০১৪
	রজনীগন্ধা, শাপলা শালুক ও চন্দ্রমল্লিকা	৩টি		জুন, ২০১৪
৬.	কে-টাইপ ফেরি (ক্যামেলিয়া)	১ টি	৭৮৭.৪৪	এপ্রিল, ২০১৫
৭.	কে-টাইপ ফেরি (কুসুমকলি)	১ টি	৭৯৫.০৪	জুন, ২০১৫
৮.	রো রো ফেরি (ভাষা সৈনিক ড. গোলাম মওলা)	১ টি	২৪৬৮.৬৭	জুন, ২০১৫
	মোট ফেরি সংগ্রহ	**১৭টি**		
১.	ইউটিলিটি টাইপ-১ পন্টুন	২ টি	২১৬.২৬	নভেম্বর, ২০১০
২.	রো রো পন্টুন	১ টি	৪৭৮.৩১	আগষ্ট, ২০১১
৩.	ইউটিলিটি টাইপ-১ পন্টুন	৪ টি	২৮১.২০	আগষ্ট, ২০১২
৪.	রো রো পন্টুন	১ টি	৩১৮.০০	জুন, ২০১৪
	মোট পন্টুন সংগ্রহ	**৮টি**		

নোট ঃ **ফেরি ঘাটে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ মোকাবেলার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন ধরণের ১৭টি ফেরি ও ৮টি পন্টুন নির্মাণপূর্বক বিভিন্ন ফেরি ঘাটে স্থাপন/ নিয়োজিত করা হয়।**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	নির্মাণ/ ক্রয়/ সংগ্রহ/ উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (প্রকৃত ব্যয়)	বছর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	সী-ট্রাক	৪ টি	১৬২৬.৯৯	অক্টোবর, ২০১০
২.	অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ (এম ভি বাঙালি)	১ টি	২৬৯৫.২৮	মার্চ, ২০১৪
৩.	অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ (এম ভি মধুমতি)	১ টি	২৬৫৮.৫৩	মে, ২০১৫
৪.	ঘাট পন্টুন	২ টি	৪৭৩.৮৫	জুন, ২০০৯
মোট যাত্রীবাহী জলযান সংগ্রহ				
১.	ওয়াটার বাস	২ টি	১১১.৫০	আগষ্ট, ২০১০
২.	ওয়াটার বাস	৪ টি	৩৪৫.১৮	জুন, ২০১৩
৩.	ওয়াটার বাস	৬ টি	৫১১.৬০	নভেম্বর, ২০১৪
	সর্বমোট	**৪৫ টি**		

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম

➢ ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর হতে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ৪ (চার) হাজারের বেশি মেরিন ক্যাডেট তৈরি করেছে এই একাডেমী। ১৯৬২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ড় প্রতি ব্যাচে গড়ে ৫০ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ধাপে ধাপে প্রতি ব্যাচের ক্যাডেট সংখ্যা ৫০ থেকে ২৭৫-এ উন্নীত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের পর থেকে বিভিন্ন পেশাদার প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে আরো প্রায় ৪০,০০০-এর বেশি সংখ্যক মেরিন অফিসার ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারকে উচ্চতর ও সহায়ক প্রশিক্ষণ (প্রিপারেটরী ও অ্যান্সিলারী কোর্স) প্রদান করা হয়েছে।

➢ একাডেমীর প্রশিক্ষণমান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও খ্যাতি অর্জন করায় IMO (International Maritime Organization) ১৯৯০ সালে একাডেমীকে World Maritime University, Malmo, Sweden-এর শাখার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। একাডেমীতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে GMDSS সিমুলেটর, RADAR & ARPA সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া STCW এর প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসারে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, সিম্যানশিপ সেন্টার, ফায়ার ফাইটিং স্কুল, লাইব্রেরী, ট্রেনিং লেক, সুইমিং পুল, কম্পিউটার ল্যাব ও অডিও ভিজ্যুয়েল যন্ত্রপাতি স্থাপন করে একাডেমীকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার স্বীকৃতি-স্বরূপ ২০০০ সালে বাংলাদেশ IMO White List-এ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, ২০১৩-২০১৭ সাল সময়ের জন্য একাডেমির কমান্ড্যান্ট নৌপ্রকৌ. ড. সাজিদ হোসেন বাংলাদেশী হিসেবে এই প্রথম World Maritime University, Malmo, Sweden-এর Board of Governors-এরএকজন Governor নির্বাচিত হয়েছেন এবং ২০১৬ সনে তিনি IMO (International Maritime Organization)-এর একজন 'মেরিটাইম এ্যাম্বাসেডর' নির্বাচিত হয়েছেন। যা বাংলাদেশ সরকার এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য অনন্য গৌরব।

➢ বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধীভুক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদেরকে ৪(চার) বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সাইন্স (বিএমএস) ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, একাডেমীর পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ জাহাজের ক্যাপ্টেন ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেশী ও বিদেশী জাহাজে কর্মরত থেকে দেশের জন্য সুনাম ও প্রতি বছর প্রায় ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে, যা দেশের দারিদ্র বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, একজন মেরিনার গড়ে ২০ বছরের পেশাগত জীবনে দেশের জন্য ১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে নিয়ে আসে। যা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমী প্রাঙ্গণে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটি' এর ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন।

প্রভাব/অভিগাত

মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং ক্যাডেট সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ - ২০১৭ সালে জুন পর্যন্ত ১৮৯৮ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; প্রায় সকলেই দেশি-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে নিয়োগলাভ করে দেশের জন্য উল্লেখজনক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে আনছে। নিঃসন্দেহে এর সুফল দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখজনক ভূমিকা রাখছে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব

মেরিটাইম সেক্টরে ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রি-সী ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ৩টি ব্যাচের ৫০ জন ফিমেল ক্যাডেট বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে অধীনে ক্যাডেটশীপ সম্পন্ন করেছে। তারা বর্তমানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। বর্তমানে ৬ জন ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছে। সমুদ্র পরিবহণ সেক্টরে এই নব-উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশী নারীদের নতুন ভূমিকা, সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভিশন

➢ ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সাইন্স (বিএমএস) ডিগ্রী ও STCW পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যত নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম মানব সম্পদ গড়ে তোলা।

মিশন

➢ নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ছাড়াও কঠোর শৃঙ্খলার মাধ্যমে শারীরিক প্রশিক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক নৌ-বহরের জন্য একজন সাহসী এবং পরিশ্রমী কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

➢ নির্ধারিত সময়োত্তীর্ণের পর সমুদ্রোত্তর বা উচ্চতর কোর্সসমূহের (ক্লাস ১, ২ ও ৩ ডেক ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ও সনদায়ন) মাধ্যমে সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি (CoC) অর্জনে সক্ষম হয় সে জন্য প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়।

“অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এবং কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ” (২০০৯-২০১৭)

ক্র.নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বছর (সম্পূর্ণ হয়)
১	Enhancing Capacity of the Marine Academy শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয় (২০০৯-২০১৪)	১টি	২১৭৭.০০	২০০৯-২০১৪
	Enhancing Capacity of the Marine Academy শীর্ষক প্রকল্প অধীনের কাজসমূহ নিম্নরুপঃ			
	● মেরিন একাডেমির স্কুল এন্ড কলেজের ৩য় তলা নির্মাণ	১টি	৬৮.২০	২০১০
	● ৫২ আসন বিশিষ্ট ২টি বড় বাস	২টি	১১২.০০	২০১১
	● ১৫ আসন বিশিষ্ট মাইক্রোবাস	১টি	২৬.৫০	২০১১
	● প্যারেড গ্রাউন্ডে ছাদসহ গ্যালারী নির্মাণ	১টি	৩২৬.০৯	২০১২
	● ২টি গ্যারেজ নির্মাণ	২টি	১২.৭২	২০১২
	● চার তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দোতলা এডমিন ব্লক	১টি	৩৬৬.৪০	২০১৩
	● ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা ক্যাডেট ব্লক	১টি	৮৯৭.২৩	২০১৪
	● দো তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এক তলা ডাইনিং হল	১টি	১৪২.৬৪	২০১৪
২	ফিমেল ক্যাডেট ব্লক ,মেরিনার্স ডরমেটরী এবং অন্যান্য নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচী অনুমোদিত হয় (২০১২-২০১৪)	১টি	৬০৭.০০	২০১২-২০১৪
	● ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দো তলা ফিমেল ব্লক	১টি	২০১.০০	২০১৪
	● ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলামেরিনার্স ডরমেটরী	১টি	৩৬৬.০০	২০১৪
	● ফিমেল ক্যাডেট ব্লক ও মেরিনার্স ডরমেটরীর ফার্ণিচার ক্রয়	থোক	৪০.০০	২০১৪
৩	ফিমেল ক্যাডেট ব্লক ও মেরিনার্স ডরমেটরী ও অন্যান্য নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচীর অবশিষ্ট কাজ		২৫০.০০	২০১৪-১৫
	● মেরিনার্স ডরমেটরীর বাউন্ডারী ওয়াল, লিংক রোড এবং ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ	১টি	৪৮.৭৪	২০১৫
	● মেরিন একাডেমির প্রধান ফটক, অফিসার্স ক্লাব ও প্রশিক্ষণ ভবণের সামনের রাস্তার নির্মাণ	১টি	৫১.৩৫	২০১৫
	● ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ফিমেল ক্যাডেট ব্লকের ৩য় ও ৪র্থ তলার কাজ	১টি	১৩৪.৭৫	২০১৬
৪	● মেরিন একাডেমির পতেঙ্গা জেটির অতিথি কক্ষের সংস্কার করণ	১টি	৫.০০	২০১০
৫	● একাডেমির ক্যাডেটের জন্য নতুন লন্ড্রি হাউস নির্মাণ	১টি	১৫.০০	২০১০
৬	● একাডেমির অফিসার্স ক্লাব ও ভিভিআইপি গেস্ট হাউসকে সম্পূর্ণরূপে নতুন রূপে নির্মাণ করা হয়েছে। আধুনিকীকরণ	১টি	২০.০০	২০১০

৭	• মেরিন একাডেমির শহীদ লিয়াকত আলী ক্যাডেট ব্লকসহ ডাইনিং হল আধুনিকীকরণ	১টি	১০.০০	২০১০
৮	• প্যারালাল কাপলিং সিস্টেম জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।	১সেট	৮৫.০০	২০১০
৯	• অটোমেটিক কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।	১সেট	৬৫.০০	২০১০
১০	• হাউড্রলিক ও নিউমেটিক কন্ট্রোল স্থাপন করা হয়েছে এবং যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে।	১সেট	৭০.০০	২০১০
১১	• প্রশিক্ষণ বয়লার স্থাপন করা হয়েছে।	১সেট	৪০.০০	২০১০
১২	• ইলেকট্রনিক ল্যাব নির্মিত হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে।	১টি	৭৫.০০	২০১০
১৩	• ৫০টি কম্পিউটার-সমৃদ্ধ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।	১টি	৪৫.০০	২০১০
১৪	• ৫০টি কম্পিউটার-সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।	১টি	২০.০০	২০১০
১৫	• ২য় ডিপ ওয়াটার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।	১টি	২০.০০	২০১০
১৬	• একাডেমীর কনফারেন্স রুমে 'ভিডিও কনফারেন্সিং' সুবিধা এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপিত হয়েছে।	১০সেট	২০.০০	২০১০
১৭	• একাডেমী আইসিটি সেল গঠন করা হয়েছে।			২০১০
১৮	• নতুন (www.macademy.gov.bd) ওয়েবসাইটচালু করা হয়েছে।			২০১০
১৯	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরঘোষনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের পক্ষথেকে ৫ জন দরিদ্র ক্যাডেটের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে			
২০	• মেরিটাইম মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা	১টি	৫.০০	২০১১
২১	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তি ফলক উন্মোচন	১টি	৩.০০	২০১১
২২	• ১৯৬২-২০১০ সময়কালে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া বা মৃত্যুবরণ করা ২৫ জন্য এক্স ক্যাডেট ওমেরিনারদের সম্মানে ও স্মরণে আই এম ও সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক সিফেয়ারার্স মেমোরিয়াল উদ্বোধন।	১টি	৭.০০	২০১১
২৩	• ক্যাডেটদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়েছে।			২০১১
২৪	• সকল ক্লাসরুমে রুফ-মাউন্টেড মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে।	১০টি		২০১১
২৫	• সকল ক্লাসরুমে রুফ-মাউন্টেড মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে।	১০টি		২০১১
২৬	• ক্যাম্পাসে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।			২০১১
২৭	• আই এম ও কনফারেন্স রুম সহ সকল ক্লাশ রুম	১টি	৪০.০০	২০১২

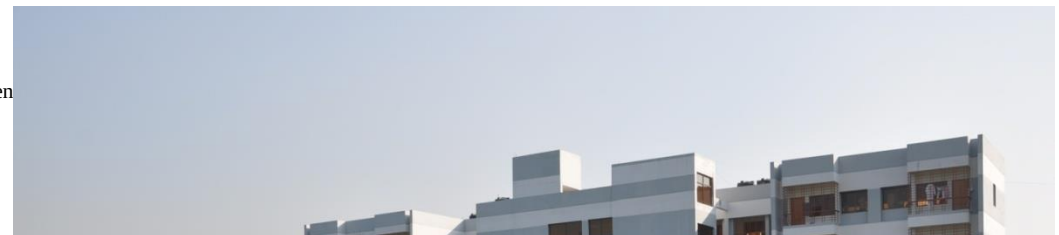
	আধুনিকীকরণ			
২৮	• উচ্চতর মেরিটাইম এডুকেশন প্রদানের লক্ষ্যে পেশাদার প্রশিক্ষকদের (মাস্টার মেরিনার ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার) সংখ্যা ২০ জন থেকে ২৫ জনে উন্নীত করা হয়েছে।			২০১২
২৯	• একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত সকল কোর্সের সনদপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে।			২০১২
৩০	• ই-লার্নিং প্রবর্তিত হয়েছে।			২০১২
৩১	• ক্যাডেট ভর্তি প্রক্রিয়ায় সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে online নিবন্ধন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।			২০১২
৩২	• MCQ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং OMR পদ্ধতিতে উত্তরপত্র যাচাই কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।			২০১২
৩৩	• দৃষ্টি-নান্দনিক নকশায় নতুন একটি শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে।	১টি	১৬.০০	২০১৩
৩৪	• গোল্ডেন জুবিলী ফলক স্থাপন	১টি	৩.০০	২০১৩
৩৫	• ক্যাডেটদের জন্য নতুন এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়	১টি	৪০.০০	২০১৩
৩৬	• ক্যাডেট প্রশিক্ষণ ও অগ্নিনির্বাপনের জন্য ফায়ার ট্রাক ক্রয়	১টি	৬০.০০	২০১৪
৩৭	• প্রশাসনিক ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবণের আধুনিকীকরণ	১টি	৩০.০০	২০১৫
৩৮	• অডিটোরিয়াম সংস্কার করণ	১টি	১০.০০	২০১৫
৩৯	• অফিসারদের জন্য আরও ২টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ করা হয়েছে।	২টি	৮০.০০	২০১৫
৪০	• একাডেমীর সীমানা প্রাচীর (দক্ষিণ অংশ) উঁচু করণ এবং কাঁটা তার স্থাপন করণ।		১৫.৩৮	২০১৬-১৭
৪১	• একাডেমীর ডেমনস্ট্রেশন হল থেকে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ লেক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।		৩৪.৪৬	২০১৬-১৭
৪২	• প্রশিক্ষণ লেক থেকে একাডেমীর দক্ষিণ গেট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।		২৪.৭৭	২০১৬-১৭
৪৩	• একাডেমীর ইনষ্ট্রাকশনাল ব্লক থেকে নতুন ক্যাডেট ব্লক পর্যন্ত রাস্তা এবং ড্রেন নির্মাণ।		১৭.৫৩	২০১৬-১৭
৪৪	• পুরাতন ক্যাডেট ব্লক থেকে নতুন ক্যাডেট ব্লকের সংযোগ রাস্তাসহ সিঁড়ি নির্মাণ এবং ক্যাডেট ব্লকের পিছনে নতুন তৈরীকৃত খেলার মাঠে গমণের জন্য রাস্তা নির্মাণ।		২২.৭৯	২০১৬-১৭
৪৫	• একাডেমীর অভ্যন্তরের এইচ-টাইপ কোয়াটার (৪র্থ তলা) থেকে একাডেমীর ধুপি শেড পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ।		১৩.৭৯	২০১৬-১৭
৪৬	• একাডেমীর মসজিদ হতে এফ-টাইপ কোয়ার্টার পর্যন্ত রাস্তা এবং ড্রেন নির্মাণ।		১৪.৫০	২০১৬-১৭

৪৭	• এফ টাইপকোয়ার্টারের সম্মুখে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ।		১৮.৫০	২০১৬-১৭
৪৮	• একাডেমির বি-৫,বি-৬ এবং ডি-১ হতে ডি-৬ বাংলো আধুনিকীকরণ।		১৬.৭৫	২০১৬-১৭
৪৯	• পুরাতন ক্যাডেট ব্লকের সম্মুখ ভাগ আধুনিকায়নও আনুষঙ্গিক কাজ করণ।		১৬.৪২	২০১৬-১৭
৫০	• পুরাতন ক্যাডেট ব্লকের করিডোর ট্াইলস সহ আনুষঙ্গিক কাজ করণ ।		৭.০০	২০১৬-১৭
৫১	• একাডেমীর ইনষ্ট্রাকশনাল ব্লক থেকে নতুন ক্যাডেট ব্লকের পিছনে খেলার মাঠ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।		১০.৯১	২০১৬-১৭
৫২	• পুরাতন প্রশাসনিক ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবনের (১ম ও ২য় তলা) অবশিষ্টাংশ টাইলস সহ আনুষঙ্গিক কাজ করণ।		১০.৫০	২০১৬-১৭
৫৩	• পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের (৩য় তলা) অবশিষ্টাংশ টাইলস সহ আনুষঙ্গিক কাজ।		৭.০০	২০১৬-১৭
৫৪	• মেরিন একাডেমির জন্য ১টি পাজেরো জীপ, ১টি পিক আপ (ডাবল ডেকার) এবং ১টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ।		১৫৫.০০	২০১৬-১৭
৫৫	• বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতি বছর ক্যাডেট প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য আয় হতে প্রায় ৫.৫কোটি টাকা সরকারীকোষাগারে (রাজস্ব আয়) জমা করে থাকে।			

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ঃ

- **অবকাঠামোগত পূনর্গঠণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি আধুনিকীকরণ প্রকল্প ঃ (মেয়াদ ২০১৬-২০১৯) সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রক্রিয়াধীন।**

- **ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের জন্য ১টি ট্রেনিং শীপ এবং ফুলমিশন ব্রীজ সিমুলেটর এবং ইঞ্জিন সিমুলেটর সংগ্রহের প্রকল্প কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।**
- **ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচী প্রক্রিয়াধীন।**
- **ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটির অধীনে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে মাষ্টার্স কোর্স প্রচলন ।**
- **শিপিং এবং মেরিটাইম সেক্টরে এই অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিকে নলেজ সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা কমপ্লেক্স শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**





মেরিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজের ৩-তলা নির্মাণ





মেরিন একাডেমীর ক্যাডেট ব্লকের সামনে রিক্রিয়েশন হিলে নতুন স্থাপিত দৃষ্টিনন্দন শহীদমিনার



পুরাতন প্রশাসনিক ভবন-কে পুন-সংস্কার করে দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম

পরিচিতিঃ ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম শহরের সিইপিজেড থানাধীন দক্ষিণ হালিশহরে অবস্থিত। এটি একটি আন্তর্জাতিকমানের এবং বাংলাদেশী রেটিং(নাবিক)দের জন্য সরকারের একমাত্র ও পুরাতন কারিগরি নৌ-শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

ভিশনঃ ➪আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO'র) Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers (STCW)-1978 as amended convention এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মোতাবেক নৌ-শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মিশনঃ ➪বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রী-সী ও পোষ্ট-সী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৌ-জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলে নিরাপদ ও দক্ষতার সাথে জাহাজ পরিচালনার জন্য বিশ্ব নৌ-বহরে রেটিং(নাবিক) সরবরাহ উপযোগী করা।

জনবলঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে সর্বমোট ২৮টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১৮টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী পদ রয়েছে। বর্তমানে অধ্যক্ষসহ ৫ জন স্থায়ী প্রশিক্ষক এবং ১৩জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পেশাগত ও অভিজ্ঞ ১৬জন অতিথি প্রশিক্ষকের একটি প্যানেল রয়েছে।

কার্যাবলীঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশী এস.এস.সি পাশ এবং কোন কোন পদে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাধারী বেকার যুবকদের নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO'র) Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers (STCW)-1978 as amended convention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রী-সী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলে (Human resource development in maritime sector)। তাছাড়া চাকুরীরত নাবিকদের দক্ষতা ও পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের পোষ্ট-সী কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহঃ➪বাংলাদেশী বেকার যুবকদের প্রী-সী এবং কর্মরত রেটিং(নাবিক)দের পোষ্ট-সী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরীর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্যঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে বিগত সাড়ে ৮ বৎসরে (২০০৯ হতে জুন'২০১৭ পর্যন্ত) প্রী-সী কোর্সে ১১৫৬ জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ১৪৬৩৬ জন সর্বমোট ১৫৭৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর শাখা চালু করা হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট মাদারীপুর শাখা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের স্থাপনাদি নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট সম্প্রসারণ শীর্ষক।

অগ্রাধিকার কার্যক্রমঃ➪আন্তর্জাতিক ও নৌ-বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন কোর্স পরিচালনা করে রেটিং(নাবিক) ও ক্যাডেটদের চাকুরীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

বার্ষিক আয়-ব্যয়ঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট একটি সেবামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বিগত ৮ বৎসরে (২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত) মোট **১১২৪.৫৬** লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে এবং ৫৫৭.৭৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ➪বাংলাদেশী বেকার যুবকদের প্রী-সী ও পোষ্ট-সী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরীর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয় (Human resource development in maritime sector)।

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের দারিদ্র জনগোষ্ঠিকে অল্প খরচে মেরিটাইম ট্রেনিং প্রদান করে উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করে থাকে।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রমঃ➪২০১২ সাল থেকে অন লাইনে প্রার্থীদের আবেদন ফরম বিতরণ ; ওয়েব সাইট নিয়মিত আপডেট করা ; ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার, ইজিপি বাস্তবায়ন, ই-মেইলের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্যাদি আদান-প্রদান করা হচ্ছে এবং আইসিটি সেল গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া পেপারলেস ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ঃ➪রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের **১**টি শাখা ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর জেলায় চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে এর শাখা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমঃ➪ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল কমপ্লেক্সে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল (সোলার প্যানেল সিষ্টেম) স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নঃ➪মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঘরে চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে প্রী-সী কোর্সে প্রতি ব্যাচে ১০০ জন থেকে পর্যায়ক্রমে ৩০০ জনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



গত ১৩/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রি জনাব শাজাহান খান, এমপি. কর্তৃক ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল কমপ্লেক্স নির্মানের বাস্তব কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।



গত ১৬/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৬ষ্ঠ তলা বিশিষ্ট শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল কমপ্লেক্স এর শুভ উদ্বোধন করেছে

ক্র/নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য	বছর
১।	**নতুনভাবে সংযোজিত কোর্সসমূহ এবং প্রশিক্ষণের বিবরণ ঃ** ➢এড্ভান্স ফায়ার ফাইটিং কোর্স । ➢সিকিউরিটি এ্যায়ারনেস ট্রেনিং (সেট)কোর্স। ➢ডেজিগন্যাটেড সিকিউরিটি ডিউটিস (ডিএসডি) কোর্স। ➢শীপ সিকিউরিটি অফিসার (এসএসও)কোর্স। ➢শিপ্স ক্যাটারিং (শিপ্স কুক) কোর্স । ➢শিপ্স ক্যাটারিং (মেসম্যান) কোর্স।	৬৩৩৭জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	--	২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত

	➢এডভান্স ট্রেনিং ফর কেমিক্যাল টেংকার কার্গো অপারেশন সার্টিফিকেট ➢এডভান্স ট্রেনিং ফর অয়েল টেংকার কার্গো অপারেশন সার্টিফিকেট। ➢ট্রেনিং ফর ব্রিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট। ➢ইঞ্জিন রুম রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট। ➢হাই ভোল্টেজ সেফটি ট্রেনিং সার্টিফিকেট। ➢ট্রেনিং ফর লিডারশীপ এন্ড টিম ওয়ার্ক সার্টিফিকেট। ➢ট্রেনিং ফর মেডিক্যাল কেয়ার অন বোর্ড সার্টিফিকেট। ➢হাই ভোল্টেজ সেফটি ট্রেনিং (অপারেশনাল লেভেল) সার্টিফিকেট। ➢ইঞ্জিন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশীপ এন্ড টীম ওয়ার্ক (অপারেশন লেভেল) সার্টিফিকেট। ➢ব্রীজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশীপ এন্ড টীমওয়ার্ক (অপারেশন লেভেল) সার্টিফিকেট। ➢কোর্স মডিউল ফর প্রফিয়েন্সী ইন মেডিক্যাল ফাষ্ট এইড সার্টিফিকেট।	৯৪৫৫জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	--	২০১৪ হতে জুন'২০১৭ পর্যন্ত
ক্র/নং	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য	বছর
২।	➢ওয়েব সাইট নির্মান এবং আপডেট করা	০১টি	২লক্ষ টাকা	২০০৯
৩।	➢কম্পিউটার ক্রয়	০২টি	১ লক্ষ	২০১০
৪।	➢কম্পিউটার ক্রয়	০৩টি	১.৫লক্ষ	২০১১
৫।	➢কম্পিউটার ক্রয়	০২টি	১লক্ষ	২০১২
৬।	➢ক্যাম্পাসে সু-দৃশ্য এ্যাংকর ডিসপ্লে	০১টি	৩ লক্ষ	২০১৩
১।	➢ল্যাবটপ কম্পিউটার ক্রয়	০৮টি	৬ লক্ষ	২০১৪

২।	➢বাস ক্রয়	০১টি	৩৮ লক্ষ	২০১৫
৩।	➢মাইক্রোবাস ক্রয়	০১টি	৩৯ লক্ষ	২০১৫
৪।	➢ প্রবেশ গেট নির্মাণ	০১টি	১০ লক্ষ	২০১৫
৫।	➢ শহীদ মিনার নির্মাণ	০১টি	৫ লক্ষ	২০১৫
৬।	➢এডভান্স ফায়ার ফাইটিং ব্লক নির্মাণ	০১টি	২৫ লক্ষ	২০১৫
৭।	➢ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর শাখার ভূমি অধিগ্রহণ	৫একর	৯ লক্ষ	২০১৫
৮।	➢ প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় (অয়েলী ওয়ার্টার সেপারেটর, ওয়ার্টার পিউরিফায়ার)	০২টি	৯ লক্ষ	২০১৫
৯।	➢ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামে প্রী-সী প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে (ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস) সম্পন্ন করা হচ্ছে।	০১টি	১ লক্ষ	২০১৫
১০।	➢কর্মচারীদের হাজিরা ডিজিটাল ফিংগার প্রিন্টের মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে।	০১টি	১লক্ষ	২০১৫
১১।	➢সেলুটিং ডায়াস এবং ফ্ল্যাগ মাস্ট নির্মাণ	০১টি	৫ লক্ষ	২০১৬
১২।	➢ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৬তলা বিশিষ্ট হোষ্টেল ভবন নির্মাণ	০১টি	১০ কোটি	২০১৬
১৩।	➢ ১০০০ কেজি ৬-স্টপ বিশিষ্ট লিফ্ট স্থাপন	১টি	৩৮.৬০লক্ষ	২০১৭
১৪।	➢ সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন	১টি	৯.১৮লক্ষ	২০১৭
১৫।	➢ ১০০ কেভিএ সাব-ষ্টেশন স্থাপন	১টি	৩০.১২ লক্ষ	২০১৭
১৬।	➢ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প মটর স্থাপন (২টি মোটরসহ)	১টি	৫ লক্ষ	২০১৭
১৭।	➢ প্যারেড গ্রাউন্ড ও রাস্তা উচুঁ করণ	থোক	৬৬ লক্ষ	২০১৭
১৮।	➢ গাড়ির গ্যারেজ নির্মাণ	১টি	২২ লক্ষ	২০১৭
১৯।	➢ পাম্প হাউজ নির্মাণ	১টি	৫.৫০ লক্ষ	২০১৭

২০।	➢ ভ্যান গাড়ি ক্রয়	১টি	৪০ লক্ষ	২০১৭

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

১.	নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদী স্বাভাবিক প্রবাহ পূণরুদ্ধার, নদী যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহন যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাতৃক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, আইন পাশ হয়। ইতোমধ্যে কশিমনের চেয়ারম্যান ও একজন সার্বক্ষণিক সদস্য কমিশনে যোগদান করেছেন। কশিমনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।
২.	কমিশনের উদ্যোগে ১২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাবনার বড়াল নদী উদ্ধার করা হয়েছে। নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি রাস্তা অপসারন করে ব্রীজ নির্মাণ করা হচ্ছে।

পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল

১.	এই প্রথমবারের মত চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে কন্টেইনার ঢাকা আনা নেয়ার জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে কন্টেইনার টারমিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। টার্মিনালের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর

দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন, আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি, দেশের দুটি সমুদ্র বন্দরের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা এবং বিশ্ব নৌ-বাণিজ্যের চাহিদার আলোকে অধিকতর দক্ষতা অর্জন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় আঞ্চলিক বাণিজ্যের ধারাবাহিক পরিবর্তন বিবেচনায় বাংলাদেশে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।